পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1671, Saturday, March 07, 2026 FREE www.parichoy.com

হাজারো প্রাণের বিনিময়ে দেশ গণতন্ত্রের ধারায় ফিরেছে - বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- হঠাৎ কেন প্রতিবেশী দেশে হামলা বন্ধের ঘোষণা দিল ইরান, নেপথ্যে কী - ৫ম পাতায়
- বিভিন্ন দেশে সরকার পরিবর্তনে যুক্তরাষ্ট্রের যত অভিযান- ৫ম পাতায়
- আকাশসীমা আংশিক চালু, সীমিত সূচিতে ফ্লাইট পরিচালনা করছে এমিরেটস, কাতার- ৫ম পাতায়
- ইরানে ‘গৃহযুদ্ধ’ পরিকল্পনার অংশ কুর্দি বিদ্রোহী কারা - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় ইরানের ঘনিষ্ঠ মিত্র চীন যে কারণে সতর্ক- ৬ষ্ঠ পাতায়
- ইরানকে গোপনে মার্কিন সামরিক গতিবিধির তথ্য দিচ্ছে রাশিয়া- ৬ষ্ঠ পাতায়
- ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ১ম চার দিনেই যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ৩.৭ বিলিয়ন ডলার - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ইরানের ‘নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ’ ছাড়া যুদ্ধ থামবে না জানিয়ে দিলেন ট্রাম্প - ৭ম পাতায়
- ইরানের পরবর্তী নেতা নির্বাচনও করতে চান ট্রাম্প - ৭ম পাতায়

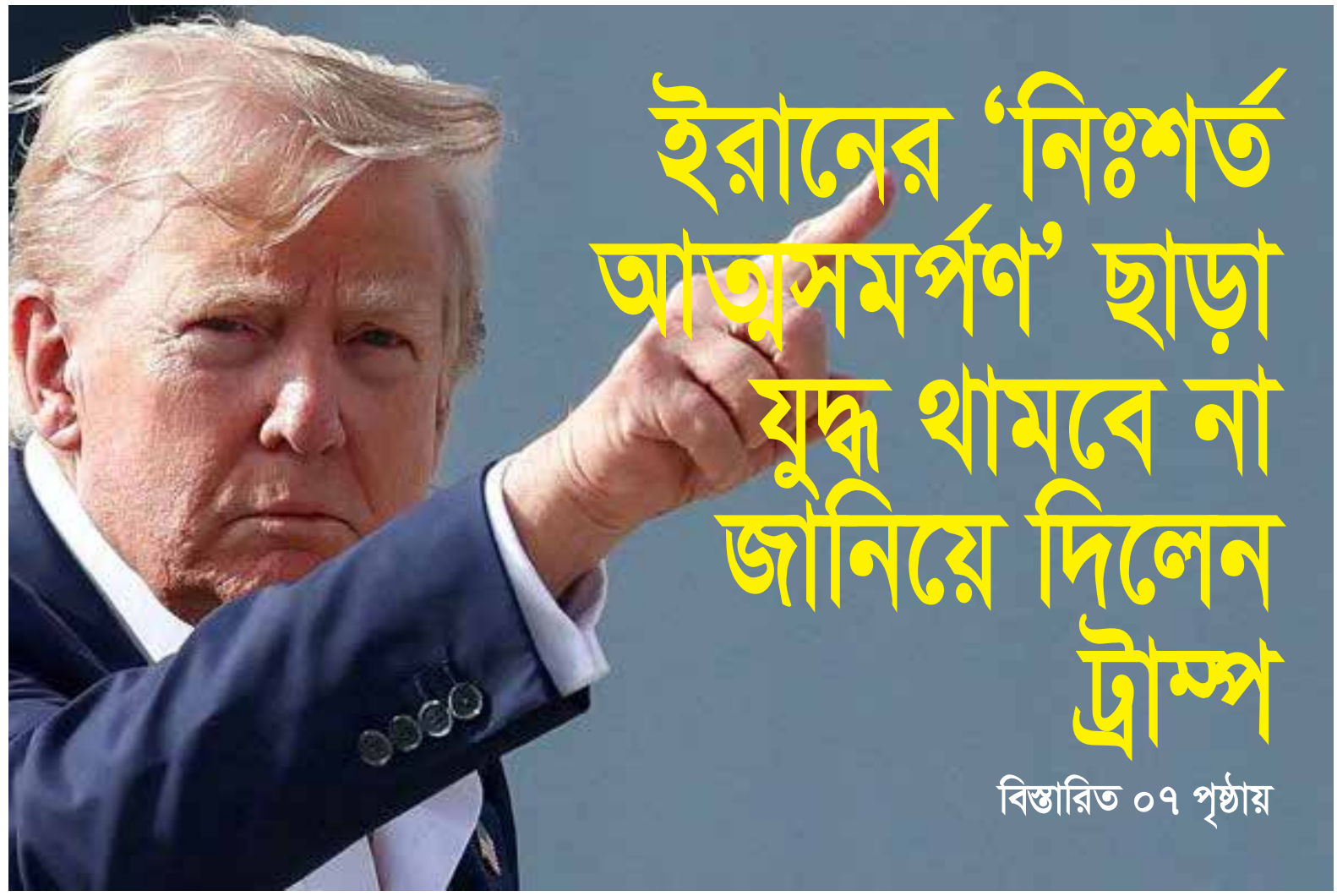

ইরানের ‘নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ’ ছাড়া যুদ্ধ থামবে না জানিয়ে দিলেন ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

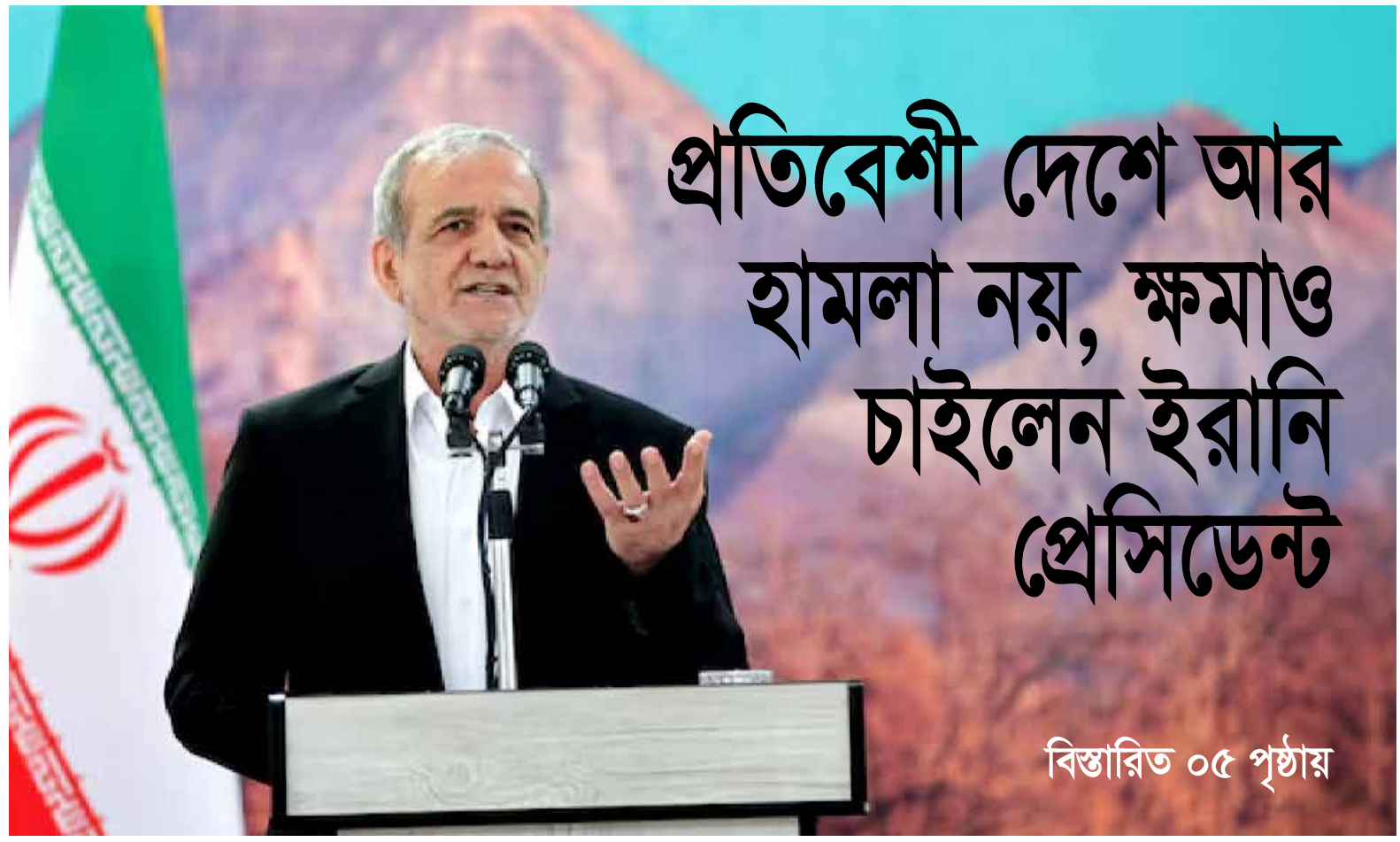

প্রতিবেশী দেশে আর হামলা নয়, ক্ষমাও চাইলেন ইরানি প্রেসিডেন্ট

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
SCHEN
Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও
শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।
আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

কে কি বললেন

● ইরান যুদ্ধবিরতি চাচ্ছে না এবং যেকোনো মার্কিন স্থল আক্রমণের জন্য আমরা প্রস্তুত -ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি

● ইরানের স্থল অভিযান হবে 'সময়ের অপচয়'। তারা যা হারাতে পারে তার সবকিছু হারিয়েছে। বিমান হামলার গতি এবং তীব্রতা অব্যাহত থাকবে। '- এনবিসি নিউজকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

● 'এখন থেকে সশস্ত্র বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা কোনো প্রতিবেশী দেশের ওপর হামলা চালাবে না। '- ইরানি প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান

● যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইলের যুদ্ধে যোগ দেবে না জার্মানি: ভাইস চ্যান্সেলর লার্স ক্লিংবাইল

● ভারত মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতে কোনও পক্ষ নেওয়া থেকে বিরত রয়েছে : ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর

● প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রথমবার সরকার গঠনের পরও ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণের সুদ-আসল মওকুফ করা হয়। বর্তমান কৃষি ও কৃষকবান্ধব সরকার আগামী পয়লা বৈশাখ থেকে পর্যায়ক্রমে কৃষক কার্ড বিতরণ বিতরণ শুরু করবে। - বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন

● পরিকল্পিতভাবে যাকাত বন্টন করা গেলে দারিদ্র বিমোচনে যাকাত যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারে। এমন বাস্তবতায় সরকার যাকাত ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর এবং লক্ষ্যভিত্তিক করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।'- প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

● পরিবহন সেক্টরে চাঁদাবাজি ও অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া কঠিন হস্তে দমন করা হবে -জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের প্রধান সমন্বয়ক শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস।

প্রতিবেশী দেশে আর হামলা নয়, ক্ষমাও চাইলেন ইরানি প্রেসিডেন্ট

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে এক অভাবনীয় ও নাটকীয় মোড় দেখা দিয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর অনিচ্ছাকৃত হামলার জন্য রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত এক ভিডিও বার্তায় ক্ষমা চেয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। তবে এই ক্ষমা প্রার্থনার কয়েক মিনিটের মাথায় কাতারের রাজধানী দোহার আকাশে নতুন করে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।

ইরানি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান অত্যন্ত নমনীয় সুরে বলেন, ‘প্রতিবেশী দেশগুলো, যারা আমাদের হামলার শিকার হয়েছে, তাদের কাছে আমি ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। আমাদের কোনো প্রতিবেশী দেশ দখলের বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় নেই।’

আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে ইরানি প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ‘এখন থেকে সশস্ত্র বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা কোনো প্রতিবেশী দেশের ওপর হামলা চালাবে না।’

বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

হঠাৎ কেন প্রতিবেশী দেশে হামলা বন্ধের ঘোষণা দিল ইরান, নেপথ্যে কী

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি কাতারে একটি বড় ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা প্রতিহত করার ঘটনার পর ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের একটি রেকর্ডকৃত ভিডিও বার্তা নতুন করে বিশ্বজুড়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ওই বার্তায় প্রেসিডেন্ট আশ্বস্ত করেছেন, প্রতিবেশী দেশগুলোর মাটি ব্যবহার করে ইরানের ওপর হামলা না চালানো হলে ইরানও তাদের লক্ষ্যবস্তু করবে না। তবে বাস্তব পরিস্থিতি এবং বিশ্লেষকদের মতে, এ ধরনের কৌশলগত ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বিষয়ে প্রেসিডেন্টের হাতে আদতে কোনো কার্যকর ক্ষমতা থাকে না।

ইরানি

বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

বিভিন্ন দেশে সরকার পরিবর্তনে যুক্তরাষ্ট্রের যত অভিযান

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধের শুরুতে ডনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, তেহরানের আর পারমাণবিক বা প্রচলিত সামরিক হুমকি তৈরি করা উচিত নয় এবং সেখানে দুর্বল হয়ে পড়া মোল্লাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান হওয়া উচিত।

ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধের শুরুতে ডনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, তেহরানের আর পারমাণবিক বা প্রচলিত সামরিক হুমকি তৈরি করা উচিত নয় এবং সেখানে দুর্বল হয়ে পড়া মোল্লাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান হওয়া উচিত।

তারপর থেকে অবশ্য ট্রাম্প এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারা ইরানে মার্কিন ও ইসরায়েলি বিমান হামলার জন্য নানা ধরনের কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ সোমবার এমনকি এ কথাও বলেছেন যে, বর্তমান সংঘাত ‘‘তথাকথিত শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের যুদ্ধ নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের অতীত বিশ্লেষণ করলে অবশ্য কোনো দেশের শাসনব্যবস্থা বা শাসক পরিবর্তনে সামরিক অভিযানের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

২০১৯ সালের এক গবেষণাপত্র অনুযায়ী, শুধুমাত্র শীতল যুদ্ধের সময় (১৯৪৭-১৯৮৯) যুক্তরাষ্ট্র বিদেশে ক্ষমতার ভারসাম্যকে পক্ষে রাখতে ৭২টি প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ৬৪টিই ছিল গোয়েন্দা বিভাগের গোপন অভিযান, যার সাফল্যের হার ছিল প্রায় ৪০%।

বিভিন্ন দেশে শাসনব্যবস্থা বা শাসক পরিবর্তনে যুক্তরাষ্ট্রের বড় কয়েকটি অভিযান একটু ফিরে

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

অতীতে বাংলাদেশের সংসদে যেসব নেতিবাচকতা সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো মুছে দে বললেন সালাহউদ্দিন আহমদ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘আশা করি আমাদের ভবিষ্যৎ সংসদ অধিবেশন দেখে জাতি অনেকটা আশ্বস্ত হবে। এমন একটি সংসদই তারা দেখতে চেয়েছিলেন।’

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘অতীতে সংসদে যেসব নেতিবাচকতা সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো মানুষের মন থেকে আমরা মুছে দেব।’

৭ই মার্চ শনিবার রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে দলের সংসদ সদস্যদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার শেষ দিনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, কর্মশালায় সংসদের রুলস অব প্রসিডিউর, পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্টসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়া সংসদের রীতিনীতি, রেওয়াজ ও পদ্ধতি নিয়েও কথা হয়েছে, যাতে সংসদ সদস্যরা

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

আকাশসীমা আংশিক চালু, সীমিত সূচিতে ফ্লাইট পরিচালনা করছে এমিরেটস, কাতার

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে সৃষ্ট নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে আঞ্চলিক আকাশসীমা আংশিকভাবে খুলে দেওয়ার পর সীমিত ফ্লাইট সূচি নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এমিরেটস এয়ারলাইনস, কাতার এয়ারওয়েজ ও ইত্তেহাদ। তবে কুয়েতে রানওয়ের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় কুয়েত বিমানবন্দর আরো ৪ সপ্তাহ বন্ধ থাকার আশংকা রয়েছে। তবে ধাপে ধাপে তাদের পুরো নেটওয়ার্ক পুনরায় চালুর প্রস্তুতিও নিচ্ছে এয়ারলাইন্স সমুহ।

এক বিবৃতিতে এমিরেটস জানিয়েছে, আঞ্চলিক আকাশসীমা আংশিক উন্মুক্ত হওয়ার পর তারা সীমিত ফ্লাইট শিডিউল অনুযায়ী অপারেশন পরিচালনা করছে। তবে আগামী কয়েক দিনের

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ইরানে ‘গৃহযুদ্ধ’ পরিকল্পনার অংশ কুর্দি বিদ্রোহী কারা

পরিচয় ডেস্ক: ইরাকভিত্তিক ইরানি কুর্দি বাহিনী জানিয়েছে, তারা সশস্ত্র ইউনিট প্রস্তুত করছে। এই ইউনিট প্রয়োজনে ইরানে পাঠানো হবে। এর আগে খবর বেরিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) কুর্দিদের অস্ত্র দিয়ে ইরানে পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। সত্যিই যদি কুর্দিরা ইরানে প্রবেশ করে, তাহলে তেহরানের শাসকদের বিরুদ্ধে নতুন করে বিদ্রোহ বা গৃহযুদ্ধ দানা বাঁধতে পারে।

যদিও হোয়াইট হাউস দাবি করেছে, কুর্দিদের দিয়ে ইরানে বিদ্রোহ শুরুর কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই। কিন্তু অতীতের ঘটনাগুলো বলছে, সশস্ত্র এই গোষ্ঠীটির সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। এমনকি কাজ শেষে পরিত্যাগ করার অভিযোগও আছে।

১৯৯১ সালের পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে কুর্দিদের বিদ্রোহ করতে উৎসাহ দিয়েছিল। কিন্তু পরে যখন ইরাকি সেনাবাহিনী কুর্দি যোদ্ধাদের ওপর ভয়াবহ হামলা চালায়, তখন যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা করতে এগিয়ে যায়নি।

কুর্দি কারা?

কুর্দিরা মধ্যপ্রাচ্যের একটি বড় জাতিগোষ্ঠী। তাদের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি বলে ধারণা করা হয়। ইরান, ইরাক, সিরিয়া ও তুরস্কে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দীর্ঘদিন ধরে তারা স্বাধীন রাষ্ট্র কিংবা স্বায়ত্তশাসনের দাবি করে আসছে। এজন্য অনেকে তাদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্বাধীন রাষ্ট্রবিহীন জাতিগোষ্ঠী হিসেবে মনে করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অটোমান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়লে পরাশক্তিগুলো মধ্যপ্রাচ্যের কুর্দিদের একটি আলাদা দেশ গঠন করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হয়নি। অনেক কুর্দি মনে করেন তাদের দেশ না দেওয়ার একটি বড় কারণ হলো ১৯১৬ সালের সাইকস-পিকো চুক্তি। এই গোপন চুক্তি অনুযায়ী, ব্রিটেন ও ফ্রান্স মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র নিজেদের সুবিধামতো ভাগ করে নিয়েছিল।

এই বিভাজনের কারণে কুর্দিরা বিভিন্ন দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত নিজেরা আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি। দাবি আদায় না হওয়ায় কুর্দিদের অনেকে সশস্ত্র পন্থা বেছে নেয়। তাদের সবচেয়ে বড় সংগঠন হলো- কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি। তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্রসহ আরও কয়েকটি *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ইরানকে গোপনে মার্কিন সামরিক গতিবিধির তথ্য দিচ্ছে রাশিয়া

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান যুদ্ধে সরাসরি মস্কোর জড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। মার্কিন গোয়েন্দা প্রতিবেদনের সঙ্গে পরিচিত একাধিক সূত্রের বরাতে সিএনএন জানিয়েছে, রাশিয়া বর্তমানে ইরানকে মার্কিন সেনা, যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমানের অবস্থান এবং গতিবিধি-সংক্রান্ত অত্যন্ত গোপনীয় গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করছে। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ইরান যুদ্ধের খরচ নিয়ে উদ্বেগ খোদ যুক্তরাষ্ট্রে

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের বিরুদ্ধে চলমান আকাশযুদ্ধের খরচ মার্কিন সরকার, কংগ্রেস সদস্য এবং দেশটির সাধারণ জনগণের জন্য এক বড় ধরনের ধাক্কা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যুদ্ধের ব্যয় বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ১০০ কোটি (১ বিলিয়ন) ডলার ছাড়িয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যুদ্ধের প্রথম সাত দিনেই টমাহক, থাড এবং প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্রের মতো অত্যন্ত ব্যয়বহুল সমরাস্ত্র বিপুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছে। পেন্টাগন ইতিমধ্যে এসব ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত পুনর্গঠন এবং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত বা অতি-ব্যবহৃত সরঞ্জাম প্রতিস্থাপনের জন্য ৫০ বিলিয়ন ডলারের একটি বিশেষ সম্পূরক বাজেট প্রস্তাব তৈরি করেছে। যুদ্ধের তীব্রতা বা ‘বার্ন রেট’ অত্যধিক বেশি হওয়ায় সামরিক সরঞ্জামের ঘাটতি মেটাতে এই বিশাল অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

তবে মার্কিন *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় ইরানের ঘনিষ্ঠ মিত্র চীন যে কারণে সতর্ক

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্ব এড়িয়ে কার্যত ‘ধীরে চলো’ নীতিতে হাঁটছে ইরানের মিত্র হিসেবে পরিচিত চীন। ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় তেমন কোনো শক্ত প্রতিক্রিয়া দেখায়নি দেশটি। বেশ খানিকটা সময় নিয়ে নমনীয় ভাষায় সংঘাত বন্ধ করে আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান জানিয়েছে চীন, যা অনেককেই অবাক করেছে।

প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, চীনের পরিকল্পনাটা আসলে কী? তারা কি তবে ইরানের পাশে থাকছে না? বিশ্লেষকেরা বলছেন, চীন আসলে বেশ কয়েকটি বিষয়কে সামনে রেখে আপাতত নমনীয় অবস্থানে রয়েছে। বিবিসি অনলাইনের এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, এর পেছনে রয়েছে নিজের স্বার্থরক্ষাসহ নানা কারণ।

প্রথমত, মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের ধাক্কাটা এখনো জোরেশোরে লাগেনি চীনের গায়ে। দেশটিতে আপাতত বেশ কয়েক মাসের তেলের মজুত রয়েছে। তারপর লাগলে চীন হয়তো রাশিয়ার কাছে সাহায্য চাইবে।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশটি ইতিমধ্যেই ভোক্তাদের ব্যয় কমানো ও অভ্যন্তরীণ ঋণের মতো সমস্যায় চাপে আছে। চীনের এবারের যে বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা ১৯৯১ সালের পর সর্বনিম্ন। যদিও উন্নত প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য শিল্পে এর উন্নতি অব্যাহত আছে। রপ্তানি বাড়িয়ে অর্থনৈতিক সংকট কাটানোর একটা সুযোগ তাদের আছে বটে, কিন্তু এক বছর ধরে মার্কিন সরকারের সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে সেদিকে পরিস্থিতি কিছুটা নাজুক। এমন পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে জ্বালানি তেল প্রাপ্তি ও রপ্তানি পণ্য পরিবহনও *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ১ম চার দিনেই যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ৩.৭ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের প্রথম ১০০ ঘণ্টায় প্রায় ৩.৭ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে খরচ হয়েছে প্রায় ৮৯১.৪ মিলিয়ন ডলার। যুদ্ধব্যয়ের এ তথ্য তুলে ধরেছে ওয়াশিংটনভিত্তিক থিংক ট্যাংক সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (সিএসআইএস)। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী পেট হেগসেথ ইঙ্গিত দিয়েছেন, এই যুদ্ধ কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে পারে।

ওয়াশিংটন ডিসি ভিত্তিক এ গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলেছে, যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বর্তমান বাজেটের চেয়ে বেশি অর্থের প্রয়োজন হবে প্রতিরক্ষা বিভাগের। বিমান হামলার শুরুতে উন্নত ও জটিল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের কারণে খরচ বেশি হয় ব্যাখ্যা করে সিআসআইএস বলেছে, যখন যুক্তরাষ্ট্র কম খরচের গোলাবারুদ ব্যবহার করা শুরু করবে। তখন অস্ত্রের খরচ কিছুটা কমে আসবে।

প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, তবুও বাজেটের বাইরে যে খরচ হবে তা যথেষ্ট বড় হবে। এর মানে হলো- কোনো এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে অতিরিক্ত অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এই সংঘাতের খরচ অভ্যন্তরীণ বাজেট কাটছাঁট করে মেটানো রাজনৈতিক ও কার্যগতভাবে কঠিন হতে পারে।

আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদন বলছে, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরুর পর গত চারদিনে প্রায় ২০০ কোটি ডলারের সামরিক সরঞ্জাম হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে কাতারের আল উদেইদ বিমানঘাঁটিতে থাকা এএন/এফপিএস-১৩২ প্রারম্ভিক সতর্কতা রাডার ব্যবস্থার। এর মূল্য *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ইরানের ‘নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ’ ছাড়া যুদ্ধ থামবে না জানিয়ে দিলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের পক্ষ থেকে ‘নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ’ ছাড়া এই যুদ্ধ বন্ধ করার আর কোনো বিকল্প পথ নেই। তেহরান যদি এই দাবি মেনে নেয় এবং নতুন নেতৃত্ব নিয়োগ করে, তবে দেশটির অর্থনীতি পুনর্গঠনে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।

আজ শুক্রবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প সরাসরি বলেন, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া ইরানের সঙ্গে আর কোনো চুক্তি হবে না।

ট্রাম্পের এই কড়া বার্তা এমন এক সময়ে এল, যখন ইসরায়েলি বাহিনী তেহরানের সরকারি স্থাপনা ও বৈরুতে হিজবুল্লাহর অবস্থান লক্ষ্য করে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করছে। একই সঙ্গে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ইরানের ওপর মার্কিন হামলা এখন ‘আরও বাড়তে চলেছে’।

ট্রাম্প জানান, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান যদি নতি স্বীকার করে, তবে যুক্তরাষ্ট্র ও তাঁর মিত্ররা দেশটিকে ‘ধ্বংসের কিনারা থেকে ফিরিয়ে আনতে’ কাজ করবে। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, ইরানকে অর্থনৈতিকভাবে আগের চেয়ে আরও বড়, উন্নত ও শক্তিশালী করে তোলা হবে।

তবে এই সহায়তার জন্য একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি জানান, ইরানকে অবশ্যই তাঁর ভাষায় একজন ‘মহান ও গ্রহণযোগ্য নেতা’ বেছে নিতে হবে।

ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালের ওই পোস্টের শেষে ‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন’ (মাগা)-এর আদলে নতুন একটি স্লোগান দেনড় মেক ইরান গ্রেট অ্যাগেইন (মিগা)’ বা ইরানকে আবারও মহান করে তোলো।

নতুন নেতা চূড়ান্ত হলেও কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে ইরান

পরিচয় ডেস্ক: আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি হত্যাকাণ্ডের পর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ নেতার নাম নিয়ে খবর প্রচার হয়েছে। ইরানের বিশেষজ্ঞ পরিষদের এক সদস্যও বলেছিলেন, দ্রুতই নাম ঘোষণা করা হবে। কিন্তু সাতদিনেও তা না হওয়ায় গুজব ছড়ানোর ঘটনা ঘটছে।

আলজাজিরাকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহযোগী অধ্যাপক ইঙ্গিত দিয়েছেন, সম্ভবত পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন হয়ে গেছে। কিন্তু নিরাপত্তা ও কৌশলগত কারণে তা এখনো ঘোষণা করা হচ্ছে না। জোহরেহ খারাজমি নামের ওই অধ্যাপক আলজাজিরাকে বলেছেন, বিশেষজ্ঞ পরিষদ বা অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টস -এর আট সদস্য নেতা বাছাইয়ের প্রক্রিয়া বয়কট করেছেন- এমন খবর গুজব। পরবর্তী নেতার জীবন রক্ষা করা খুবই যৌক্তিক। সম্ভবত এই নিরাপত্তা প্রটোকলের কারণেই নাম ঘোষণা করা হচ্ছে না।

অধ্যাপক খারাজমি আরও বলেন, গণমাধ্যমের কিছু প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ইরানের কুর্দি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো পশ্চিমাঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা চালানোর বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করেছে। কিন্তু বাস্তবে কুর্দিরা ইরানের পক্ষেই আছে।

বৃহস্পতিবার ইরানি বাহিনী ইরাকের আধা-স্বায়ত্তশাসিত কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চলে কুর্দি গোষ্ঠীগুলোকে লক্ষ্য করে একটি অভিযান চালিয়েছে। অধ্যাপক খারাজমি বলছেন, এসব খবর মূলত রাজনৈতিক প্রচারণা।

ইরানের পরবর্তী নেতা নির্বাচনও করতে চান ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন করতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন, ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত।

আল জাজিরা জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম এক্সিওসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা না করে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির উত্তরসূরি নির্বাচন করতে গিয়ে ইরান মূলত সময় নষ্ট করছে। এ সময় তিনি আরও বলেন, খামেনির দ্বিতীয় ছেলে মোজতাবা খামেনিকে তাঁর বাবার উত্তরসূরি হিসেবে ভাবা হয়। তবে মোজতাবাকে নেতা নির্বাচন করলে তিনি তা মানবেন না। ট্রাম্প বলেন, ‘খামেনির ছেলে আহামরি কেউ নয়।

ইরানের ড্রোন মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা দেবে ইউক্রেন বললেন জেলেনস্কি

পরিচয় ডেস্ক: ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের ড্রোন হামলা মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা দেবে ইউক্রেন। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) তিনি জানান, এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধ পেলে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে নির্দেশ জারি করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে জেলেনস্কি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে ইরানি নকশার ‘শাহেদ’ ড্রোনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা জোরদার করতে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের কাছে সুনির্দিষ্ট সহায়তা চেয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া এবং ইউক্রেনীয় বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ব্যাপক বিমান হামলা শুরু করার পর তেহরান প্রতিবেশী দেশগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যবস্তুতে শত শত ড্রোন নিক্ষেপ করেছে বলে জানা গেছে। এসব হামলায় মূলত ইরানি নকশার শাহেদ কামিকাজে ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের সময় রাশিয়া এই ধরনের ড্রোন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে। চার বছর ধরে চলা সেই যুদ্ধে ইউক্রেন শাহেদ ড্রোন ভূপাতিত করার কার্যকর পদ্ধতি তৈরি করেছে। ফলে ওই অভিজ্ঞতাই এখন মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কাজে লাগতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত একটি সূত্র জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে অবস্থানরত মার্কিন ঘাঁটি ও সেনাদের সুরক্ষায় সহায়তা চেয়ে ইউক্রেনের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। জেলেনস্কি ইতিমধ্যে তাঁর সামরিক বাহিনীকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। সূত্রটির মতে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই ইউক্রেনীয় বিশেষজ্ঞরা কাজ শুরু করতে পারেন। এদিকে এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানি ড্রোন মোকাবিলায় যেকোনো দেশের সহায়তা গ্রহণে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত। তবে একই সঙ্গে জেলেনস্কি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, ইরানকে ঘিরে যুদ্ধ দীর্ঘ ও তীব্র হলে পশ্চিমা মিত্রদের কাছ থেকে ইউক্রেনের জন্য অস্ত্র সরবরাহ কমে যেতে পারে। বিশেষ করে, আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে সংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা পাঠানো ‘সময় অপচয়’ বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: এই মুহূর্তে ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা পাঠানো ‘সময়ের অপচয়’ হবে বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, এমন কোনো বিষয় নিয়ে এখনই ভাবছি না।

এনবিসিকে বৃহস্পতিবার দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, “এটা সময়ের অপচয়। তারা সবকিছু হারিয়েছে। তারা তাদের নৌবাহিনী হারিয়েছে। তারা যা হারাতে পারে তার সবকিছুই হারিয়েছে।”

ইরান যুক্তরাষ্ট্র বা

বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়

হাজারো প্রাণের বিনিময়ে দেশ গণতন্ত্রের ধারায় ফিরেছে - বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেছেন, হাজারো প্রাণের বিনিময়ে দেশ গণতন্ত্রের ধারায় ফিরেছে। তিনি বলেন, 'সকল শহীদের আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আরও সমৃদ্ধ হতে হবে। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে স্বনির্ভর বাংলাদেশ।'

৬ই মার্চ শুক্রবার সকালে 'জাতীয় পাট দিবস ২০২৬' উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

পাটপণ্যকে বিশ্ববাজারে ছড়িয়ে দিতে এবং নতুন সম্ভাবনার সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'স্বল্পমূল্যে পাটের ব্যাগ তৈরি ও বিপণন করুন। বিশ্ব এখন টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পণ্যের

দিকে ঝুঁকছে। এই সম্ভাবনার সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে।' পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর পলিথিন ব্যাগ পরিহারের আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'পাটপণ্যকে বিশ্ববাজারে ছড়িয়ে দিন। সাশ্রয়ী মূল্যের পাটের ব্যাগ ও পরিবেশবান্ধব পণ্য ব্যবহার করুন।'

রাষ্ট্রপ্রধান উদ্যোক্তাদের বৈশ্বিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নতুন, আধুনিক, মানসম্মত, নান্দনিক ও ব্যবহার উপযোগী সাশ্রয়ী মূল্যের পণ্য উদ্ভাবনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

পাট খাতে আধুনিক বিজ্ঞান ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন বলেন, পাটজাত পণ্যে নতুন নতুন উদ্ভাবন ও বৈচিত্র্য আনতে হবে।

তিনি পাটচাষিদের উন্নত প্রযুক্তির উচ্চফলনশীল চাষপদ্ধতি অনুসরণ ও মানসম্মত আঁশ উৎপাদনে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

- ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি পল কাপুর

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি পল কাপুর বলেছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার ৫ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে বৈঠকে এই আগ্রহের কথা জানান পল কাপুর। এ সময় তিনি পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারণের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেন।

বৈঠকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, আঞ্চলিক সহযোগিতা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উন্নয়ন অংশীদারত্ব এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে ভবিষ্যতে এই সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় ও বহুমাত্রিক করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। তিনি উভয় দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে যৌথ উদ্যোগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বৈঠকে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতসহ যুক্তরাষ্ট্রের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

পরিচয় ডেস্ক: অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুরের নিয়োগ বাতিল ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদে মোস্তাকুর রহমানের নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আবদুল্লাহ আল মামুন ৫ই মার্চ বৃহস্পতিবার এ রিট করেন। রিটে অর্থ বিভাগের সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংক (পক্ষে গভর্নর) ও গভর্নর মোস্তাকুর রহমানকে বিবাদী করা হয়েছে। আবেদনে আহসান এইচ মনসুরকে সরিয়ে *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

অন্তর্বর্তী সরকার কোনো চুক্তি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেনি

বললেন বাংলাদেশে জামায়াত আমির

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে ড. ইউনুসের নেতৃত্বাধীন সদ্যসাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের সময় বিদেশি চুক্তিগুলো করার সময় জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান। ৬ই মার্চ শুক্রবার দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এমন অভিযোগ করেন তিনি।

পোস্টে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, 'বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সরকার কয়েকটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এ ধরনের কোনো চুক্তি নিয়ে সরকার আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করেনি।'

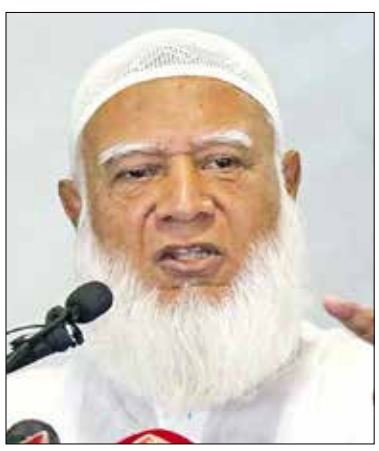

বিদেশি চুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি জামায়াত অনুরোধ করেছিল উল্লেখ করে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, 'আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছিলাম যে সংসদ না থাকার কারণে সরকার বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে যেভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করেছে, ঠিক সেভাবেই আন্তর্জাতিক চুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতেও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকার আমাদের সেই দাবিগুলোকে আমলে নেয়নি। অতএব, এ বিষয়ে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট এবং এখানে কোনো ধরনের ধোঁয়াশা তৈরি করার সুযোগ নেই।'

আরাকান আর্মির হাতে আটক ৩ বাংলাদেশিকে ফেরত আনল বিজিবি

পরিচয় ডেস্ক: মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগঠন আরাকান আর্মির হাতে আটক থাকা তিন বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

৬ই মার্চ শুক্রবার নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ দিয়ে তাঁদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ফেরত আসা ব্যক্তিরা হলেন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়ন পশ্চিমপাড়া এলাকার মৃত মনজুর আলমের ছেলে মো. বাপ্পি (২৮), একই এলাকার ওসমান গনি রাব্বি (১৮) এবং টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার হেরেন্দ্রপাড়া এলাকার বাসিন্দা মো. হেলাল উদ্দিনের ছেলে মো. জনি মিয়া (২২)। বিষয়টি নিশ্চিত করে কক্সবাজার ব্যাটালিয়নে (৩৪ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম খায়রুল আলম *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রার্থী খলিলুর, ঢাকায় নিযুক্ত কূটনীতিকদের সমর্থন দিতে বললেন প্রধানমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদে বাংলাদেশের প্রার্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের প্রতি সমর্থন দিতে ঢাকায় নিযুক্ত কূটনৈতিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ৬ই মার্চ শুক্রবার ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সম্মানে বিশেষ ইফতার মাহফিলে এই আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ ইফতারের আয়োজন করেন প্রধানমন্ত্রী। ইফতার অনুষ্ঠানে ঢাকায় কর্মরত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার এবং কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

ইফতারের পূর্বমুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। ইফতারের আগে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রগুলোর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত

দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। বৈশ্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় বাংলাদেশের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

তারেক রহমান বলেন, মানবাধিকার সুরক্ষা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সহনশীলতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে বাংলাদেশসরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের সকল স্তরে দুর্নীতি মোকাবিলায় দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

এই ইফতার মাহফিলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ এই আয়োজনে তাঁর সহধর্মিণী জুবাইদা রহমান এবং কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমান উপস্থিত ছিলেন।

খালেদা জিয়া, মাহেরীন চৌধুরীসহ এবার স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছে ১৫ ব্যক্তি ও ৫ প্রতিষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা চলতি বছরের 'স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৬'-এর জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ডা. জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী, মেজর আবদুল জলিলসহ ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে মনোনীত করা হয়েছে। ৫ই মার্চ বৃহস্পতিবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এক প্রজ্ঞাপনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৬' প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়াকে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, নারী *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের সময় বিমানবন্দরে থাকবেন যাঁরা

পরিচয় ডেস্ক: সরকারি ও রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশেরপ্রধানমন্ত্রীর বিদেশযাত্রা এবং দেশে ফেরার সময় প্রটোকল হিসেবে বিমানবন্দরে এখন থেকে একজন মন্ত্রীসহ মোট চরজন উপস্থিত থাকবেন। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় তিনজন মন্ত্রীসহ কমপক্ষে ২০ জন এবং অন্তর্বর্তী সরকারের সময় তিনজন উপদেষ্টাসহ কমপক্ষে ১৮ জনকে বিমানবন্দরে এই প্রটোকল দিতে হতো।

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশযাত্রা ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার নিয়ে ৫ই মার্চ বৃহস্পতিবার অফিস আদেশ জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এর অনুলিপি সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে পাঠানো হয়েছে।

সেখানে বলা হয়েছে, সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি ও রাষ্ট্রীয় সফরে

বিদেশযাত্রা ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে বিমানবন্দরে মন্ত্রিসভার জ্যেষ্ঠতম একজন মন্ত্রী, জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব উপস্থিত থাকবেন। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় প্রধান উপদেষ্টার সরকারি ও রাষ্ট্রীয় সফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনকালে কোন কোন কর্মকর্তাকে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের দায়িত্ব পালনে সরকার ব্যর্থ বললেন নাহিদ ইসলাম

পরিচয় ডেস্ক: গণভোটে উঠে আসা জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনে সরকার এখন পর্যন্ত ব্যর্থ বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। গত ৫ই মার্চ বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সম্মানে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে তিনি এ কথা বলেন। নাহিদ ইসলাম বলেন, জনগণের গণঅভ্যুত্থান থেকে জন্ম নেওয়া এনসিপি এখন জবাবদিহি, সংস্কার ও ন্যায়বিচার প্রত্যাশী নাগরিকদের আশা বুকে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ই-হেলথ কার্ড চালুর নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের

পরিচয় ডেস্ক: জনগণের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে 'ই-হেলথ' কার্ড চালুর নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গত ৪ঠা মার্চ বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন, প্রতিমন্ত্রী এম এ মুহিত ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এই নির্দেশনা দেন।

প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন বলেন, প্রধানমন্ত্রী ই-হেলথ কার্ড চালু করার কাজ শুরু করতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে যথাযথ নির্দেশনা দিয়েছেন। সরকারের নীতি হচ্ছে, স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে হবে। এই ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে আরও সক্রিয় হওয়ার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

বৈঠকে সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার পরিত্যক্ত ভবনগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এনে স্বাস্থ্যকেন্দ্র করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

অতিরিক্ত প্রেস সচিব বলেন, শুধু এলজিইডির পরিত্যক্ত ভবন বা বিল্ডিং রয়েছে ১৭০টি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সরকারি, অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার এ রকম পরিত্যক্ত ভবন বা বিল্ডিং রয়েছে, সেগুলো ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এই ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে তিনি (প্রধানমন্ত্রী) নির্দেশনা দিয়েছেন।

অতিরিক্ত প্রেস সচিব বলেন, প্রতিবছর *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ইরান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে যে প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে

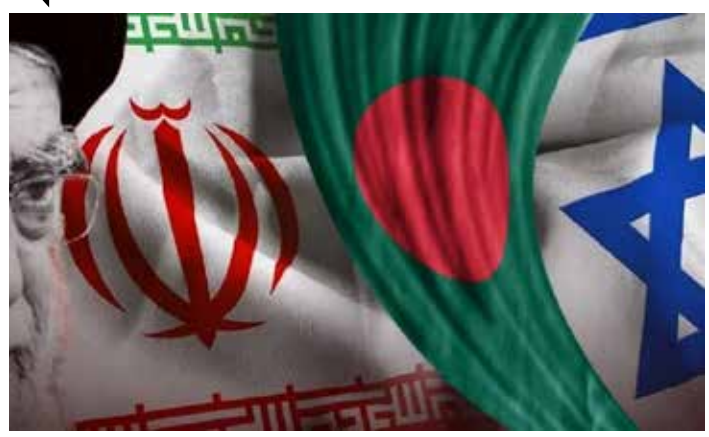

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধের প্রভাবে আমদানি করা পেট্রোলিয়াম পণ্য ও এলএনজির দাম বাড়তে পারে এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাঁচামালের সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। বাংলাদেশ কনটেইনার শিপিং অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান হারুন-উর-রশিদ বলেন, 'বাংলাদেশ আমদানিনির্ভর দেশ হওয়ায় সবসময় ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার শিকার হয়।' পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাসরুর রিয়াজ বলেন, এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর প্রভাব পড়তে পারে। প্রথমত, মধ্যপ্রাচ্যই হলো বাংলাদেশের প্রধান আমদানি উৎস। তাই এই যুদ্ধ চলতে থাকলে দেশের জন্য জ্বালানির দাম ও সরবরাহ অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে। এমন পরিস্থিতিতে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য (ব্যালান্স অব পেমেন্ট) ও রিজার্ভের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হবে।

তিনি জানান, দ্বিতীয়ত, এশিয়া ও ইউরোপ এবং আংশিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য পাঠানোর প্রধান নৌপথ সুয়েজ খাল ইরানের খুব কাছাকাছি। সেখানে এই যুদ্ধের প্রভাব পড়লে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য পরিবহন ব্যাহত হবে। তৃতীয়ত, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোই বাংলাদেশের প্রধান শ্রমবাজার। সুতরাং দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ পরিস্থিতি সেখানে নতুন শ্রমিক নিয়োগে অনাগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি। ডেল্টা এলপিজির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও এলপিজি অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি মোহাম্মদ আমিরুল হক বলেন, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা কার্যকরভাবে কাজ না করায় বাংলাদেশে এখন মূলত জ্বালানি আমদানির ওপর নির্ভরশীল।

তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে কোনো দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ হলে তা তেলের দাম, এলপিজি পরিবহন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিজির সরবরাহের ওপর অবশ্যই নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। 'যুদ্ধ চলতে থাকলে আমরা ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ব,' বলেন তিনি।

হারুন-উর-রশিদ বলেন, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বাংলাদেশের পণ্য পরিবহনে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে। এছাড়া ইতোমধ্যে হুতি হামলার কারণে লোহিত সাগর দিয়ে পণ্য পরিবহন কমিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ।

তিনি আরও বলেন, যদি রাশিয়া ও চীন এই যুদ্ধে *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগ ১১ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন

পরিচয় ডেস্ক: দুর্বল বিনিয়োগ পরিবেশ ও সামষ্টিক অর্থনীতি চাপে থাকায় বাংলাদেশে টানা তৃতীয় বছরের মতো কমেছে বেসরকারি বিনিয়োগ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ২২ দশমিক ০৩ শতাংশে, যা গত ১১ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণে সরকারি বিনিয়োগও টানা তৃতীয় বছরের মতো কমেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপির অনুপাতে সরকারি বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৫১ শতাংশে, যা আগের বছর ছিল ৬ দশমিক ৭৪ শতাংশ। এটি ২০১৩ সালের পর থেকে সর্বনিম্ন।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, বিনিয়োগ কমে যাওয়ার এই প্রবণতার অর্থ হলো শ্রমবাজারে প্রতিবছর যুক্ত হওয়া বিপুলসংখ্যক তরুণরা কাজ পাচ্ছেন না। এটি ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির জন্যও বড় হুমকি।

পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা ড. এম মাসরুর রিয়াজ বলেন, 'এটি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। বিশেষ করে এমন একসময়ে যখন কর্মসংস্থান তৈরি ও রপ্তানি বাড়াতে আমাদের বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি।'

চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩ দশমিক ৪৯ শতাংশ, যা কোভিডকালীন ২০২০ সালের পর সর্বনিম্ন। এই প্রবৃদ্ধি মূলত বেসরকারি খাতের চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। বিনিয়োগ কমে যাওয়ার অর্থ হলো, অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিনিয়োগ হচ্ছে না। বেসরকারি বিনিয়োগ কমার পেছনে তিনটি প্রধান কারণ চিহ্নিত করেছেন মাসরুর রিয়াজ। তিনি বলেন, *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

আমিরাত ও কাতারে অনেক এক্সচেঞ্জ হাউজ বন্ধ

বাংলাদেশে ডলারের বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়া যুদ্ধের বিরূপ প্রভাব বাংলাদেশের ডলারের বাজারেও পড়তে শুরু করেছে। গত তিনদিনে (১-৪ মার্চ) আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে প্রতি ডলারের বিনিময় হার ২০-৩০ পয়সা পর্যন্ত বেড়েছে।

আর কার্ব মার্কেটে (খুচরা বাজার) দর বেড়েছে অন্তত ২ টাকা। রিজার্ভের শক্তিশালী অবস্থান ও রেমিট্যান্সের উচ্চ প্রবৃদ্ধির মধ্যেও ডলারের দরবৃদ্ধির ঘটনায় বাজারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় দেড় বছর পর দেশে ডলারের দর উসকে ওঠাকে সংশ্লিষ্টরা বিপদের সংকেত হিসেবে দেখছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, গত ৪ঠা মার্চ দিনের শুরুতে আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল সর্বোচ্চ ১২২ টাকা ৪০ পয়সা। কিন্তু দিনের শেষের দিকে তা ১০-২০ পয়সা পর্যন্ত বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে প্রতি ডলারের বিনিময় হার দাঁড়ায় ১২২ টাকা ৫৫ পয়সায়। আর রেমিট্যান্স কেনার ক্ষেত্রে ডলারের দর বেড়ে ১২২ টাকা ৬০ পয়সায় ঠেকে।

অন্যদিকে রাজধানীসহ সারা দেশের এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোয় (কার্ব মার্কেট) প্রতি ডলারের দর ২ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। খুচরা বাজারে গত ৪ঠা মার্চ ডলারের দর ১২৬ টাকা ৭৫ পয়সা পর্যন্ত গিয়ে ওঠে। রাজধানীর মতিঝিল ও কারওয়ান বাজার এবং চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় খবর নিয়ে এ তথ্য জানা গেছে। যদিও ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরুর আগে আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে প্রতি ডলারের সর্বোচ্চ বিনিময় মূল্য ছিল ১২২ টাকা ৩০ পয়সা। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত নয়, সংশোধনের সুযোগ আছে

বললেন বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী মুক্তাদির

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তি অপরিবর্তনীয় নয়; প্রয়োজনে এতে সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজনের সুযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির। তিনি বলেন, দুচুক্তিতে এমন উপাদান রয়েছে, যা ভবিষ্যতে দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে সহায়ক হতে পারে। গত বুধবার ৪ঠা মার্চ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুরের সঙ্গে বৈঠক *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১ শতাংশ বেড়ে ২৭৬৯ ডলার

পরিচয় ডেস্ক: স্থানীয় মুদ্রায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৩৪ হাজার ৫১১ টাকা, যা আগের বছর ছিল ৩ লাখ ৪ হাজার ১০২ টাকা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এ তথ্য জানিয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ছিল ২ হাজার ৭৩৮ ডলার।

পরিসংখ্যান ব্যুরো জানায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের অর্থনীতির আকার আগের বছরের ৪৫০ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৪৫৬ বিলিয়ন ডলার হয়েছে।

GOLDEN AGE HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

ইরান-মার্কিন যুদ্ধের মেয়াদ কেমন হতে পারে?

মঞ্জুরে খোদা

কয়েক দশকের ছায়াযুদ্ধ ও ভূরাজনীতির চূড়ান্ত বিস্ফোরণ হলো ২৮ ফেব্রুয়ারি ভোরে। ইরানের ২০টি প্রদেশে একযোগে এ হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। এই হামলা ছিল অত্যন্ত নিখুঁত ও সমন্বিত। আকাশপথের পাশাপাশি সাইবার আক্রমণও চালানো হয়; যাতে ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেও অকার্যকর করা যায়।

মার্কিন-ইসরায়েলের এই পরিকল্পিত ও সমন্বিত আক্রমণ ছিল তিন ভাগে বিভক্ত ১. ইরানকে নেতৃত্ব শূন্য করার মাধ্যমে শাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো-কমান্ড ভেঙে দেওয়া। ২. পরমাণু অবকাঠামো ও গবেষণাগার গুঁড়িয়ে দেওয়া। ৩. ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন কারখানা ধ্বংসের মাধ্যমে এর উৎপাদন সক্ষমতা শেষ করা।

এই হামলার কয়েক ঘণ্টা পর তেহরানও ইসলায়েল ও পারস্য উপসাগরে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোর ওপর হামলা চালায়। ফলে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, জর্ডান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে। দেশগুলো ইরানের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ও কঠোর পরিণতির জন্য হুঁশিয়ার করেছে। এই বাস্তবতা ইরানের জন্য বাড়তি সংকট তৈরি করছে। তবে এখনও পর্যন্ত এটি পরিষ্কার বৃহৎ পরাশক্তিগুলোর বিরুদ্ধে মিত্রহীন ইরানকে একাই লড়তে হচ্ছে।

গত কয়েক দশকের ইরানে সরকারবিরোধী বেশ কয়েকটি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। বিশেষ করে এ বছরের শুরুতে রিয়ালের অভাবনীয় দরপতন, মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবাদে জানুয়ারিতে ইরানে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভ দমনে ইরান সরকারের কঠোর পদক্ষেপে বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ১৫ দিনের সেই আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষ নিহত হন। সংবাদমাধ্যম ও মানবাধিকার সংগঠনের দাবি, প্রায় ৩০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। সেই ক্ষত-সংকট কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হলো।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ হত্যাকাণ্ড রেডলাইন বলে অভিহিত করেছিলেন। ইরান সরকারের এই অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দুর্বলতাকে মার্কিন প্রশাসন তাদের লক্ষ্য অর্জনের সুযোগ মনে করেছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ট্রাম্প তেহরানকে তাদের শর্ত মানতে ১০ দিন সময় বেঁধে দিলেও তা শেষ হওয়ার দুদিন আগে এবং জেনেভায় চলা আলোচনা শেষ হতে না হতেই পেছন থেকে ছুরিটি মারলেন।

গত বছর জুন মাসে ১২ দিনের যুদ্ধে ইরানে বোমা হামলা করে তাদের পারমাণবিক স্থাপনা ধ্বংস করার দাবি করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। আবার এখন বলছেন, তাদের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের পটেনশিয়াল ইউরেনিয়াম মজুত আছে। তাহলে তখন তিনি এ কথা বলেছিলেন কেন?

ইরানে ইসরায়েল-মার্কিন আক্রমণ কোনো ধর্মীয় বিষয় নয়, নিখাদ ভূরাজনৈতিক ইস্যু। মধ্যপ্রাচ্যের ১৮টি মুসলিম দেশের মধ্যে আমেরিকার দ্বন্দ্ব ইরানের সঙ্গে, বাকি দেশগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক মধুর, বিদ্বেষের নয়। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের শত্রুতার প্রধান কারণ আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়। সেখানে অজুহাত হিসেবে কখনও সামনে আনা হয়েছে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে, কখনও বা রেজিম চেঞ্জের প্রশ্নটি। কিন্তু এর নেপথ্যে রয়েছে ইসরায়েল ইস্যু, জ্বালানি নিরাপত্তা, মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রক্সি নেটওয়ার্ক, চীন-রাশিয়ার সঙ্গে কৌশলগত ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে ইরানের মার্কিনবিরোধী নীতি-অবস্থানই হচ্ছে এই সংকটের মূল।

বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প তাঁর ব্যক্তি স্বার্থে ও রাজনৈতিক কারণে এ কাজ করেছেন। এ সময় বেশ কিছু কর্মকাণ্ড যেমন অভিবাসন, কর, ভেনেজুয়েলায় প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে অপহরণ, এপস্টেইন কেলেঙ্কারি ইত্যাদি কারণে তাঁর জনপ্রিয়তা নেমে গিয়েছিল। সেখান থেকে মানুষের মনোযোগ সরাতে ও আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে দলকে জিতিয়ে আনতে এই কৌশল নিয়েছেন।

সম্প্রতি ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল হামলার পর রয়টার্স ও ইপসসের এক জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, ৪৩ শতাংশ মার্কিন নাগরিক ইরানে মার্কিন হামলার বিপক্ষে, ২৭ শতাংশ নাগরিক হামলার পক্ষে মত দেন এবং ২৯ শতাংশ এ বিষয়ে অনিশ্চিত বলে মন্তব্য করেন।

এই যুদ্ধের প্রভাব-পরিণতি কী? এ নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য শোনা যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুদ্ধের *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

ইরানে ট্রাম্পের হামলা চীনের জন্য অনেক সুযোগ খুলে দিয়েছে

এমি হকিন্স

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে যে অস্থিরতার নতুন অধ্যায় সূচনা করেছে, তার কৌশলগত সুবিধা পেতে পারে চীন। ওয়াশিংটনের নীতিনির্ধারকেরা যদি আরেকটি বিস্তৃত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তবে এশিয়ায় মনোযোগ দেওয়ার সক্ষমতা তাঁদের কমে আসবে। সেটিই বেইজিংয়ের জন্য বড় সুযোগ।

আনুষ্ঠানিকভাবে চীন ইরানে হামলার নিন্দা করে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে। জানুয়ারিতে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্র আটক করার পরও চীন একই ধরনের অবস্থান নিয়েছিল। চীন প্রায়ই নিজেকে আন্তর্জাতিক আইন ও স্থিতিশীলতার রক্ষক হিসেবে তুলে ধরে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে থাকা দেশগুলোকে বাস্তবে খুব বেশি সহায়তা দেয় না।

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সামরিক অভিযানে চীনের জন্য আরও বড় কৌশলগত ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানকেন্দ্রিক আঞ্চলিক সংঘাতে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে, তবে তাইওয়ান প্রশ্নসহ এশিয়ার ইস্যুগুলো স্বাভাবিকভাবেই অগ্রাধিকারের তালিকায় নিচে নেমে যাবে। একই সঙ্গে প্রতিরক্ষাশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সরবরাহে নিজেদের প্রভাবও চীন নতুন করে কাজে লাগাতে পারবে।

তবে এ সংঘাত চীনের জন্য ঝুঁকিহীন নয়। বিশেষ করে জ্বালানি খাতে। ধারণা করা হয়, ইরান থেকে সমুদ্রপথে রপ্তানি করা তেলের প্রায় ৮০ শতাংশই চীন কিনে থাকে। এটি চীনের সমুদ্রপথে আমদানি করা মোট তেলের প্রায় ১৩ শতাংশ। তবে প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ কঠিন। কারণ, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়াতে অনেক সময় ইরানি তেল ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়ার নামে বাজারজাত করা হয়।

ইরান থেকে সস্তা তেল হারানো চীনের জন্য বড় ধাক্কা হবে, যদিও তা সামাল দেওয়ার মতো। কিন্তু এর আগেই যুক্তরাষ্ট্র কার্যত ভেনেজুয়েলার তেল খাতের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে, যা চীনের আরেকটি সস্তা জ্বালানি উৎস ছিল।

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অন গ্লোবাল এনার্জি পলিসির জ্যেষ্ঠ গবেষক এরিকা ডাউন্সের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২৫ সালে চীনের মোট তেল আমদানির একপঞ্চমাংশের বেশি এসেছে ভেনেজুয়েলা, ইরান ও রাশিয়ার মতো নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা দেশগুলো থেকে। এখন এ সরবরাহব্যবস্থার অন্তত দুটি উৎস অনিশ্চয়তায় পড়েছে।

রাশিয়ার সার্বভৌম সম্পদ তহবিলের প্রধান কিরিল দিমিত্রিয়েভ সতর্ক করেছেন, তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলারের ওপরে যেতে পারে। ইতিমধ্যে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ৮২ ডলারে পৌঁছেছে, যা ১৪ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ।

ন্যাটিক্সিস বিনিয়োগ ব্যাংকের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতিবিদ আলিসিয়া গার্সিয়া হেরেরো মনে করেন, বর্তমান সময়টা চীনের জন্য অনুকূল নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রশিক্ষণের জন্য দ্রুতগতিতে ডেটা সেন্টার গড়ে তোলায় দেশটির জ্বালানি চাহিদা বেড়েছে। আগামী পাঁচ বছরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ফলে বাজারদরের নিচে তেল পাওয়ার সুযোগ ক্রমেই কমছে।

সাংহাইভিত্তিক হুয়ালু আমেরিকান স্টাডিজ সেন্টার জানিয়েছে, ২০২১ সালে স্বাক্ষরিত ৪০০ বিলিয়ন ডলারের চীন-ইরান কৌশলগত অংশীদারত্ব চুক্তিও ঝুঁকিতে পড়তে পারে, যদি তেহরানে পশ্চিমাপন্থী নেতৃত্ব আসে। তবে বাস্তবে ওই প্রতিশ্রুত অর্থের খুব সামান্য অংশই এখন পর্যন্ত বিনিয়োগ হয়েছে। সম্ভাব্য ভূরাজনৈতিক ধাক্কার কথা মাথায় রেখে চীন গত বছর তেলের মজুত বাড়িয়েছে।

রিস্টাড এনার্জির তথ্য অনুযায়ী, গত বছর চীনের অপরিশোধিত তেল আমদানি ৪ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়েছে এবং এর ৮০ শতাংশের বেশি মজুত হিসেবে রাখা হয়েছে। ফলে ইরানি তেল হারানো বা হরমুজ প্রণালিতে বিঘ্ন ঘটলেও অন্তত কয়েক মাস পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সক্ষমতা তাদের রয়েছে।

কিছু বিশ্লেষকের মতে, তেলের দামের ধাক্কা ট্রাম্পের জন্যই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave. Suite C
Ozone Park, NY 11416

স্মৃতিময় একাত্তর : অগ্নিঝরা মার্চ

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

একাত্তরের মার্চের দিনগুলোর কথা বারবার স্মৃতিতে আসে এবং আসবেই। কারণ তা ছিল কঠিন দুঃসময়। আমরা প্রত্যেকেই ভীষণ বিপদে ছিলাম। প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত, এমনকি মুহূর্তও ছিল মহা আতঙ্কের।

মুখ্যত ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়েই ভাবতাম। বড়জোর আপনজনদের বিষয়ে। এর মধ্যেও আমরা ব্যস্ত ছিলাম। খবরের আদান-প্রদান করি, কোথায় কী ঘটছে জানতে চাই, রেডিও শুনি, মুক্তিযোদ্ধাদের কিভাবে সাহায্য করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা করি।

আর যাঁরা যুদ্ধে ছিলেন, তাঁদের তো মরণপণ অবস্থা। আমাদের সবার জন্য কাজ ছিল। বিপদ আমাদের তাড়া করছিল, কিন্তু স্বপ্নও ছিল। সামনে একটি স্বপ্ন ছিল।

সমষ্টিগত এবং মস্ত বড় স্বপ্ন। আমরা আশা করতাম, হানাদারদের তাড়িয়ে দেব, আমরা মুক্ত হব, আর সেই লক্ষ্যে আমরা কাজও করতাম। যে যেভাবে পারি কাজ করতে চাইতাম।

ওই যে চিন্তা-ভাবনা করা, স্বপ্ন দেখা, দুঃস্বপ্নে শিউরে ওঠাড়এসব এখনো চলছে। কিন্তু সমষ্টিগত স্বপ্নটি এখন আর যেন নেই।

সবার মুক্তির কথা এখন আর ভাবা হয় না। ব্যস্ত সবাই নিজেরটি নিয়ে। আমার কী হলো, আমি কী পেলামড়্হিসাব এখন সেটিরই। একাত্তরেও নিজের কথা কেউ ভাবত না, তা তো নয়। অবশ্যই ভাবত, কিন্তু সেই দুঃস্বপ্নের কালে এটি জানা ছিল আমাদের, আমাদের ব্যক্তিগত মুক্তি সবার মুক্তির সঙ্গে যুক্ত। দেশকে যদি হানাদারমুক্ত না করা যায়, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে আমরা কেউই বাঁচব না। তাই বাঁচার লড়াইটি সর্বজনীন লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সবাই যে এক জায়গায় ছিলাম, তা তো নয়। দেশের ভেতরে ছিলাম। ছিলাম আমরা দেশের বাইরে। কিন্তু যেখানেই থাকি, চিন্তা ছিল ওই একটিই। কবে মুক্ত হবে এবং কিভাবে তাড়ানো যাবে হানাদার পাকিস্তানি নরঘাতকদের।

তারপর কী ঘটল? বিজয়ের পর আমাদের অভিজ্ঞতাটি কী? তা একেবারেই ভিন্ন রকমের। দেখা গেল, আমরা আলাদা হয়ে গেছি। আমাদের স্বপ্নগুলো ব্যক্তিগত হয়ে গেছে। আমাদের হাতে সময় নেই সমষ্টিগত স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করার। অথচ সমষ্টিগত কাজ কত পড়ে রয়েছে! আমাদের দরকার দারিদ্র্য দূর করা। চাই শিল্পে বিনিয়োগ। প্রয়োজন কিঞ্চিৎ মনোযোগী হওয়া। শিক্ষায় এগিয়ে যাওয়া। এগুলো সবাই মিলে করার কাজ। কারো একার পক্ষে এসব করা সম্ভব নয়, কিন্তু সবাই যে মিলিতভাবে এসব কাজ করব, তা তো হচ্ছে না। যা করার, ব্যক্তিগত পর্যায়ে করছি।

সবাই মিলে করব এমনটা কেন হচ্ছে না, তা ভেবে দেখার মতো। ভাবতে গেলে মনে হয় কূল-কিনারা নেই। আমরা দোষ দিই রাজনৈতিক নেতৃত্বের। কিন্তু দেশটি যে স্বাধীন হয়েছে, তা তো রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণেই। মুক্তির যে আন্দোলন, তাকে তারাই গড়ে তুলেছে। স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেনড়্যা করার রাজনীতির লোকজনই করেছেন। তবে তাঁরা যে আমাদের অনেক দূর নিয়ে যাবেন, তা করতে পারেননি। একটি সীমা পর্যন্ত এগিয়েছেন, তারপর তাঁদের যাত্রা শেষ।

হ্যাঁ, রাষ্ট্র বদল হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে যে রাষ্ট্রের অধীনে আমরা বসবাস করতাম, তা ছিল অনেক বড়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রের আয়তন আমরা ছোট করলাম। বাংলাদেশ একসময়ের তুলনায় আরো ক্ষুদ্রাকার একটি রাষ্ট্র বটে। এই রাষ্ট্র নতুন, কিন্তু কতটা নতুন? বড় সমস্যাটি ওখানেই। আমরা নতুন রাষ্ট্র পেয়েছি। ব্রিটিশ ও পাঞ্জাবিদের শাসনাধীন যে রাষ্ট্র ছিল, সেই রাষ্ট্রের কাঠামো এবং চরিত্র যেমন ছিল আমলাতান্ত্রিক, স্বাধীন বাংলাদেশও সেই রকমেরই আমলাতান্ত্রিক রয়ে গেছে। বদলায়নি। সেই একই আইন-আদালত, নিয়ম-কানুন, প্রশাসন, বিভিন্ন রকমের বাহিনী এখনো রয়ে গেছে।

আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা থাকে সরকারি আমলাদের হাতে। পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমলারাই ছিলেন সর্বেসর্বা। পাকিস্তান আমলেও আমলারাই রাষ্ট্র শাসন করেছেন এবং তাঁদের সামরিক আমলারাই পূর্ববঙ্গে গণহত্যা ঘটিয়েছেন। বাংলাদেশেও আমরা বারবার সামরিক শাসন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, জরুরি অবস্থা, অন্তর্বর্তী সরকার ইত্যাদি পেয়েছি। রাজনৈতিক নেতারা যখন দেশ শাসন করেছেন বলে *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

অন্তর্বর্তী সরকার থেকে কেন সরে আসতে চেয়েছিলাম

এম সাখাওয়াত হোসেন

প্রায় এক বছর সাত মাস পর লিখতে বসছি। ছাত্র-জনতার রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার প্রায় দেড় যুগের ফ্যাসিবাদী শাসনের পতন হয় ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট। এর তিন দিন পর গঠিত হয় অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার। সেখানে আমি একজন উপদেষ্টা ছিলাম। সেই পদ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর লিখতে বসেছি। মনে হচ্ছে কলমে কিছুটা আড়ষ্টতার ছাপ রয়ে গেছে। তবে গত দেড় বছরের সরকারের পরিচালনার অংশ হয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা আমার জন্য ছিল এক ভিন্ন জগৎ।

যদিও আমার পাঁচ বছরের পূর্ব অভিজ্ঞতা (নির্বাচন কমিশনে কাজের অভিজ্ঞতা) এ জগৎকে বুঝতে অনেক সহায়তা করেছে। তবু বলতে হয়, যতটুকু বুঝেছি ও নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে কাজ করতে চেষ্টা করেছি, তা হিমশৈলের একটি বিন্দুমাত্র। আমাদের দেশের আমলাতন্ত্র, প্রকৃতপক্ষে যাদের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হওয়ার কথা, তা যথেষ্ট জটিল। এই জটিল প্রক্রিয়ার যৎসামান্যও বুঝতে না পারলে যেকোনো নীতিনির্ধারকের পক্ষে গভীরে প্রবেশ করা কঠিন। ফলে স্রোতে গা ভাসানো ছাড়া উপায় থাকে না।

আমাদের দেশের আমলারা যে মেধাবী, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অতীতে রাজনৈতিক সরকারগুলো দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে প্রশাসনকে গড়ে তুলতে চেয়েছে। বিশেষ করে বিগত ফ্যাসিবাদী শাসনামলে এই প্রবণতা প্রকট আকার ধারণ করে, যার খেসারত দেশ ও জাতিকে দিতে হয়েছে। অনেক দক্ষ ও পেশাদার কর্মকর্তাকে বিভিন্ন তকমা দিয়ে চাকরিচ্যুত বা প্রান্তিক করা হয়েছে। বাস্তবে প্রায় প্রতিটি সরকারই দলীয় বিবেচনায় আমলাতন্ত্রকে ব্যবহার করতে গিয়ে রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্ব দুর্বল হলে তার প্রভাব পড়ে নীতি বাস্তবায়ন, সেবা প্রদান এবং সামগ্রিক সুশাসনের ওপর। আশা করি ভবিষ্যতের নীতিনির্ধারকেরা এ বিষয়ে আরও সতর্ক ও দায়িত্বশীল হবেন।

বহুদিন পর লিখতে বসায় চিন্তাগুলোও যেন কিছুটা বিক্ষিপ্তভাবে এসে ধরা দিচ্ছে। তবে আমার উদ্দেশ্য বাংলাদেশের প্রশাসন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা নয়। বরং দায়িত্ব পালনকালে যে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গিয়েছি, তার সামান্য অংশ পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়াই এই লেখার লক্ষ্য। প্রেক্ষাপটের দীর্ঘ বিবরণে না গিয়ে আমি ৫ আগস্ট ২০২৪-এর সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যা 'জুলাই বিপ্লব' নামে পরিচিত, তাকে ঘিরে আমার সীমিত কিছু অনুভূতি প্রকাশ করতে চাই।

হাসিনার শাসন ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। তাঁর শাসনে স্বাধীনচেতা ও নিরপেক্ষ মানুষগুলো কমবেশি মানসিক ও শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়েছে। প্রতিপক্ষ সংগঠন, বিশেষ করে রাজনীতিবিদ ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের বিবরণ বলে শেষ করা যাবে না। হাসিনা পতনের আগের ১৫ বছর টিভি টক শো ও আমার লেখালেখি সরকারের বিপক্ষে গেছে। আমাকে তাঁর সরকারের বিরাগভাজন হতে হয়েছে। আমাকে নির্বাচন করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল, যা আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। এরপর প্রায় ১০ বছর আমাকে সব সামরিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। এমনকি যেসব সামরিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঝে-মধ্যে ভূ-রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে 'আউট কোর্স' হিসেবে আমন্ত্রিত হতাম, তাও বন্ধ ছিল। জাতীয় কুচকাওয়াজ হতেও দূরে রাখা হয়েছিল।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত আমি আমার অবস্থান থেকে হাসিনা সরকারের দমন-পীড়নের বিরোধিতা করেছি। অনেকেরই মনে থাকার কথা, ৪ আগস্ট ২০২৪-এ আমরা কয়েকজন জ্যেষ্ঠ অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা প্রকাশ্যে একটি বক্তব্য দিয়েছিলাম। সেখানে আমি প্রথম বক্তা হিসেবে সামরিক বাহিনীকে নিজ দেশের মানুষের বুকে গুলি না চালানোর আহ্বান জানিয়েছিলাম। অন্যায় ও অবৈধ নির্দেশ অমান্য করার কথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল।

দৃশ্যত সামরিক বাহিনী আমাদের সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। পরিস্থিতির গতি দ্রুত বদলে যায়। হাসিনার পতন ও দেশত্যাগ ত্বরান্বিত হয়। ছাত্র-জনতার সংগ্রাম বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। স্বাভাবিকভাবে নতুন সূচনার অপেক্ষায় ছিল বাংলাদেশ। তবে আমার বিবেচনায় সামরিক বাহিনীর সেদিনের অবস্থান ও ঘুরে দাঁড়ানো *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

SUMMER SALE
2026
USA ⇋ DHAKA
Starting From
$1175+
Round Trip
Limited Seats Available
BOOK NOW
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

Moin & Michael

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

ইফতারে তরমুজের শরবতের যত উপকার

পরিচয় ডেস্ক:ইফতারে পানিশূন্যতা দূর করতে এবং শরীর সতেজ রাখতে তরমুজের শরবত অত্যন্ত কার্যকর। এতে প্রায় ৯২ শতাংশ পানি থাকে এবং এটি খুব দ্রুত তৃষ্ণা মেটায়। গরমের আগুনে ঝুলে থাকা শরীর আর সারাদিনের রোজার পর তৃষ্ণা মেটানোর জন্য তরমুজের শরবত হতে পারে একদম উপযুক্ত পানীয়। স্বাদে মিষ্টি, পানিতে ভরপুর ও তাজা তরমুজের জুস দ্রুতই এনে দেয় সতেজতা। হালকা, পুষ্টিকর এবং সহজে বানানো যায় এমন শরবত ইফতারের টেবিলেও এনে দেয় স্বাচ্ছন্দ্য এবং রিফ্রেশিং মুহূর্ত। এ ছাড়া পুদিনাপাতা, লেবুর রস ও বিট লবণ মিশিয়ে তৈরি এ ঠান্ডা পানীয়টি ইফতারে প্রশান্তি আনে এবং সহজে হজমযোগ্য। দীর্ঘ সময় রোজার পর দ্রুত পানির চাহিদা মিটিয়ে পানিশূন্যতা দূর করে। ভিটামিন ‘এ’ ও বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ, যা চোখ ও স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আর হজমে সহায়তা করে, পেট ঠান্ডা রাখে এবং শরীর সতেজ করে। এটি ইফতারের টেবিলে একটি স্বাস্থ্যকর এবং রিফ্রেশিং পানীয়।

দেরিতে ঘুমালে হৃদরোগসহ যেসব রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে

পরিচয় ডেস্ক: নিয়মিত রাত ১১টার পর ঘুমাতে গেলে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপসহ নানা শারীরিক ও মানসিক সমস্যার ঝুঁকি বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিবর্তিত জীবনযাপন ও মোবাইল ফোনসহ বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইসের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মানুষের ঘুমের স্বাভাবিক ছন্দ অনেকটাই নষ্ট হয়েছে। দেরি করে জেগে থাকার এই অভ্যাস সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, সুস্থ থাকতে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন সাত থেকে নয় ঘণ্টা মানসম্মত ঘুম প্রয়োজন। ঘুমের সময় শরীর ও মস্তিষ্ক নিজেদের মেরামত ও পুনরুদ্ধারের কাজ করে, হরমোনের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং শরীরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়। পর্যাপ্ত বা নিয়মিত ঘুম না হলে দিনে ক্লান্তি, খিটখিটে মেজাজ ও মনোযোগের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। বেষণায় দেখা গেছে, হৃদযন্ত্র ভালো রাখতে সাধারণত রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে ঘুমানো সবচেয়ে উপকারী। বিপরীতে নিয়মিত দেরি করে জেগে থাকলে শরীরের স্বাভাবিক জৈবঘড়ি ব্যাহত হয়, ফলে রক্তচাপ, রক্তে শর্করার মাত্রা ও হৃদস্পন্দনের ছন্দে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে এতে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা আরও বলেন, যারা রাত জেগে থাকেন তারা সাধারণত বেশি অস্বাস্থ্যকর খাবার খান, যা ওজন বৃদ্ধি ও বিপাকক্রিয়া ধীর হওয়ার কারণ হতে পারে। এর ফলে হজমের সমস্যা ও শক্তির ঘাটতি দেখা দিতে পারে এবং দৈনন্দিন কাজের সক্ষমতা কমে যায়।

মস্তিষ্কের জন্য ‘নীরব ঘাতক’ উচ্চ রক্তচাপ, কেড়ে নিতে পারে স্মৃতিশক্তি

পরিচয় ডেস্ক: উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশনকে সাধারণত হৃদরোগের সঙ্গেই তুলনা করা হয়। তবে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, এটি একটি ‘নীরব ঘাতক’ যা অলক্ষ্যে আপনার মস্তিষ্কের গঠন এবং কার্যক্ষমতার অপূরণীয় ক্ষতি করে চলেছে। দীর্ঘকাল উপসর্গহীন থাকায় অনেকেই বুঝতে পারেন না যে তাদের শরীরের সবচেয়ে সংবেদনশীল অঙ্গটি ধীরে ধীরে ঝুঁকির মুখে পড়ছে।
মানুষের মস্তিষ্কের ওজন শরীরের মোট ওজনের মাত্র ২ শতাংশ হলেও, এটি শরীরের মোট রক্ত ও অক্সিজেনের প্রায় ২০ শতাংশ ব্যবহার করে। ফলে রক্তপ্রবাহে সামান্যতম ব্যাঘাত ঘটলেও মস্তিষ্কের কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
উচ্চ রক্তচাপের ফলে মস্তিষ্কের ধমনীগুলো শক্ত ও সংকুচিত হয়ে পড়ে, যা স্ট্রোকের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। রক্ত জমাট বেঁধে বা অতিরিক্ত চাপে ধমনী ফেটে গিয়ে স্থায়ী পঙ্গুত্ব এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি: স্মৃতিভ্রংশ ও ডিমেনশিয়া
গবেষণায় দেখা গেছে, মধ্যবয়স থেকে যারা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন, পরবর্তী জীবনে তাদের স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া এবং ‘ডিমেনশিয়া’ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি।
হিপোক্যাম্পাস সংকোচন: মস্তিষ্কের স্মৃতি কেন্দ্র বা হিপোক্যাম্পাস উচ্চ রক্তচাপের কারণে সংকুচিত হতে পারে।
সাদা অংশ (ডযরঃব গধঃঃবৎ) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া: মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী টিস্যু বা হোয়াইট ম্যাটার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়।
মিনি-স্ট্রোক: অনেকে সাময়িক বা ‘মিনি-স্ট্রোক’ অনুভব করেন, যা কয়েক মিনিট স্থায়ী হলেও ভবিষ্যতে বড় ধরনের স্ট্রোকের আগাম সতর্কতা হিসেবে কাজ করে।

দই, কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমে ২০ শতাংশ

পরিচয় ডেস্ক: নিয়মিত দই খাওয়া কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে, এমন তথ্য প্রকাশ করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে কোলন ক্যানসারের ঘটনা দ্রুত বাড়ছে। নতুন গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে অন্তত দুইবার দই খেলে কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি প্রায় ২০ শতাংশ কমে যেতে পারে।
গবেষকরা বলছেন, নিয়মিত দই খাওয়া বিশেষ করে সকালের নাস্তায়, অন্ত্রের ভাল ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য রক্ষা করে। এ স্বাস্থ্যকর অন্ত্র পরিবেশ কিছু ব্যাকটেরিয়া-সংক্রান্ত কোলন টিউমার হওয়ার সম্ভাবনা কমায়।
ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা
গবেষণায় দেখা গেছে, অন্ত্রের ভেতরের ক্ষতি করে এমন কিছু ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতি ক্যানসার ঘটাতে পারে। এই ব্যাকটেরিয়াগুলো দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ সৃষ্টি করে যা কোষকে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বৃদ্ধি পেতে বাধ্য করতে পারে।
গবেষকরা বিশেষভাবে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া বিফিডোব্যাকটেরিয়ামকে লক্ষ্য করেছেন। সাধারণ অবস্থায় এটি ফাইবার হজমে সাহায্য করে এবং সংক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করে। কিন্তু অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে এটি অন্ত্রে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে, যা কোষকে ক্ষতি করে এবং ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়।
গবেষকরা দেখেছেন, যারা সপ্তাহে অন্তত দুবার দই খাচ্ছেন, তাদের মধ্যে এ ধরনের ব্যাকটেরিয়া-সংক্রান্ত কোলন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা কম। দই খেলে স্বাস্থ্যকর ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য রক্ষা পায়, ফলে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার অতিবৃদ্ধি ও প্রদাহের ঝুঁকি কমে।

তেল ছাড়া টকদই দিয়ে ডিমের রোস্ট

পরিচয় ডেস্ক:যখন রান্নাঘরে কোনো তরকারি বলতে কিছুই থাকে না, তখন ডিমই হচ্ছে আপনার উপস্থিত প্রধান সাহায্যকারী খাবার।
সেই ডিম দিয়ে এবার নতুন রান্নার রেসিপি, যা তেল ছাড়া টকদই দিয়ে ডিমের সুস্বাদু খাবার তৈরি করা যায়। বিশেষ করে টকদই দিয়ে ডিমের রোস্ট বানালে তাতে একদমই তেলের প্রয়োজন পড়ে না।
উপকরণ: ৬টি ডিম, ১ টেবিল চামচ মাখন বা ঘি, এক চিমটে গোটা গরম মসলা, ২টি তেজপাতা, ৩ টেবিল চামচ টকদই, ৩টি পেঁয়াজের রস, দেড় টেবিল চামচ আদার রস, ৪-৫টি কাঁচালংকা, এক মুঠো কিশমিশ, স্বাদমতো লবণ, স্বাদমতো গোলমরিচ
প্রণালি: ডিমগুলো সেদ্ধ করে নিয়ে খোলস ছাড়িয়ে কাঁটাচামচ দিয়ে সারা গায়ে ছিদ্র করে নিন। এদিকে কিশমিশগুলো পানিতে ভিজিয়ে রেখে থেঁতো করে নিন। এবার বড় একটি পাত্রে দই, পেঁয়াজ বাটার রস, আদা বাটার রস, লবণ ভালো করে ফেটিয়ে নিন। থেঁতো করা কিশমিশও শেষে মিশিয়ে দিতে হবে এতে।
শেষে সেদ্ধ ডিমগুলো এই মিশ্রণে ঢেলে দিন। বেশ খানিকক্ষণ ঢাকনা চাপা দিয়ে রাখুন এই মিশ্রণটি। মাঝে মধ্যে ঢাকনা খুলে নেড়েচেড়ে দিতে হবে, যাতে ডিমের ভেতর মসলা ভালো করে প্রবেশ করতে পারে। এবার কড়াই আঁচে বসিয়ে ঘি বা মাখন ঢেলে দিন। তাতে গোটা গরম মসলা থেঁতো করে মিশিয়ে দিন। সঙ্গেও তেজপাতাও। তার পর ডিমসমেত মিশ্রণ কড়াইয়ে ঢেলে দিন।
মিশ্রণে যেহেতু লবণ দেওয়া ছিল। তাই নতুন করে আর দিতে হবে না। তবে রান্নার মাঝে একবার চেখে দেখে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। গোটা মিশ্রণটি ঢিমে আঁচে কষাতে হবে ধৈর্য ধরে। দইয়ের তেল ছাড়তে শুরু করলে প্রয়োজনমতো অল্প চিনি মেশানো যায়। যার যেমন অভিরুচি, তেমন পরিমাণ মিশিয়ে নিতে হবে। যদি টক বেশি মনে হয়, তা হলে চিনির পরিমাণ বাড়িয়ে দেবেন। নয়তো খুব বেশি চিনি ব্যবহার না করাই ভালো।

হালিম

পরিচয় ডেস্ক:হালিম হলোড় মাংস, ডাল ও গমের সংমিশ্রণে তৈরি একটি পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু খাবার, যা বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় ইফতারের প্রধান আকর্ষণ হিসেবে পরিচিত। হালিমের মূল শেকড় মধ্যপ্রাচ্যে। এটি মূলত 'হারিশ' বা 'হারিশা' নামক একটি আরবীয় খাবার থেকে এসেছে।
উপকরণ: ঘরেই সহজে সুস্বাদু হালিম তৈরি করা যায়। সে জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ডাল (মসুর, মুগ, ছোলা), সুগন্ধি চাল, মাংস (গরু কিংবা খাসি), পেঁয়াজ, আদা-রসুন বাটা, মরিচ, গরম মসলা, হলুদ, জিরা, ধনে গুঁড়া, ঘি ও লবণ।
প্রণালী: প্রথমে চাল ও ডাল কয়েক ঘণ্টা ভিজিয়ে নরম করে নিতে হবে। এরপর এগুলো সিদ্ধ করে ব্লেন্ড বা বেটে ঘন মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে মাংস মসলা দিয়ে ভালোভাবে রান্না করে নরম করে নিতে হবে। তারপর গম-ডালের মিশ্রণ ও মাংস একসঙ্গে দিয়ে ধীরে আঁচে দীর্ঘ সময় নেড়ে রান্না করতে হবে, যাতে সব উপাদান মিশে ঘন ও মোলায়েম টেক্সচার তৈরি হয়। শেষে ঘি, ভাজা পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, ধনেপাতা ও লেবুর রস দিয়ে পরিবেশন করলে হালিমের স্বাদ আরও বাড়ে।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

সরিষার তেল দিয়ে খাসির মাংস

পরিচয় ডেস্ক:খাসির মাংস কমবেশি সবারই পছন্দ। আবার অনেকেই এ মাংস খুব একটা পছন্দ করেন না। তবে খাসির মাংসের স্বাদকে দ্বিগুণ করে দিতে পারে সরিষার তেল। সাধারণত মসলা আর তেলের চেয়ে সরিষার তেলে রান্না করলে মাংসের স্বাদে আসে এক স্বতন্ত্র, হালকা তীক্ষ্ণতা এবং সুগন্ধ, যা ভাত বা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করলে সত্যিই খাবারের স্বাদকে আরও উপভোগ্য করে তোলে।

উপকরণ : খাসির মাংস ১ কেজি। লেবুর রস ২ চা-চামচ। গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ। টক দই আধাকাপ। আদাবাটা ১ টেবিল চামচ। রসুনবাটা ২ চা-চামচ। ধনে গুঁড়া ১ চা-চামচ। জিরা গুঁড়া ১ চা-চামচ। হলুদের গুঁড়া ১ চা-চামচ। লাল মরিচের গুঁড়া ২ চা-চামচ। টমেটো স্লাইস ১০০ গ্রাম। সরিষার তেল পৌনে ১ কাপ। আলো লাগবে পেঁয়াজকুচি ২০০ গ্রাম। আস্ত গরম মসলা (তেজপাতা, এলাচি, দারুচিনি, লবঙ্গ) প্রতিটা ৩৪ টি করে। পানি পরিমাণমতো। লবণ স্বাদমতো। চিনি ১ চা-চামচ। গরম মসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ। কাঁচা মরিচ ৫-৬টি। ধনেপাতাকুচি সামান্য।

প্রণালি : প্রথমেই খাসির মাংস পরিষ্কার করে ধুয়ে লেবুর রস, লবণ ও গোলমরিচ দিয়ে ২০ মিনিট মাখিয়ে রাখুন। এরপর আবারও ধুয়ে নিন। এতে খাসিতে থাকা আশটে গন্ধ দূর হবে। এবার গরম মসলার গুঁড়া ছাড়া বাকি সব গুঁড়া মসলা, টকদই, বাটা মসলা, টমেটো, আধাকাপ সরিষার তেল দিয়ে মাংস মাখিয়ে মেরিনেটের জন্য ১ ঘণ্টা রেখে দিন। এবার মাংস মেরিনেট হয়ে গেলে শুরু করুন রান্না।

প্রথমে চুলায় পাতিল বসিয়ে তাতে তেল, পেঁয়াজকুচি ও আস্ত গরম মসলা দিয়ে ভাজুন। হালকা বাদামি রঙ না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে থাকুন। এরপর মেরিনেট করা মাংস দিয়ে ঢেকে রান্না করুন ২০ মিনিট। ভালোভাবে কষানো হলে তাতে পরিমাণমতো পানি দিয়ে ৪০ মিনিট ঢেকে রান্না করুন। এবার মাংসে সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে সামান্য চিনি, কাঁচামরিচ, গরম মসলার গুঁড়া, ধনেপাতা দিয়ে কম আঁচে ঢেকে ৫ মিনিট রান্না করুন। ব্যস তৈরি হয়ে গেল মজাদার খাসির মাংস।

ইলিশ মাছের মজাদার আচার

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশের যে পদই রান্না করা হোক না কেন, স্বাদে তা আলাদা মাত্রা যোগ করে। ভাপা, ভুনা কিংবা ঝোলের পাশাপাশি ইলিশ দিয়ে তৈরি করা যায় ভিন্নধর্মী ও সুস্বাদু আচারও। এই আচার শুধু স্বাদেই নয়, প্রতিদিনের খাবারে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য এনে দেয়। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করলে খাবার হয়ে ওঠে আরও মুখরোচক। পাশাপাশি এটি চাটনি বা অন্যান্য তরকারির বিকল্প হিসেবেও দারুণ মানিয়ে যায়।

উপকরণ : ইলিশ মাছ আধা কেজি (ছোট টুকরো করা), সরিষার তেল ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, রসুন কোয়া ২ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, সরিষা বাটা ১ টেবিল চামচ, শুকনা মরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ ৮. হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ, জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ, পাঁচফোড়ন গুঁড়া ১ চা চামচ, ভিনেগার (সিরকাটেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ৬টি, আমের আচার ১ টেবিল চামচ (ঐচ্ছিক, টকের জন্য), লবণ স্বাদমতো

প্রস্তুত প্রণালি: প্রথমে ইলিশ মাছের টুকরোগুলো ভালোভাবে ধুয়ে লবণ ও হলুদ মাখিয়ে সরিষার তেলে লালচে করে ভেজে তুলে রাখুন। একই তেলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে হালকা বাদামি রঙ হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এরপর আদা বাটা, রসুন, সরিষা বাটা, হলুদ, শুকনা মরিচের গুঁড়া এবং স্বাদমতো লবণ দিয়ে মসলা ভালোভাবে কষান।

মসলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে তাতে ভেজে রাখা ইলিশ মাছ ও কাঁচা মরিচ যোগ করুন। এরপর সামান্য ভিনেগার দিন, যাতে আচার দীর্ঘদিন ভালো থাকে। জিরা গুঁড়া ও পাঁচফোড়ন গুঁড়া ছড়িয়ে একেবারে কম আঁচে ৫ থেকে ১০ মিনিট রেখে দিন।

তেল উপরে ভেসে উঠলে চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। এরপর গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন। দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে চাইলে পরিষ্কার ও শুকনো কাঁচের বয়ামে রেখে দিন। মাঝে মাঝে রোদে দিলে আচার আরও ভালো থাকবে।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com

Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
UNDER RENOVATION

Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

KT KHAN'S
TUTORIAL
MARCH SAT PREP
Enroll Now & Get Up To
$400 OFF
ALL SIGNATURE SAT PACKAGES!
Sale ends Sunday January 25th, 2026
Grade 10 & 11 Students
NYU
MACAULAY HONORS COLLEGE
FORDHAM
VILLANOVA UNIVERSITY
Northeastern University
Northwestern University
RIT
Penn
THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
BINGHAMTON UNIVERSITY
Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ইরানে ট্রাম্পের হামলা চীনের জন্য অনেক সুযোগ খুলে

১২ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তিনি চাপের মুখে রয়েছেন।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সামরিক অভিযান চীনের জন্য আরেকটি কৌশলগত সুবিধা তৈরি করতে পারে। ইরানে নতুন করে আক্রমণ চালাতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলড়ঊভয়ের অস্ত্রভান্ডার দ্রুত ফুরাবে। গত বছর পেন্টাগন অস্ত্রের ঘাটতির আশঙ্কায় ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠানো সাময়িকভাবে স্থগিত করেছিল। ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পরিকল্পনা পূরণে প্রয়োজনীয় প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থার মাত্র ২৫ শতাংশ এখন হাতে রয়েছে। এরপরও মধ্যপ্রাচ্যে পরিচালিত অভিযানে যুক্তরাষ্ট্র প্যাট্রিয়ট ও থাড ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, এফ ৩৫ যুদ্ধবিমানসহ আধুনিক অস্ত্র মোতায়েন করেছে। এসব অস্ত্র ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থার সেন্সর ও রাডারপ্রযুক্তিতে গ্যালিয়াম নামের একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ব্যবহৃত হয়, যার সরবরাহ চেইনে চীনের আধিপত্য রয়েছে। গত বছরের বাণিজ্যযুদ্ধে বেইজিং গ্যালিয়ামসহ কিছু বিরল খনিজ রপ্তানি সীমিত করে বৈশ্বিক শিল্প সরবরাহব্যবস্থায় বড় চাপ সৃষ্টি করেছিল। আটলান্টিক কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠ ফেলো জোসেফ ওয়েবস্টারের মতে, যুক্তরাষ্ট্র যখন তাইওয়ান ঘিরে সম্ভাব্য সংকটের মুখে, তখন অন্য একটি অঞ্চলে সীমিত মজুতের অস্ত্র ব্যয় করতে দেখলে বেইজিং খুশিই হবে। এতে তাইওয়ান পরিস্থিতির জন্য উপলব্ধ সম্পদ কমে যাবে। একই সঙ্গে নতুন অস্ত্র উৎপাদনেও চীনের খনিজ নিয়ন্ত্রণ চাপ হিসেবে কাজ করতে পারে।

স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ কেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ফেলো ম্যাথিউ পি ফুনাইওলে মনে করেন, গ্যালিয়াম মূলত সেন্সর প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি কেবল অস্ত্র নিক্ষেপে নয়; বরং নতুন অস্ত্র তৈরি, উন্নয়ন ও মেরামতের সক্ষমতায়। যুক্তরাষ্ট্র বিকল্প সরবরাহব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, তবে তা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। তবু ঝুঁকি একেবারে নেই, তা নয়। টানা দুই মাসে চীনের দুই কৌশলগত অংশীদার দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব অপসারণের ঘটনা তৃতীয় বিশ্বের কাছে চীনের আকর্ষণ কমাতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইরান সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা ও ব্রিকসে যোগ দিয়েছে। চীনই ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে সমঝোতা করিয়েছিল। এখন সৌদি আরবের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

সবকিছু মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি যদি আরেকটি অপ্রত্যাশিত ও বিস্তৃত সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ সময় ধরে সেই সংঘাতে মনোযোগ আটকে থাকে, তবে চীনের জন্য লাভের সম্ভাবনাই আপাতত বেশি। বেইজিংয়ের দৃষ্টিতে এটি কৌশলগত অবকাশ, যার সুযোগ তারা হাতছাড়া করতে চাইবে না। এমি হকিন্স চীনে দ্য গার্ডিয়ানের জ্যেষ্ঠ সংবাদদাতা, দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

অন্তর্বর্তী সরকার থেকে কেন সরে আসতে চেয়েছিলাম

১৪ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশকে সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করেছে।

হাসিনার দেশত্যাগ ও মন্ত্রিসভার পতনের পর তিন দিন সরকারবিহীন শূন্যতায় দেশে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মাঠ ছেড়ে চলে যায়। অনেক সদস্য গণরোষের ভয়ে বিভিন্ন জায়গায় গা ঢাকা দেয়। অনেক থানা লুট হয় এবং বহু অস্ত্র খোয়া যায়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখনো প্রায় দেড় হাজার অস্ত্রের হদিস পাওয়া যায়নি। এসব অস্ত্র উদ্ধার অব্যাহত থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব অস্ত্র যত্রতত্র ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এসব অস্ত্র যেহেতু দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যবহার করে তাই এর গোলাবারুদ পাওয়া খুব সহজ বিষয়। নবনির্বাচিত সরকারের শাসনে দেশের আইনশৃঙ্খলার উন্নতি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। সে কারণে খোয়া যাওয়া অস্ত্র উদ্ধারকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে।অন্তর্বর্তী সরকারে আমার ১৯ মাসের অভিজ্ঞতার শুরু ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট। সেদিন আমাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে আমার স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ৯ দিন। দায়িত্ব গ্রহণের নবম দিনেই পতিত আওয়ামী লীগ প্রসঙ্গে আমার একটি বক্তব্যের একটি অংশকে বিকৃতভাবে প্রচার করে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়। সেই বিতর্কের জেরেই দায়িত্বে টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। পরিহাসের বিষয় হলো, আজ তার চেয়েও বেশি সরাসরি ভাষায় আওয়ামী লীগকে রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার কথা উচ্চারিত হচ্ছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আমার স্বল্প সময়টি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তখন দেশের বহু স্থানে পুলিশ কার্যত অনুপস্থিত। জনরোষের ভয়ে তারা কর্মস্থলে ফিরছিল না। অন্যদিকে শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষও ছিল গভীর আতঙ্কে। প্রতিশোধপরায়ণতার আবহে আওয়ামী লীগের সমর্থকদের বাড়িঘর দখল ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ছড়িয়ে পড়ছিল। পরিস্থিতি ছিল অস্থিতিশীল ও খারাপ হওয়ার ঝুঁকিতে।

এই পরিস্থিতিতে আমার প্রথম দায়িত্ব ছিল পুলিশকে কর্মস্থলে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু সে সময় পুলিশ বাহিনী কারও আশ্বাসে আস্থা রাখতে প্রস্তুত ছিল না। এমনকি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশও তারা অগ্রাহ্য করছিল। তাদের ১৭ দফা দাবি সামনে আসে। ক্ষুব্ধ, ভীত ও আস্থাহীন একটি বাহিনীকে আবার দায়িত্বে ফেরানো আমার জীবনের অন্যতম কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় পাঁচ ঘণ্টার দীর্ঘ আলাপচারিতার পর অবশেষে তারা কাজে ফিরতে সম্মত হয়।

আমার পরিকল্পনা ছিল সাম্প্রতিক সহিংসতার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর তদন্ত শুরু করা। বিশেষ করে পুলিশের অস্ত্র অন্যদের দ্বারা ব্যবহারের অভিযোগ যাচাই করা জরুরি ছিল। নানা আলামত ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে কিছু ক্ষেত্রে পুলিশের মারণাস্ত্র সিভিল পোশাকে দলীয় ক্যাডারদের হাতে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া শুরু করার মতো সময় আমি পাইনি। আমাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তখন সরকার থেকে সরে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অধ্যাপক ইউনূসের অনুরোধে তা আর করা হয়নি। তিনি নিজেও প্রবল চাপের মধ্যে ছিলেন বলে জানিয়েছিলেন। ওপরের অভিজ্ঞতার আলোকে আমার দৃঢ়বিশ্বাস, পুলিশ বাহিনীর আমূল সংস্কারে এখনো বড় ধরনের ঘাটতি রয়ে গেছে। পুলিশ কমিশন গঠিত হলেও বাস্তব পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়নি। পোশাক ও লোগো পরিবর্তন ছাড়া কাঠামোগত কোনো রূপান্তর ঘটেনি। এমনকি পোশাকের রংও সবার পছন্দ হয়নি। যদিও লোগো ও পোশাক পরিবর্তন পুলিশের ১৭ দফা দাবির একটি ছিল, তবু এ ধরনের প্রতীকী পদক্ষেপ পুলিশকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে পারে না।

পুলিশ বাহিনীকে সত্যিকার অর্থে পেশাদার ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করতে হলে কয়েকটি মৌলিক সংস্কার অপরিহার্য। প্রথমত, পুলিশের সার্বিক পরিচালনা, নিয়োগ, পদোন্নতি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর কমিশন গঠন করতে হবে, যার সাংবিধানিক বা আইনি ভিত্তি সুস্পষ্ট থাকবে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হলে নিয়োগপ্রক্রিয়া ও ক্যাডার কাঠামোয় সংস্কার আনতে হবে। মেধা, প্রশিক্ষণ ও পেশাদারত্বকে অগ্রাধিকার না দিলে বাহিনীর ওপর দলীয় প্রভাব কমানো সম্ভব হবে না।

বর্তমানে পুলিশে তিন স্তরে নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রথমত, কনস্টেবল পর্যায়ে সরাসরি নিয়োগ। দ্বিতীয়ত, ইন্সপেক্টর স্তরে নিয়োগ। তৃতীয়ত, বিসিএস ক্যাডারের মাধ্যমে কর্মকর্তা পর্যায়ে নিয়োগ। কাঠামোগত দিক থেকে এই বহুমাত্রিক প্রবেশপথ প্রশাসনিক ভারসাম্য তৈরি করার কথা, কিন্তু বাস্তবে তা সব সময় পেশাদারত্ব ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে পারেনি।

আমার বিবেচনায়, পুলিশকে প্রকৃত অর্থে দলীয় প্রভাবমুক্ত করতে হলে নিয়োগকাঠামোকে দুই স্তরে সীমিত করা যেতে পারে। একদিকে কনস্টেবল পর্যায়ে নিয়োগ, অন্যদিকে বিসিএসের মাধ্যমে কর্মকর্তা নিয়োগ। কনস্টেবল হিসেবে যোগদানকারীরা যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে ধাপে ধাপে ইন্সপেক্টর পর্যায়ে উন্নীত হবেন। এতে অভ্যন্তরীণ পেশাগত ধারাবাহিকতা তৈরি হবে এবং মধ্যপর্যায়ের পদগুলোতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর সুযোগ কমবে।

একটি পেশাদার, জবাবদিহিমূলক ও নিরপেক্ষ পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে হলে নিয়োগ ও পদোন্নতিব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও মেধাভিত্তিক কাঠামো নিশ্চিত করা ছাড়া বিকল্প নেই। আশা করি, নীতিনির্ধারকেরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা পুলিশের সংস্কার নিয়ে যে পরিকল্পনাগুলো ভেবেছিলাম, সেগুলো বাস্তবে রূপ দিতে পারিনি। হয়তো তার দায় আমারই। হয়তো সময়ের আগেই কিছু কথা বলে ফেলেছিলাম।

দুঃখ থেকে যায় যে অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত পুলিশ সংস্কার কমিশন আমার লিখিত প্রস্তাবগুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছে বলে মনে হয়নি। তবু বিশ্বাস করি, আজ না হোক, কাল হয়তো এ বিষয়গুলো নতুন করে আলোচনায় আসবে। আশা করি, বর্তমান সরকার বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখবে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের পথে এগোবে।

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা পাঠানো ‘সময় অপচয়’ বললেন

৭ পৃষ্ঠার পর

ইসরায়েলি স্থল আক্রমণের জন্য প্রস্তুত- ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচির এমন মন্তব্যকে ‘অযথা মন্তব্য’ বলে উল্লেখ করেন তিনি। ট্রাম্প বলেন, তিনি বর্তমান ইরানি নেতৃত্ব কাঠামোকে ‘সাফ করে দিতে’ চান।

তিনি আরও বলেন, “আমরা চাই তাদের একজন ভালো নেতা থাকুক। আমাদের কিছু লোক আছে যারা আমার মনে হয় ভালো কাজ করবে।”

যদিও তিনি কারও নাম উল্লেখ করেননি।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)

ফ্যামিলি ল’ আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736

JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন

আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি

জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

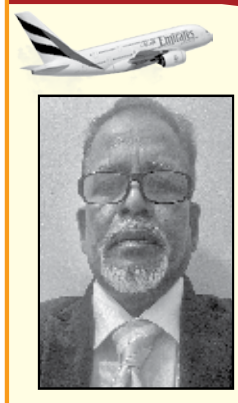

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

Cheapest Domestic & International Air Tickets

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

স্মৃতিময় একাত্তর : অগ্নিঝরা মার্চ

১৪ পৃষ্ঠার পর

মনে হয়েছে, তখনো ক্ষমতার চাবিকাঠি আমলাদের হাতেই ছিল।

অসাংবিধানিক সরকার কখনোই গণতান্ত্রিক হতে পারে না, হয় না, হওয়ার উপায় নেই। গণতন্ত্রের জন্য চাই জবাবদিহি। আমলাতন্ত্রের জন্য কোনো জবাবদিহির বালাই থাকে না। গণতন্ত্রে ক্ষমতা ছড়িয়ে থাকে সর্বত্র। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সব ক্ষমতা চলে যায় কেন্দ্রে। গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের শাসন থাকে, আমলাতন্ত্রে শাসন করেন কিছু উড়ে এসে জুড়ে বসারা। তাঁরা দেশের স্বার্থের কথা ভাবেন না, ভাবেন নিজেদের স্বার্থের কথা।

রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতা এখানে। তাঁরা পুরনো আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি ভেঙে সেখানে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তাঁরা রাষ্ট্র শাসনের ক্ষমতা পেয়েছেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। তাঁরা ভেবেছেন একসূত্র হতে পেরেছেন। জনগণের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পরে মালিকানা যে জনগণের হবে, এ কাজে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই তাঁদের, এখনো তো নেই-ই। তাঁরা লুণ্ঠন করতে চান এবং লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে যে ধরনের সংঘর্ষ বাধে, তা-ই আমরা তাঁদের মধ্যে ঘটছে দেখতে পাই।

আদর্শের কথা বলছিলাম। ওই আদর্শের একটি নাম আছে। বিশ্বজুড়ে যার পরিচিতি হলো পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ উৎপাদন করে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে যে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তা উৎপাদনে যতটা আগ্রহী, তার চেয়ে বেশি আগ্রহী লুণ্ঠনে। অন্যদিকে পুঁজিবাদের যেসব দোষ, তা সবই আমাদের প্রতিনিয়ত সহ্য করতে হচ্ছে। যেমনভ্রব্যক্তিগত স্বার্থ দেখা এবং ভোগবিলাসে মত্ত হওয়া। একাত্তরে এটি ছিল না। একাত্তরে সবার স্বার্থ এক হয়ে গিয়েছিল এবং ভোগবিলাসের কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। মানুষের চিন্তা ছিল কিভাবে দেশকে মুক্ত করা যায় তা নিয়ে, উৎসাহ ছিল আত্মত্যাগে। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলি। সেই চেতনাটি হচ্ছে গণতান্ত্রিক, যার মূলকথাটি হচ্ছে মানুষে-মানুষে অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। একাত্তরের যুদ্ধক্ষেত্রে ওই সাম্যটি গড়ে উঠেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রটি তো কোনো একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল না, তা বিস্তৃত ছিল দেশব্যাপী। দেশব্যাপী কেন বলছি, লড়াইটি তো বিদেশেও চলেছে, যাতে জড়িত ছিলেন প্রবাসীরাও।

পুঁজিবাদী আদর্শ ফিরে এসেছে। ওই আদর্শেই ব্রিটিশের রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে। পাকিস্তানিরাও ওই আদর্শেই দীক্ষিত ছিল। এখনকার শাসনকর্তারাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুঁজিবাদী আদর্শের আশ্রয়েই রয়েছেন। ফলে রাষ্ট্রের আদর্শ তো বটেই, সমাজের আদর্শও সেই আগের মতোই রয়ে গেছে, বদলায়নি।

আমাদের জন্য প্রথম যা দরকার, তা হলো কাজ। মানুষ কাজ চায়। কাজ বাড়াতে হলে বিনিয়োগ চাই। বিনিয়োগের জন্য পুঁজি দরকার। এদিকে আমলাতান্ত্রিক এই রাষ্ট্র যে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করবে, তা-ও করছে না। কেননা তারা ঘুষ, দুর্নীতি বোঝে, কর্মসৃষ্টি বোঝে না।

আরেকটি মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে। তা হলো বৈষম্য বৃদ্ধি। ধনীকে সে আরো ধনী করে, গরিবকে করে আরো গরিব। বাংলাদেশের গত ৫৪ বছরের ইতিহাস সর্বাধিক বৈষম্য বৃদ্ধির ইতিহাস। একাত্তরের চেতনা যে ঐক্য গড়ে তুলেছিল, বৈষম্য বৃদ্ধি তাকে পদে পদে দলিত-মথিত করেছে।

একাত্তরের গৌরব ছিল দেশপ্রেম। সেই দেশপ্রেম এখন আর দেখা যাচ্ছে না। কারণ পুঁজিবাদী আদর্শের অপ্রতিহত দৌরাত্ম্য। প্রত্যেকেই যদি কেবল নিজের কথাই ভাবেন, তাহলে দেশের কথা ভাববেন কে? কিন্তু ভাবতে তো হবে! দেশ না থাকলে তো আমরা নেই। কেবল যে পরিচয় বিলীন হয়ে যাবে তা নয়, দাঁড়ানোর জায়গাটিও থাকবে না। আমরা শেওলার মতো ভাসতে থাকব।

ভাবলেই চলবে না, কাজও চাই। সবচেয়ে বড় কাজটি হচ্ছে রাষ্ট্র ও সমাজকে গণতান্ত্রিক করা। কারা করবেন চিন্তা-ভাবনা এবং যোগ দেবেন এ কাজে? দেবেন তাঁরাই, যাঁরা দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক। তাঁদের সংখ্যা কম নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটি তো এক দিনে গড়ে ওঠেনি, তা আছে এবং থাকবেও। নইলে বিপদ বাড়বে, এখন যেমন বাড়ছে, বেড়েই চলেছে। বিদ্যমান এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের ওপরই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। অনেক কাজই জরুরি। তবে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে দেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতান্ত্রিক করা, তা ভুললে চলবে না। লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকার দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন এর সৌজন্যে

ইরান-মার্কিন যুদ্ধের মেয়াদ কেমন

১২ পৃষ্ঠার পর

মেয়াদ চার সপ্তাহের কথা বলছেন। অন্যদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, ছয় সপ্তাহের কথা। এমন কি তারা স্থল সৈন্য পাঠানোর কথাও বলছেন। এই যুদ্ধের যৌক্তিকতা ও বৈধতা নিয়ে কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে চলছে তুমুল বিতর্ক। সময়ের সঙ্গে যুদ্ধের প্রকৃতি যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, বিস্তৃতি ঘটছে ও বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে এ ভাবনা অত্যন্ত কঠিন যে, তা সহসাই শেষ হবে।

এই বিষয়ে বিশিষ্ট মার্কিন কূটনীতিক ও বিশ্লেষক রিচার্ড হাস তাঁর এক সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে এ যুদ্ধকে 'ওয়ার অব চয়েস' ও 'প্রিভেনটিভ ওয়ার' হিসেবে উল্লেখ করে সতর্ক করেছেন, যুদ্ধ শুরু করা সহজ হলেও শেষ করা কঠিন। তাঁর মতে, যদি লক্ষ্য হয় শাসন পরিবর্তন, তবে কেবল বিমান হামলা বা সীমিত সামরিক শক্তি দিয়ে তা অর্জন সম্ভব নয়। ২০০৩ সালের 'ইরান যুদ্ধ' দেখিয়েছে, প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ প্রায়ই দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতে রূপ নেয় এবং আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে। হাস আরও বলেন, ইরান একটি বড় ও শক্তিশালী নিরাপত্তাবেষ্টিত রাষ্ট্র। ফলে তারা দীর্ঘ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম। সে কারণে যুদ্ধের সময়কাল অনেকটাই নির্ভর করবে ইরানের পাল্টা প্রতিক্রিয়ার ওপর।

মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ইরান সরাসরি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে না গিয়ে আঞ্চলিক প্রক্সি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে লেবানন, ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেনে উত্তেজনা বাড়িয়ে সংঘাতকে ছড়িয়ে দেবে। এতে যুদ্ধ সরাসরি বড় আকার না নিলেও দীর্ঘমেয়াদি অস্থিতিশীলতায় রূপ নিতে পারে।

সার্বিকভাবে বিশ্লেষকদের বড় অংশ মনে করছে, যদি যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য সীমিত সামরিক অবকাঠামো ধ্বংসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং দ্রুত কূটনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হয়, তবে সংঘাত তুলনামূলকভাবে স্বল্পমেয়াদি হতে পারে। কিন্তু যদি লক্ষ্য হয় শাসন পরিবর্তন এবং উভয় পক্ষই রাজনৈতিকভাবে পিছু হটতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে যুদ্ধ মাসের পর মাস, এমনকি বছরের দিকে গড়াতে পারে। সংক্ষেপে যুদ্ধের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে সামরিক লক্ষ্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের ওপর। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষকদের অভিমত হচ্ছে, এই যুদ্ধ দ্রুত শেষ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। ড. মঞ্জুরে খোদা: লেখক ও গবেষক। ঢাকার দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

ইরান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে যে প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে

১০ পৃষ্ঠার পর

জড়িয়ে পড়ে, তাহলে পণ্য পরিবহন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'আমরা একটি রপ্তানিনির্ভর দেশ, তাই আমাদের অবশ্যই এই যুদ্ধের প্রভাব মোকাবিলা করতে হবে, বিশেষ করে পোশাক রপ্তানিকারকরা।' উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, যুদ্ধের কারণে ভোক্তাদের সক্ষমতা কমবে, ফলে তারা পোশাকের মতো পণ্যে কম ব্যয় করবেন। দ্বিতীয়ত, জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে দেশের বাজারে উৎপাদন খরচ বাড়বে, কারণ বাংলাদেশ জ্বালানি আমদানিনির্ভর দেশ।

তৃতীয়ত, যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য পাঠাতে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের যদি বিকল্প নৌপথ বেছে নিতে হয়, তাহলে সামগ্রিক বাণিজ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এর আগে বাংলাদেশি পোশাক ব্যবসায়ীরা ভেবেছিলেন ইউক্রেন যুদ্ধ দুই সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হবে, কিন্তু সেই যুদ্ধ এখন চার বছর ধরে চলমান।

তিনি বলেন, 'তাই যদি যুক্তরাষ্ট্রইরান যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদি হয়, তাহলে কুয়েত, ইরাক, ইরান, বাহরাইন, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য রপ্তানি বাজারগুলো মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হতে পারে।'

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ইরানের প্রায় ৬৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজারে প্রায় ১০ দশমিক ৯ মিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছে। যার বেশিরভাগত পোশাক ও ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য।

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

SMG FUNDING

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই

ডিরেক্ট লেন্ডার

কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না

এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন

ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম

হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা

যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

যুক্তরাজ্যের নতুন আশ্রয়নীতি ও

৫০ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাজ্যের অভিবাসন ব্যবস্থাকে আমূল বদলে ফেলা। বছরের পর বছর ধরে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে আসা ক্ষুদ্র নৌকার মিছিল এবং অভিবাসন নিয়ে ব্রিটিশ জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ মেটাতে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি এই কঠোর অবস্থান নিয়েছে। সরকার একে বলছে 'ফার্ম অ্যান্ড ফেয়ার' পদ্ধতি। ডেনমার্কের কঠোর আশ্রয়নীতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই নতুন সংস্কার আনা হয়েছে। ডেনমার্কে এই পদ্ধতি চালুর পর সেখানে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় ৯০ শতাংশ কমে গেছে। যুক্তরাজ্যও চায় তাদের দেশে আসার 'আকর্ষণ' (Pull Factor) কমিয়ে দিতে, যাতে মানুষ অবৈধ পথে আসার ঝুঁকি না নেয়।

এই সংস্কারের সবচেয়ে আলোচিত অংশ হলো "অস্থায়ী সুরক্ষা" এবং "৩০ মাসের রিভিউ"। এখন থেকে যারা আশ্রয় আবেদন করবেন এবং শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন, তারা শুরুতে ৩০ মাস বা আড়াই বছরের জন্য থাকার অনুমতি পাবেন। আগে এই সময়সীমা ছিল সাধারণত ৫ বছর।

৩০ মাস শেষ হওয়ার আগেই মামলা বাধ্যতামূলকভাবে পুনর্মূল্যায়ন হবে। ব্রিটিশ হোম অফিস (Home Office) পরীক্ষা করে দেখবে যে, ওই ব্যক্তির নিজ দেশের (যেমন বাংলাদেশ) পরিস্থিতি এখন কেমন। যদি দেখা যায় যে সেখানে আর কোনো সরাসরি বিপদ নেই, তবে তার সুরক্ষা বাতিল করে তাকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে। অর্থাৎ শরণার্থী মর্যাদা এখন একবার পাওয়া মানে চূড়ান্ত নিশ্চয়তা নয়, বরং পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষার মুখোমুখি থাকা।

আগে ৫ বছর শরণার্থী হিসেবে থাকার পর 'ইন্ডেফিনিট লিভ টু রিমেইন' (ILR) বা স্থায়ী বসবাসের আবেদন করা যেত। কিন্তু 'কোর প্রোটেকশন' মডেলে সেটেলমেন্টের জন্য অপেক্ষা লাগতে পারে ২০ বছর পর্যন্ত, যদি না কেউ কাজ বা পড়াশোনার মতো বৈধ ভিসা রুটে নিজেকে স্থানান্তর করতে পারেন। এই দীর্ঘ অপেক্ষা মানে একটি প্রজন্মের বড় অংশ অনিশ্চয়তার মধ্যেই কাটতে পারে।

যুক্তরাজ্যে বর্তমানে কয়েক হাজার বাংলাদেশি রাজনৈতিক আশ্রয় বা মানবিক আশ্রয়ের আবেদন করে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশিদের আশ্রয় আবেদন বেড়েছে বলে রিপোর্ট হয়েছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশিদের আশ্রয় আবেদন ছিল ৭,২২৫, যা আগের বছরের তুলনায় বড় বৃদ্ধি। নতুন এই নীতি তাদের জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে কমিউনিটির মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

যুক্তরাজ্য সরকার নিয়মিতভাবে 'নিরাপদ দেশের তালিকা' আপডেট করছে। বাংলাদেশকে যদি কোনও পর্যায়ে তুলনামূলক নিরাপদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে বাংলাদেশি আবেদনকারীদের জন্য শরণার্থী মর্যাদা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়তে পারে।

কোনো বাংলাদেশি যদি বিশেষ বিবেচনায় ৩০ মাসের সুরক্ষা পানও, তার মাথায় সারাক্ষণ আশঙ্কা থাকবে, আড়াই বছর পর তাকে ফেরত যেতে হতে পারে। যারা জমিজমা বিক্রি করে বা দালালের মাধ্যমে বিপুল অর্থ খরচ করে এসেছেন, তাদের জন্য এই অনিশ্চয়তা গভীর মানসিক চাপ তৈরি করতে পারে।

বাংলাদেশি অভিবাসীরা অনেক সময় দালালের খপ্পরে পড়ে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করেন। কিন্তু নতুন নিয়মে কোনো গ্যারান্টি নেই যে তারা স্থায়ীভাবে থাকতে পারবেন। ফলে এই বিশাল বিনিয়োগ এখন পুরোপুরি ঝুঁকিপূর্ণ।

মানবিক দিক বিবেচনায় অভিভাবকহীন শিশুদের (Unaccompanied Minors) এই ৩০ মাসের কঠোর নিয়ম থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। তারা আগের মতোই ৫ বছরের সুরক্ষা পাবে। তবে সরকার বয়স নির্ধারণকে আরও কড়াকড়ি করতে চাইছে। অনেকেই বয়স কমিয়ে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেন, যা রোধ করতে সরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত প্রযুক্তির সাহায্য নেবে। মিথ্যা তথ্য প্রমাণিত হলে সরাসরি বিতাড়নের মুখোমুখি হতে হবে।

বাংলাদেশিদের জন্য সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার বিষয় হলো পারিবারিক পুনর্মিলন স্থগিত করা। আগে একজন শরণার্থী তার স্ত্রী ও সন্তানদের যুক্তরাজ্যে নিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু এখন সরকার এই প্রক্রিয়া আপাতত বন্ধ রেখেছে। নতুন যে নিয়ম আসার সম্ভাবনা রয়েছে, তাতে একজন শরণার্থীকে তার পরিবার আনতে হলে ব্রিটিশ নাগরিকদের মতো উচ্চ আয়ের (Income Threshold) প্রমাণ দিতে হবে। সেই সক্ষমতা অর্জন সম্ভব না হলে স্ত্রী ও সন্তানকে যুক্তরাজ্যে আনা বহু পরিবারে শুধু স্বপ্নই থেকে যেতে পারে।

সরকার বলছে, শরণার্থীদের কেবল সাপোর্ট সিস্টেমে আটকে না রেখে কাজ কিংবা পড়াশোনার বৈধ পথে স্থানান্তরের সুযোগ তৈরি করা হবে। দক্ষ পেশায় (Skilled Work) কাজ পেলে কেউ ওয়ার্ক ভিসা বা স্টাডি ভিসার মতো রুটে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। কিন্তু এই পথের বড় বাধা ভিসা ফি এবং হেলথ সারচার্জ। সাধারণ অভিবাসীদের মতো কয়েক হাজার পাউন্ড জোগাড় করা আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য বাস্তব চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো যেমন 'রিফিউজি কাউন্সিল' এবং 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' এই সিদ্ধান্তকে 'অমানবিক' বলে অভিহিত করেছে। তাদের মতে, ১৯৫১ সালের আন্তর্জাতিক শরণার্থী কনভেনশন অনুযায়ী শরণার্থীদের স্থায়ী সুরক্ষা দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ৩০ মাস পর পর দেশ ছাড়ার আশঙ্কায় থাকা একজন মানুষ কখনোই ব্রিটিশ সমাজে মিশে যেতে পারবেন না, যা দীর্ঘমেয়াদে অপরাধ প্রবণতা বা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি করতে পারে।

অন্যদিকে সরকার বলছে, এই কঠোরতা না দেখালে অনিয়মিত যাত্রা থামবে না এবং সীমান্ত নিয়ন্ত্রণে জনআস্থা ফিরবে না। তবে এই অবস্থান লেবার পার্টির ভেতরেও চাপ তৈরি করেছে। প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এবং স্বরাষ্ট্র সচিব শাবানা মাহমুদের এই পদক্ষেপে দলের বামপন্থী অংশের কিছু এমপি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, এবং কেউ কেউ একে কনজারভেটিভদের চেয়েও বেশি কঠোর বলে মন্তব্য করেছেন। তবু সরকার অনড়। তারা আগামী নির্বাচনের আগে দেখাতে চায় যে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণে তারা জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে।

তবে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এই নতুন নিয়ম আগের আবেদনকারীদের ওপর তাৎক্ষণিকভাবে প্রযোজ্য হচ্ছে না। সংসদীয় বক্তব্যে বলা হয়েছে, ২ মার্চের আগে যারা আবেদন করেছেন, তাদের জন্য ট্রানজিশনাল প্রভিশন থাকবে, অর্থাৎ পুরনো নিয়মেই প্রক্রিয়া চলবে। ফলে বাংলাদেশিদের একটি অংশ তাৎক্ষণিক ধাক্কা থেকে সাময়িক স্বস্তি পেতে পারেন, কিন্তু নতুন আবেদনকারীদের জন্য দরজা এখন অনেক বেশি কঠিন।

যুক্তরাজ্যের আশ্রয় ব্যবস্থার এই 'মহাসংস্কার' কেবল নিয়মের তালিকা নয়, এটি একটি স্পষ্ট বার্তা যে যুক্তরাজ্যের দরজা এখন সংকীর্ণ। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে যারা রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার আশায় আসছেন, তাদের জন্য আগামী দিনগুলো হবে আরও কণ্টকাকীর্ণ। এখন আর কেবল আশ্রয়ের আবেদন করলেই স্থায়ী বসবাস বা ব্রিটিশ পাসপোর্ট পাওয়ার স্বপ্ন দেখা যাবে না। ২০ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ অনিশ্চয়তা, প্রতি আড়াই বছর পর পর পর্যালোচনা, এবং পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথ কঠিন হয়ে যাওয়ার বাস্তবতা মাথায় রেখেই এগোতে হবে। অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন, 'নিরাপদ আশ্রয়ের' বদলে 'সাময়িক আশ্রয়ের' এই ধারণা ধীরে ধীরে ইউরোপের অন্যান্য দেশকেও প্রভাবিত করতে পারে। নজরুল ইসলাম মিন্টু কানাডার টরন্টো থেতে প্রকাশিত দেশেবিদেশে-র সম্পাদক ও দেশেবিদেশে টিভির প্রধান নির্বাহী

তথ্যসূত্র:UK Parliament, Written Statement HCWS1373 (২ মার্চ ২০২৬)
The Guardian (১ মার্চ ২০২৬)

বাংলাদেশিদের আমেরিকান

৫০ পৃষ্ঠার পর

থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের মূলে রয়েছে একটি রূঢ় বাস্তবতা। 'পাবলিক বেনিফিট' বা সরকারি সহায়তার ওপর অভিবাসীদের একটি বড় অংশের মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা এবং সিস্টেমকে ফাঁকি দিয়ে অনৈতিক সুবিধা নেওয়ার প্রবণতা। আমেরিকান আইনের ভাষায় 'পাবলিক চার্জ' বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি নিজের ভরণপোষণে অক্ষম এবং জীবনধারণের জন্য পুরোপুরি রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা গেছে, বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের অনেক অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পরপরই কাজ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কৌশলে সরকারি সাহায্যের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন।

এপি নিউজ জানিয়েছে, পররাষ্ট্র দপ্তর ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ এ এই স্থগিতাদেশের কথা জানায় এবং যুক্তি হিসেবে তুলে ধরে, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর নাগরিকরা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকালে তুলনামূলকভাবে বেশি হারে পাবলিক অ্যাসিস্ট্যান্স গ্রহণ করে থাকে। এই সিদ্ধান্তকে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতির কড়াকড়ির একটি নতুন ধাপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কমিউনিটি পর্যায়ে আলোচিত অভিযোগগুলোর একটি হলো, অনেকেই নগদ অর্থে (ক্যাশ পেমেন্ট) কাজ করেন, যার কোনো দাপ্তরিক রেকর্ড থাকে না। ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় তারা নিজেদের বার্ষিক আয় দারিদ্র্যসীমার নিচে দেখান। এতে একদিকে পকেটে নগদ ডলার আসে, অন্যদিকে কাগজে কলমে 'দরিদ্র' সেজে ফুড স্ট্যাম্প (ঝঘঅচ), স্বল্পমূল্যের আবাসন (Section 8 housing) এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা (Medicaid) গ্রহণ করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্র্যান্ট হয়ে আসার বড় একটি শর্ত হলো একজন স্পনসর থাকা এবং সেই স্পনসরের স্বাক্ষরিত 'অ্যাফিডেভিট অব সাপোর্ট', যেখানে নবাগত অভিবাসী রাষ্ট্রের ওপর বোঝা হবেন না বলে অঙ্গীকার করা হয়। কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে এই দায়বদ্ধতা কাগজে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। অভিযোগ আছে, আমেরিকায় পৌঁছানোর কিছুদিনের মধ্যেই কেউ কেউ স্পনসরের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পরিস্থিতি তৈরি করে সরকারি দপ্তরে নিজেদের 'নিরাশ্রয়' দাবি করেন, ফলে সহায়তার দায়িত্ব গিয়ে পড়ে রাষ্ট্রের কাঁধে।

অভিযোগের তালিকায় আরও কিছু বিষয় ঘুরে ফিরে আসে। যেমন, অনেক বাংলাদেশি অভিবাসী বাংলাদেশে তাদের স্থাবর সম্পত্তি বা বড় অংকের ব্যাংক ব্যালেন্সের তথ্য যথাযথভাবে প্রকাশ করেন না, কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে নিজের আর্থিক অবস্থাকে বাস্তবের চেয়ে দুর্বল হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। আমেরিকার নিয়ম অনুযায়ী, সম্পদ থাকলে সরকারি সুবিধা পাওয়া যায় না। অথচ বাংলাদেশে অঢেল সম্পদ থাকার পরেও অনেকে আমেরিকায় এসে নিজেদের নিঃস্ব প্রমাণ করে সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট আদায়ের প্রতিযোগিতায় নামেন। আবার কোথাও কোথাও কৃত্রিমভাবে ডিভোর্স বা পারিবারিক কলহ দেখিয়ে আলাদা বাসা এবং অতিরিক্ত ভাতা আদায়ের মতো অনৈতিক কাজও করে থাকেন।

প্রশাসনের দৃষ্টিতে এ ধরনের পরিকল্পিত প্রতারণা মার্কিন করদাতাদের অর্থের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে। বাংলাদেশে মার্কিন দূতাবাসের ইমিগ্র্যান্ট ভিসা সংক্রান্ত নোটিশেও স্থগিতাদেশের ব্যাখ্যায় এই উদ্বেগের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে আরও একটি তীক্ষ্ণ দিক উঠে আসে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটি কেবল অনুসারে কনস্যুলার কর্মকর্তাদের এমন আবেদনও ফিরিয়ে দিতে বলা হয়েছে, যেগুলো আগে প্রিন্ট অথরাইজড ছিল কিন্তু ভিসা ছাপা হয়নি, অথবা ছাপা হলেও কনস্যুলার সেকশন থেকে এখনও ছাড় পায়নি। ফলে বহু মানুষের কাছে যে ফাইলটি প্রায় শেষ দরজায় পৌঁছেছিল, সেটিও এক মুহূর্তে পিছিয়ে যায়। কাগজে কলমে এটি প্রশাসনিক বিরতি, কিন্তু বাস্তবে এর সবচেয়ে বড় অভিঘাত পড়ে পরিবার পুনর্মিলনের ওপর। যাদের জীবন দীর্ঘদিন ধরে দুই দেশে ভাগ হয়ে আছে, তাদের অপেক্ষা শুধু দীর্ঘ হয় না, অপেক্ষার ভেতরে ঢুকে পড়ে নতুন অনিশ্চয়তা। সন্তানকে কাছে নেওয়ার স্বপ্ন, জীবনসঙ্গীকে পাশে পাওয়ার আশা, কিংবা বাবা মাকে শেষ বয়সে পাশে টানার আকুতি সবকিছুই যেন একটি স্থগিতচিহ্নের নিচে আটকে যায়।

স্বার্থান্বেষী মহলের এই জালিয়াতির খেসারত দিতে হচ্ছে পুরো জাতিকে। বাংলাদেশি পাসপোর্টের মর্যাদা আজ তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। মার্কিন কনস্যুলার অফিসাররা এখন প্রতিটি বাংলাদেশি আবেদনকারীকে সন্দেহের চোখে দেখছেন। এই স্থগিতাদেশের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সেই সব প্রকৃত স্বপ্নবাজ তরুণ, যারা মেধাবী ছাত্র হিসেবে বা উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী হিসেবে আমেরিকায় গিয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে চেয়েছিলেন। যারা আইন মেনে চলতে চান, তাদের ভবিষ্যৎ আজ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে।

একসময় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনে এমন এক ভ্রান্ত ধারণা কাজ করত যে, যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা বুঝি তাদের এক প্রকার অধিকার। কিন্তু এই 'অধিকার' আদায়ের নামে যে অনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা শুরু হয়েছে, তার ফলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে এবং দেশটি আজ 'উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ' দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগ

১০ পৃষ্ঠার পর

আমাদের বিনিয়োগ পরিবেশ দুর্বল। প্রায় এক দশক আগেই এই সমস্যা চিহ্নিত হয়েছিল। কত সহজে ব্যবসা করা যায় তা নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সূচকে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৭৬তম।

তিনি বলেন, 'সে সময় থেকেই সমন্বিত ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক সংস্কার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা হয়েছে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড ভাবে।' লাইসেন্সপ্রাপ্তি, নীতিগত ধারাবাহিকতা, জমি, জ্বালানি এবং বাণিজ্য সহজীকরণড় বিনিয়োগের জন্য এসব বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মাসরুর রিয়াজ বলেন, 'আমরা বিক্ষোভ ও অস্থিরতা দেখেছি। নীতিগত পর্যায়েও এটার প্রভাব চ ছিল। ২০২৪-২৫ অর্থবছরই ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলো আগস্টে এসে।'

তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর অপসারণ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে যা ঘটেছে, তা আন্তর্জাতিক মহলে নেতিবাচক বার্তা দিতে পারে। এতে বোঝা যায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া দুর্বল ও শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে। পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ড. আশিকুর রহমান বলেন, দুর্বল ব্যবসায়িক পরিবেশ, অবকাঠামোগত জটিলতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কমে যাওয়া বিনিয়োগ কমার অন্যতম কারণ। সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটায় উৎপাদন খরচও বেড়েছে। তিনি বলেন, ২০২০ সাল থেকে ব্যাংকিং খাতে সুশাসনের অভাবে ঋণ বিতরণে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। 'উৎপাদনশীল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ না দিয়ে আর্থিক খাতকে কুক্ষিগত করে রেখেছে কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী। বড় অঙ্কের ঋণ কেলেঙ্কারি এবং তদারকির দুর্বলতা প্রকৃত উদ্যোক্তাদের কোণঠাসা করে ফেলেছে।'

আশিকুর রহমান আরও বলেন, কর্মসংস্থান তৈরির মূল চালিকাশক্তি ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলো সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 'এর ফলে এমন এক অবস্থা তৈরি হয়েছে, যেখানে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীরা লাভবান হয়েছে আর প্রকৃত উদ্যোক্তারা উপেক্ষিত হয়েছে।'

জিডিপির অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগ কমে যাওয়ার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বিনিয়োগ হলো উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান তৈরি ও উন্নয়নের ইঞ্জিন। বিনিয়োগ ধারাবাহিকভাবে কমলে অর্থনীতি তরুণদের কর্মসংস্থান তৈরির সক্ষমতা হারায়।'

তিনি বলেন, 'শক্তিশালী বেসরকারি বিনিয়োগ ছাড়া প্রবৃদ্ধি হয়ে পড়ে ভোগনির্ভর এবং সরকারের ওপর নির্ভরশীল। এটি টেকসই নয়। বিশেষ করে এলডিসি উত্তরণের পথে থাকা বাংলাদেশের জন্য এটি বড় চ্যালেঞ্জ। আজকের দুর্বল বিনিয়োগ মানে আগামীর জন্য ধীর প্রবৃদ্ধি। আর ধীর প্রবৃদ্ধি মানে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের মতো সমস্যা বেড়ে যাওয়া।'

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সাবেক রেগুলেটরি রিফর্মস বিশেষজ্ঞ সৈয়দ আখতার মাহমুদ বলেন, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার কারণে বিনিয়োগের হার কমছে। সরকার বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের চেষ্টা করলেও নিয়ন্ত্রণমূলক বাধা ও ঋণের অপ্রতুলতার মতো মৌলিক সমস্যাগুলো রয়েই গেছে।

উচ্চ সুদহার, ব্যাংকে তারল্য সংকট এবং ঝুঁকি না নেওয়ার প্রবণতা ঋণের জোগান কমিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, 'বিনিয়োগকারীরা উচ্চ সুদে ঋণ নিতে চাইলেও পাচ্ছেন না। অনেক বড় বিনিয়োগকারী কম সুদের সময় বিপুল ঋণ নিয়ে এখন অতিরিক্ত ঋণের বোঝায় জর্জরিত। ভালো বিনিয়োগ সম্ভাবনা থাকলেও নতুন করে বড় ঋণ নেওয়ার অবস্থায় নেই তারা।'

জ্বালানি সংকট ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বিনিয়োগকারীদের আস্থায় চিড় ধরিয়েছে উল্লেখ করে সৈয়দ আখতার মাহমুদ বলেন, 'বিনিয়োগ কম মানে আমাদের উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ছে না এবং বিদ্যমান সক্ষমতাও পুরোপুরি কাজে লাগছে না।' তর মতে, এটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং নতুন পণ্য তৈরির পথ রুদ্ধ হচ্ছে, যা রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে জরুরি। তিনি বলেন, 'বিনিয়োগকারীরা যখন সাধারণ বিনিয়োগেও হিমশিম খাচ্ছেন, তখন অর্থনীতিকে প্রতিযোগিতামূলক করতে প্রয়োজনীয় খাতে তারা বিনিয়োগ করবেন, এমনটা আশা করা কঠিন।'

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও

৮ পৃষ্ঠার পর

দুদিনের সফরে গত মঙ্গলবার ৩রা মার্চ রাতে ঢাকায় আসেন পল কাপুর। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর এটিই বাংলাদেশে দেশটির উচ্চপর্যায়ের প্রথম সফর। শুধু তা-ই নয়, নবগঠিত বিএনপি সরকারের সময়ও এটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম উচ্চপর্যায়ের সফর। পল কাপুর গত বুধবার ৪ঠা মার্চ অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, জ্বালানিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ও বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ দিন সন্ধ্যায় তিনি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

পল কাপুর প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের পাশাপাশি বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাতে মার্কিন এই কূটনীতিকের ঢাকা ত্যাগ করেন।

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
SWH
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

ইরান যুদ্ধের খরচ নিয়ে উদ্বেগ খোদ

৬ পৃষ্ঠার পর

কংগ্রেস আগে থেকেই দেশটির ক্রমবর্ধমান বাজেট ঘাটতি এবং কেন্দ্রীয় ঋণের সুদ নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে ছিল। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে আরও ৫ হাজার কোটি ডলারের এই বাজেট প্রস্তাব অনেক আইনপ্রণেতাকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। সংশ্লিষ্ট অনেকেই মনে করছেন, যুদ্ধের এই বিশাল ব্যয়ভার অনুমোদনের ক্ষেত্রে কিছু সংসদ সদস্য দ্বিমত পোষণ করতে পারেন।

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, একেকটি প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্রের দাম প্রায় ৪০ লাখ ডলার। ইরানের মাত্র একটি ক্ষেপণাস্ত্র আটকাতে যুক্তরাষ্ট্রকে অনেক সময় ১১টি পর্যন্ত প্যাট্রিয়ট মিসাইল ছুড়তে হচ্ছে, যার খরচ দাঁড়ায় প্রায় ৪ কোটি ৪০ লাখ ডলার। অন্যদিকে, প্রতিটি 'থাড' ইন্টারসেপ্টরের দাম ১ কোটি ২৭ লাখ ডলারের বেশি। এই আকাশচুম্বী খরচ দীর্ঘ মেয়াদে মার্কিন অর্থনীতির ওপর বড় ধরনের চাপ তৈরি করতে পারে।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ ইঙ্গিত দিয়েছেন, এই যুদ্ধ আরও কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হতে পারে। তবে ওয়াশিংটনভিত্তিক থিংকট্যাংক সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (সিএসআইএস) সতর্ক করে জানিয়েছে, বর্তমান প্রতিরক্ষা বাজেটে এই যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদি ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। ফলে পেন্টাগনের জন্য অচিরেই অতিরিক্ত তহবিলের প্রয়োজন হবে। - আল জাজিরা

ইরানে 'গৃহযুদ্ধ' পরিকল্পনার অংশ

৬ পৃষ্ঠার পর

দেশ এই সংগঠনকে সন্ত্রাসী হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে।

ইরানি কুর্দিরা সংখ্যায় কত বড়?

কুর্দিরা ইরানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ। তারা মূলত ইরাক সীমান্ত ঘেঁষা এলাকাগুলোতে বসবাস করে। বিভিন্ন সময় ইরানের ধর্মভিত্তিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে হওয়া আন্দোলনে সামনের সারিতেও ছিল।

২০২২ সালে নিহত ২২ বছর বয়সী মাশা আমিনি কুর্দি ছিলেন। হিজাব পরা নিয়ে নৈতিকতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারের পর তিনি মারা যান। প্রতিবাদে দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু হলে কুর্দিদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বিষয়টিও সামনে আসে। এক পর্যায়ে কুর্দি বিক্ষোভকারীরা ইরানের কুর্দি অধ্যুষিত একটি শহরের সাময়িক নিয়ন্ত্রণ নেয়।

ইরানি কুর্দিদের কিছু সশস্ত্র সংগঠন বর্তমানে ইরাকি কুর্দিস্তানে অবস্থান করছে। উত্তর ইরাকের এই অঞ্চলটিতে তারা ১৯৯২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে অঞ্চলটিকে আধা-স্বায়ত্তশাসিত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ।

কুর্দিরা কি ইরানে সংঘাতে যোগ দেবে?

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কুর্দিরা এর আগেও সীমান্ত পেরিয়ে একে অন্যকে সহায়তা করেছে। বিশেষ করে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় এমনটা দেখা যায়। তখন তুরস্ক, ইরাক ও ইরানের কুর্দিরা একত্র হয়ে সিরিয়ার কুর্দিদের পক্ষে লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল।

এখন ইরানের কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চলে যদি সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের অন্য কুর্দিরা কতটা একত্রিত হতে পারবে তা স্পষ্ট নয়। সিরিয়ায় কুর্দি বাহিনী ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তারা ইসলামিক স্টেটের (আইএস) বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, মার্কিন সামরিক ঘাঁটি পাহারা দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সেই মিত্রতা বেশ দুর্বল। কারণ, ওয়াশিংটন এখন সিরিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল শারাকে কাছে টানছে।

ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায়

৬ পৃষ্ঠার পর

ঝুঁকির মধ্যে পড়ল। যুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হবে, সংকট ততই বাড়বে, বিশেষত হরমুজ প্রণালি যদি বন্ধ থাকে।

রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটের গবেষক ফিলিপ শেটলার জোন্স বিবিসিকে বলেন, দীর্ঘ সময়ের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের সংকট ও নিরাপত্তাহীনতা চীনের জন্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, আফ্রিকার দেশগুলো উপসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপকারভোগী। সেখানে যদি বিনিয়োগে ভাটা পড়ে এবং অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়, তাহলে দীর্ঘ মেয়াদে তা চীনের অর্থনীতির জন্যও ক্ষতি বয়ে আনবে। তাই বিশ্বের অন্য দেশগুলোর মতো চীনও এ যুদ্ধের কারণে শঙ্কায় ভুগছে।

'আমি মনে করি, অন্য দেশগুলোর মতো চীনও যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা বোঝার চেষ্টা করছে। তারা হয়তো ভাবছে, যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চয়ই কোনো রকম পরিকল্পনা ছাড়াই এমনি এমনি যুদ্ধের ময়দানে নামেনি!'ড়বললেন কিংস কলেজ লন্ডনের চায়না লাও ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক কেরি ব্রাউন।

চীনের 'ধীরে চলো' নীতির পেছনে অন্য নিয়ামকগুলো হলো ইরানের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, তা আসলে মূলত স্বার্থের বা কাজের। এরপর সামনেই আছে ট্রাম্পের চীন সফর, যেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও অমীমাংসিত দ্বিপক্ষীয় বিষয়ের ফয়সালা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বেইজিং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বুঝেশুনে কথা বলছে।

চীন-তেহরান বন্ধুত্বের কী হলো

চীন ও ইরান ঐতিহ্যগতভাবে বেশ ভালো বন্ধু। বিশেষ করে পশ্চিমাদের চোখে। ইরানের সদ্য প্রয়াত সাবেক সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির শেষ সফরটা ছিল চীনেই, ১৯৮৯ সালে। ২০১৬ সালে সি চিন পিংয়ের ইরান সফরের সময় দুই দেশের মধ্যে ২৫ বছর মেয়াদি কৌশলগত অংশীদারত্ব চুক্তি হয়। এর মধ্য দিয়ে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ে। ইরানের তেলের বিনিময়ে চীন ২৫ বছরে ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধাস্ত্র বেচাকেনার কথাও শোনা যায়। যদিও চীন বরাবর তা অস্বীকার করে আসছে।

'এত কিছুর পরও আমি মনে করি, দেশ দুটির সম্পর্ক আসলে কেবল স্বার্থ ও রাজনৈতিক সম্পর্ক। এই সম্পর্ক একটা নির্দিষ্ট অবস্থা পর্যন্ত কাজ করেছে। তা কোনো গভীর সম্পর্ক না। সত্যি বলতে, ইরানের সঙ্গে চীনের মাখামাখি থাকার বিশেষ কোনো আদর্শগত বা সাংস্কৃতিক কারণ নেই'ড় বলেন অধ্যাপক কেরি ব্রাউন।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের সার্বক্ষণিক তিক্ততাটা চীনের পক্ষে যায়, এটাও চীন-ইরান ভালো সম্পর্কের একটা কারণ। ব্রাউনের মতে, এটা প্রমাণ করে ইরানের সঙ্গে চীনের হৃদ্যতা বজায় রাখতে চাওয়ার পেছনে নেতিবাচক কারণই বেশি।

নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী?

মিত্র ইরান ও ভেনেজুয়েলার ইস্যুতে চীন নমনীয় বিবৃতি দিয়েই দায় সেরেছে। পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন, এটি প্রমাণ করে, নৈতিকভাবে পাশে থাকলেও চীন আসলে তার ক্ষমতার বাইরে গিয়ে সহায়তা করতে আগ্রহী নয়।

চীন আসলে নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীতে 'একটি দায়িত্বশীল ভারসাম্য' হিসেবে দাঁড় করাতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন ফিলিপ শেটলার। তিনি বলেন, চীন আসলে যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রকৃত পরাশক্তি নয়, যে কিনা বিশ্বজুড়ে মিত্রদের যেকোনো ধরনের সহায়তা করার ক্ষমতা রাখে।

ট্রাম্পের আসন্ন চীন সফর

এ মাসেই আরও পরে বহুল প্রতীক্ষিত চীন সফরে যাওয়ার কথা ট্রাম্পের। স্পষ্টতই চীন তাঁকে চটাতে চাইছে না। ইরান যুদ্ধ নিয়ে বক্তৃতা-বিবৃতিতে বেইজিং এ পর্যন্ত তাই সরাসরি ট্রাম্পের নিন্দা করেনি। তা ছাড়া এই যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি অজনপ্রিয় হবে। তেমন পরিস্থিতিতে চীনের সামনে নিজ অঞ্চলে এমনকি বৃহত্তর পরিসরে নিজের ক্ষমতা ও প্রভাব কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি হবেড়বলেন শেটলার জোন্স।

'আমি মনে করি না, চীন যুক্তরাষ্ট্র-শাসিত বিশ্ব চায়। তবে তারা এমন বিশ্বও চায় না, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র একটা অস্থিতিশীল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকবে'ড়বলেন লাও ইনস্টিটিউটের পরিচালক কেরি ব্রাউন।

আকাশসীমা আংশিক চালু, সীমিত

৫ পৃষ্ঠার পর

মধ্যে তাদের নেটওয়ার্ক শতভাগ চালু হওয়ার আশা করছে কর্তৃপক্ষ। যদিও এটি সংশ্লিষ্ট আকাশসীমার প্রাপ্যতা এবং সব ধরনের অপারেশনাল শর্ত পূরণের ওপর নির্ভর করবে। এয়ারলাইনটি জানিয়েছে, তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় নিরাপত্তাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

অপারেশনাল হালনাগাদ তথ্যে বলা হয়েছে, ৫ মার্চ এমিরেটস দুবাই থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে প্রায় ৩০ হাজার যাত্রী পরিবহন করেছে। এ ছাড়া ৭ মার্চের মধ্যে এয়ারলাইনটি তাদের রুট নেটওয়ার্কের প্রায় ৬০ শতাংশ পুনরায় চালু করে ৮৩টি গন্তব্যে প্রতিদিন ১০৬টি রিটার্ন ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা করেছে।

এদিকে উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন কয়েকটি বাজারে ফ্লাইট পরিচালনা বাড়িয়েছে এমিরেটস। যুক্তরাজ্যে পাঁচটি বিমানবন্দরে প্রতিদিন ১১টি ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। একইভাবে ভারতে সক্ষমতা বাড়িয়ে দেশটির নয়টি গন্তব্যে দৈনিক ২২টি ফ্লাইট পরিচালনা করবে এয়ারলাইনটি।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও বর্তমানে এমিরেটস তাদের সাতটি গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা করছে সীমিত আকারে বড়জোড় দৈনিক ১টি ফ্লাইট, যাতে যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে আকাশপথের সংযোগ বজায় থাকে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, যাত্রীরা বর্তমানে সক্রিয় নেটওয়ার্ক ও ফ্লাইট সূচি দেখে বুকিং করতে পারবেন। আগে বুকিং করা গ্রাহকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। আপাতত নিশ্চিত বুকিং ছাড়া যাত্রীদের বিমানবন্দরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে এয়ারলাইনটি।

এমিরেটস আরো জানিয়েছে, তারা সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের অপারেশন সমন্বয় করছে। সর্বশেষ তথ্য জানতে যাত্রীদের এমিরেটসের ওয়েবসাইট ও অফিশিয়াল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়মিত অনুসরণ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিভিন্ন দেশে সরকার পরিবর্তনে

৫ পৃষ্ঠার পর

দেখা যাক

লিবিয়া (২০১১)

২০১১ সালে 'আরব বসন্ত নামে পরিচিতি পাওয়া বিদ্রোহ সমগ্র উত্তর আফ্রিকা জুড়ে পরিবর্তনের আশা জাগিয়ে তোলে তখন লিবিয়ায়ও দীর্ঘ দিনের শাসক মোয়াম্মার গাদ্দাফির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তীব্রতা পায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তখন বারাক ওবামা তার সরকার তখন গাদ্দাফি-বিরোধী বিক্ষোভের নেতৃত্বে থাকা তথাকথিত ন্যাশনাল ট্র্যানজিশনাল কাউন্সিল, অর্থাৎ জাতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদকে সমর্থন দেয়

তারপর এক পর্যায়ে ন্যাটোর 'অপারেশন ইউনিফাইড প্রোটেক্টর-এর অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য বিমান হামলা শুরু করে লিবিয়ায় অক্টোবরে একটি মার্কিন ড্রোন এবং একটি ফরাসি যুদ্ধবিমান গাদ্দাফির কনভয়ে হামলা চালায় পরে ন্যাশনাল ট্র্যানজিশনাল কাউন্সিলের যোদ্ধাদের হাতে তিনি নিহত হন তার মৃত্যুর পর ১৫ বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু লিবিয়ায় এতদিনেও রাজনৈতিক ঐক্য এবং স্থিতিশীলতা আসেনি

ইরাক (২০০৩)

১ মে, ২০০৩ তার কয়েক সপ্তাহ আগে ইরাকের স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেনের পতন হয় মে মাসের প্রথম দিনে যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ. বুশ ইরাক যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সেদিন বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিংকনের ডেকের ওপর এক ব্যানারে লেখা হয়েছিল, 'মিশন অ্যাকমপ্লিশড (মিশন সম্পন্ন) প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ. বুশ নিজের বক্তব্যে বলেন, ''একনায়কতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হতে সময় লাগবে, তবে (সেই লক্ষ্যপূরণ) সর্বাত্মক প্রচেষ্টার যোগ্য কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জোট থাকবে তারপর আমরা চলে যাবো, আমরা চলে যাবো একটি স্বাধীন ইরাককে রেখে

কিন্তু ন্যোটোর নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনী ইরাক ছাড়লেও ইরাকে এখনো শান্তি বা স্থিতিশীলতা আসেনি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছিল প্রতিবেশী ইরানের সমর্থনপুষ্ট স্থানীয় শিয়া মিলিশিয়ারা বিভিন্ন সুন্নি গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ক্ষমতার শূন্যতার মধ্যে ইরাকে তথাকথিত সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএসআইএস) শক্তিশালী হয়ে উঠলো এর ফলে ইরাক তো বটেই সঙ্গে সিরিয়াসহ প্রায় পুরো অঞ্চলই আরো অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে মার্কিন ইতিহাসবিদ জোসেফ স্টিব মনে করেন, আসলে সেই সময় সেই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র যে ভেবেছিল সাদ্দামের পতন হলেই ইরাকে উদার গণতন্ত্রের মূল্যবোধ প্রাধান্য পাবে সেটা ছিল মস্ত বড় ভুল

আফগানিস্তান (২০০১)

জর্জ ডাব্লিউ বুশের আমলে যুক্তরাষ্ট্র শুধু ইরাকেই 'শাসক পরিবর্তন-এর জন্য যুদ্ধে নামেনি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার চার সপ্তাহ পর মার্কিন সেনাবাহিনী আফগানিস্তানে 'অপারেশন এন্ডিউরিং ফ্রিডম শুরু করে তালেবান শাসন দ্রুত উৎখাত হলেও, নতুন মার্কিন-সমর্থিত সরকার সীমিত সময়ের জন্য তাদের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়

২০১৪ সালে জার্মানিসহ আন্তর্জাতিক বাহিনীর দেশগুলো আফগানিস্তানে সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে আনার পর তালেবানের শক্তি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তীব্র আক্রমণে দৃশ্যত খুব অল্প সময়েই ক্ষমতাসীন ঐক্যজোট সরকারকে কোণঠাসা করে ফেলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের প্রথম মেয়াদের শেষ বছরে তালেবানের সঙ্গে আলোচনায় আর আক্রমণ করা হবে না- এমন শর্তে আফগানিস্তান থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহারে রাজি হন ডনাল্ড ট্রাম্প তারপর তালেবানের ক্ষমতায় ফিরতে এবং আফগানিস্তানকে সেই 'অপারেশন এন্ডিউরিং ফ্রিডম-এর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে সময় লাগেনি

পানামা (১৯৮৯)

১৯৮০-র দশকে পানামা শাসন করেছেন স্বৈরশাসক মানুয়েল নোরিয়েগা বছরের পর বছর সিআইএ-র মদতে দেশ শাসন করা নোরিয়েগাই এক পর্যায়ে যেন মার্কিন সরকারের কাছে বোঝা হয়ে গেলেন কারণ, তার শাসনামলে মাদক পাচারকারীদের কেন্দ্রস্থল হয়ে যায় পানামা এর ফলে পানামা খালে বেকায়দায় পড়ার শঙ্কা জাগে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মনে

১৯৮৯ সালের মে মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হন বিরোধী রাজনীতিবিদ গুইলেরমো এন্ডারা কিন্তু নোরিয়েগা নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান ফলে দেশের পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার রাষ্ট্রপতি জর্জ এইচ. ডাব্লিউ. বুশ নোরিয়েগাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য পানামায় সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেন

২০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন এন্ডারা দুই সপ্তাহ পরে আত্মসমর্পণ করেন নোরিয়েগা তারপর আর মুক্তজীবনে ফিরতে পারেননি যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং পানামার বিভিন্ন কারাগারে দীর্ঘদিন সাজা ভোগ করতে হয় তাকে ২০১৭ সালে মারা যান নোরিয়েগা

গ্রেনাডা (১৯৮৩)

১৯৭৯ সালের পর থেকে ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশ গ্রেনাডা ক্রমশ সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকছিল কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মরিস বিশপ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র-বান্ধব নীতি অবলম্বন শুরু করেন পরিণামে সামরিক বাহিনীর হাতে প্রাণ দিতে হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রও বসে থাকেনি তখনকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান বেশ কয়েকটি ক্যারিবীয় রাষ্ট্রের সমর্থন নিয়ে অচিরেই গ্রেনাডায় শুরু করেন সামরিক অভিযান সেই অভিযানের বিরোধিতা করেছিল ব্রিটেন কমনওয়েলথের সদস্য গ্রেনাডার পাশে এভাবে থাকতে চাইলেও অভিযান অবশ্য রুখতে পারেনি ব্রিটেন

ডোমিনিকান রিপাবলিক (১৯৬৫)

কয়েকটি অভ্যুত্থানের পর ডোমিনিকান রিপাবলিক তখন এক গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে ভোটের মাধ্যমে অর্গ্যানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেট-এর সমর্থন নিয়ে তখনই ডোমিনিকান রিপাবলিকে সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেন যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি. জনসন অভিযানের প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সুরক্ষার কথা বলা হলেও আসলে তা ছিল 'দ্বিতীয় কিউবা হতে না দেয়ার প্রয়াস ৪৪ হাজার ৪০০ জন সৈন্য নিয়ে হামলা চালিয়ে ডোমিনিকান রিপাবলিকের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হওয়া ঠেকিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র

অতীতে বাংলাদেশের সংসদে যেসব

৫ পৃষ্ঠার পর

এসব বিষয়ে ভালোভাবে অবগত হতে পারেন। বিশেষ করে সংবিধান, রুলস অব প্রসিডিউর এবং কাস্টমস কনভেনশন অব দ্য হাউস নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি যেসব দেশে শক্তিশালী গণতন্ত্রের চর্চা রয়েছে, সেসব দেশের সংসদীয় কার্যক্রম নিয়েও কথা হয়েছে।

নতুন সংসদ সদস্যদের নিয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, 'যাঁরা নতুন সংসদ সদস্য, তাঁরা নতুন করে যাত্রা শুরু করবেন, শিখবেন ভালো। তাঁদের ভেতরে কোনো খারাপ সংস্কৃতি না থাকলে ভালো শিক্ষাটা পাবেন। একটা বাচ্চা যেমন জন্মগ্রহণের পর সতেজ সংস্কৃতি শিখে, ঠিক সেইভাবে নবীন সংসদ সদস্যদেরও প্রস্তুত করার চেষ্টা করছি।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, নতুন সংসদ সদস্যদের জনপ্রত্যাশা পূরণে কাজ করার লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথমবার নির্বাচিত বিএনপির সংসদ সদস্যদের জন্য সংসদীয় কার্যক্রম, বিধিবিধান ও সংসদীয় আচরণ বিষয়ে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। দুই দিনব্যাপী কর্মশালার আজ শেষ দিনের কার্যক্রম চলছে।

বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১২ মার্চ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনকে সামনে রেখে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও মন্ত্রীদের জন্য এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

HALAL

Shanai
RESTAURANT & PARTY HALL

Ramadan kareem

IFTER CATERING

Appetizer

- Chicken lollipop
- Dates
- Cucumber
- Egg chop
- Chili pakora
- Peyaju
- Shami kebab
- Malta
- Angur (Grapes)
- Jalebi
- Chicken samosa \Spring Rolls
- Chola boot

Dinner Combo

- Fried Rice+Chili Chiken

OR

- Polao + Rost

OR

- Khichuri+Chiken/Beef Curry

OR

- Any Biryani

$13.99 Only

37-43 74TH STREET, JACKSOII HEIGHTS, IIY 11372

718-255-1235 | 646-371-3614
570-592-2567

To Go
Ifter Box
$9.99

In House
Ifter
$13.99 PP

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত

১০ পৃষ্ঠার পর

শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন বাণিজ্যমন্ত্রী।

মন্ত্রী জানান, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় সাড়ে ৮ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি প্রায় পৌনে তিন বিলিয়ন ডলার। একক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদার। ফলে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক, ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ এবং ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দেশে সমালোচনার বিষয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ''যেকোনো চুক্তিতে দুই পক্ষের স্বার্থ থাকে। কিছু ধারা এক পক্ষের অনুকূলে থাকে, আবার কিছু ধারা অন্য পক্ষের জন্য সুবিধাজনক হয়। আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষের জন্য 'উইন-উইন' পরিস্থিতি নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য।''

মন্ত্রী বলেন, 'চুক্তিটিকে এখনই সম্পূর্ণ ইতিবাচক বা সম্পূর্ণ নেতিবাচক হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এটি একটি রাষ্ট্রীয় চুক্তি এবং বাস্তবতা। তবে কোনো চুক্তিই চূড়ান্ত নয়প্রয়োজনে ভবিষ্যতে আলোচনার মাধ্যমে পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে।'

মার্কিন আদালতে জরুরি ক্ষমতার আওতায় আরোপিত শুল্ক সংক্রান্ত রায়ের বিষয়ে তিনি বলেন, পরিস্থিতি এখনও বিকাশমান। সরকার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে।

ভিসা বন্ড ইস্যুতে ব্যবসায়ীদের উদ্বেগ প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেখছে। তবে সরকার চায় দুই দেশের ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরা যেন সহজে যাতায়াত ও বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন এবং এ ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়।

বাণিজ্যমন্ত্রী আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্র নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। নন-ট্যারিফ বাধা দূর করা গেলে এবং প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হলে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ ও উন্নয়ন অর্থায়নের সুযোগ বাড়তে পারে।

বাংলাদেশে ডলারের বাজারে

১০ পৃষ্ঠার পর

আর কার্ব মার্কেটে সর্বোচ্চ ১২৪ টাকায় সীমাবদ্ধ ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও ব্যাংক নির্বাহীরা বলছেন, এ মুহূর্তে দেশে ডলারের দরবৃদ্ধির কোনো কারণই থাকার কথা নয়। কারণ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় চার বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসীরা নিজেদের সঞ্চয়ও দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তবে কেউ কেউ যুদ্ধাতঙ্কের সুযোগ নিতে পারেন। এক্ষেত্রে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংককে সতর্ক থাকতে হবে। একই সঙ্গে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় ত্বরিত পদক্ষেপ নেয়া জরুরি।

বিরাজমান পরিস্থিতি তীক্ষ্ণ নজরদারির মধ্যে রয়েছে বলে জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'দেশে ডলারের পর্যাপ্ত মজুদ ও সরবরাহ রয়েছে। প্রবাসীরা অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও এখন শক্তিশালী অবস্থানে। তবে কেউ কেউ যুদ্ধাবস্থাকে ক্যাপিটালাইজের চেষ্টা করছেন। এ কারণে বৃহস্পতিবার ডলারের দাম বেড়ে গেছে।'

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর হাতে চাহিদার চেয়েও বেশি ডলার রয়েছে উল্লেখ করে আরিফ হোসেন খান বলেন, 'পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বৃহস্পতিবারও আমরা বাজার থেকে ডলার কিনে নেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাংকগুলো বেশি দর চাওয়ায় শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে এসেছি। কেননা বাড়তি দরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলার কিনলে বাজার আরো বেশি উসকে ওঠার সুযোগ পেত। কিন্তু আমরা সে সুযোগ দিতে রাজি নই।'

কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এ মুখপাত্র আরো বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসীদের অনেকে তাদের সঞ্চয়ও দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন বলে আমরা জেনেছি। সাময়িক সময়ের জন্য এটি ভালো সংবাদ মনে হলেও দীর্ঘমেয়াদে এর ফল সুখকর নাও হতে পারে।' ইরানে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে যৌথ হামলা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি বাহিনী। এ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ দেশটির বহু উচ্চপদস্থ মন্ত্রী ও সামরিক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। জবাবে উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোয় থাকা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি ও অন্যান্য স্থাপনায় পাল্টা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইরান। এ হামলার ব্যাপ্তি সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, সৌদি আরব, বাহরাইন, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন ছাড়িয়ে তুরস্ক ও সাইপ্রাস পর্যন্ত ছড়িয়েছে। ইরানি মিসাইল ও ড্রোনের আঘাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত ও সৌদি আরব। মধ্যপ্রাচ্যের এ চার দেশ বাংলাদেশের প্রধান শ্রমবাজার ও রেমিট্যান্স আহরণের বৃহত্তম উৎস হিসেবে পরিচিত। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, ইরানের অব্যাহত হামলার কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েতের অনেক এক্সচেঞ্জ হাউজ বন্ধ রয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশীরাও দেশে টাকা পাঠানোর জন্য এক্সচেঞ্জ হাউজে যেতে ভয় পাচ্ছেন। সৌদি আরব, কুয়েত ও বাহরাইনে পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হলেও সেখানে আতঙ্কজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। তবে যেসব প্রবাসীর ব্যাংক হিসাবে সঞ্চয়কৃত অর্থ রয়েছে, সেগুলো তারা দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এ কারণে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি মার্চের প্রথম তিনদিনে প্রবাসীরা ৫৭ কোটি ৫০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। অথচ গত বছরের মার্চের প্রথম তিনদিনে রেমিট্যান্স এসেছিল মাত্র ২৮ কোটি ৬০ লাখ ডলার। সে হিসাবে এ তিনদিনে রেমিট্যান্সে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০১ শতাংশেরও বেশি। গত বছরের মার্চের শুরুতে রমজান মাস শুরু হয়েছিল। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের শুরু থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত (জুলাই-৩ মার্চ) প্রবাসীরা ২ হাজার ৩০৩ কোটি বা ২৩ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। আগের অর্থবছরের একই সময়ে যেখানে এসেছিল ১৮ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার। সে হিসাবে চলতি অর্থবছরের এখন পর্যন্ত রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২২ দশমিক ৬৬ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরেও রেমিট্যান্সে প্রায় ২৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল।

যুদ্ধপরিস্থিতির সুযোগ নিতে অনেকে ডলার ধরে রাখছে বলে মনে করেন শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসলেহ্ উদ্দীন আহমেদ। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'প্রবাসীদের রেমিট্যান্সের বড় একটি অংশ এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোর মাধ্যমে আসে। এক্ষেত্রে এগ্রিগেটর কোম্পানিগুলোর ভূমিকাও অনেক বড়। যুদ্ধের কারণে অনেক এক্সচেঞ্জ হাউজ ও এগ্রিগেটর ডলার ধরে রাখার চেষ্টা করছে। তারা মনে করছে, বাংলাদেশে ডলারের দাম বাড়বে। এতে বাড়তি মুনাফা করা যাবে। বৃহস্পতিবার দিনের শেষের দিকে আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে ডলার পাওয়া যাচ্ছিল না। রেমিট্যান্সের ডলারের দরও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতি অনুরোধ করব, আপনারা দরবৃদ্ধির কোনো সুযোগ দেবেন না। তাহলে ডলার কিনে ধরে রাখা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিরা দ্রুত বাজারে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।' বাংলাদেশে ডলারের বাজারে অস্থিরতা শুরু হয় ২০২২ সালের শুরুর দিকে। ওই বছরের জানুয়ারিতে প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮৫ টাকা। এর পর থেকেই অস্থিরতা চরমে ওঠে। মাত্র এক বছর পর ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি প্রতি ডলারের বিনিময় হার ১০৩ টাকায় ঠেকে। ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি ডলারের দর ১১০ টাকায় উঠে যায়। ওই বছরের জুনে এসে বিনিময় হার নির্ধারণে ক্রলিং পেগ নীতি গ্রহণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। তখন এক ধাক্কায় প্রতি ডলারের বিনিময় হার ১১৮ টাকায় গিয়ে ঠেকে। গত বছরের ১ জানুয়ারি বিনিময় হার আরো বেড়ে ১২০ টাকায় স্থির হয়। আর বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করার দিন তথা গত বছরের ১৪ মে ব্যাংক খাতে প্রতি ডলারের দর ছিল ১২২ টাকা। এর পর থেকে দর স্থিতিশীলই ছিল।

বাজার স্থিতিশীল রাখার কথা বলে ২০২২ সালে বাজারে ডলার বিক্রি শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০২১-২২ অর্থবছরে রিজার্ভ থেকে বিক্রি করা হয় ৭৬২ কোটি বা ৭ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বিক্রি আরো বাড়িয়ে ১৩ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রিজার্ভ থেকে বিক্রি করা হয় আরো ১২ দশমিক ৭৯ বিলিয়ন ডলার। টানা তিন অর্থবছর ধরে ডলার বিক্রির কারণে রিজার্ভে বড় ধরনের পতন হয়। ২০২১ সালের আগস্টে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার গ্রস রিজার্ভ ছিল ৪৮ বিলিয়ন ডলার। তা কমে ২৪ বিলিয়ন ডলারের ঘরে নেমে গেছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী (বিপিএম৬) রিজার্ভ নেমে যায় ১৮ বিলিয়ন ডলারের ঘরে। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় উল্লম্ফনের পাশাপাশি রিজার্ভও বাড়তে থাকে। উদ্বৃত্ত থাকায় চলতি অর্থবছরে বাজার থেকে ডলার কেনা শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন পর্যন্ত বাজার থেকে ৫ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ডলার কেনা হয়েছে।

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504

OPEN 6 Days (M-S)

Manhattan Meeting Location Available
(By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

CHEF'S MAHAL
BY Mannan

Iftar Special
Ramadan Mubarak

Iftar buffet

Iftar Box

Jilapi

BEST IFTAR IN TOWN

3719 73rd st, 2ND FLOOR, Jackson Heights, NY 11372

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

তারেক হাসান খান, সিইও

37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল

Register today to ensure your place in the class!

Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!

কেন এই কোর্স করবেন?

- কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
- নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
- উচ্চ আয়ের সুযোগ
- কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না

Mohammed Hasem MBA
President and CEO

আমাদের ঠিকানা:

37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372

আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:

718-205-6040
www.karnafulllytax.com

Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know

Join Us To Grow & Succeed

Designed By BrandClamp

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইন্‌ক
Ruposhi Chandpur Foundation Inc.

ইফতার ও দোয়া মাহফিল

তারিখ:
৯ই মার্চ ২০২৬
রোজ: সোমবার, বিকেল: ৫ টায়

স্থান:
কুইন্স প্যালেস
37-11 57th St, Woodside, NY 11377
Between 37Ave - 39 Ave

সম্মানিত সুধী,
আসসালামু আলাইকুম।
আগামী ৯ই মার্চ ২০২৬ রোজ সোমবার, বিকেল ৫ টায় পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে প্রবাসের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সংগঠন রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইন্‌ক এর উদ্যোগে এক ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি/আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি।

ইফতার পার্টি আয়োজক কমিটি

মোঃ নুরুল আমিন
আহ্বায়ক (347-935-5074)

এবি সিদ্দিক পাটোয়ারী
প্রধান সমন্বয়কারী (929-832-7735)

ফয়সাল পাটেয়ারী
সদস্য সচিব (917-528-3625)

সার্বিক সহযোগিতায়: মোঃ আব্দুর রহীম ভূইয়া, মামুন মজুমদার, ফয়েজ আহমেদ, ওসমান ওমর ফারুক ও মাহমুদুল হাসান

কার্যকরি কমিটি: সাইফুল ইসলাম, এবি সিদ্দিক পাটোয়ারী, লুৎফুর রহমান চুন্নু, নুরুল আলম মজুমদার, মোহাম্মদ নুরুল আমিন, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, সাকিল মিয়া, এড. নুবায়রা ইবনাত, সাইফুল ইসলাম লিটন, মোহাম্মদ আজাদ, মোঃ আব্দুর রহীম ভূইয়া, মোঃ আবু তাহের, ফয়সাল আহমেদ (রিপন), নুরুল ইসলাম মিলন, গোলাম আজম রকি, মামুন মজুমদার, মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারী, ফজলুল হক, ফয়সাল পাটেয়ারী, আনিসুজ্জামান রাসেল, ফয়েজ আহমেদ, মোঃ ইকবাল হোসেন মানিক, শাহাদাত হোসেন, হুমায়ূন কবীর ঢালী, ফারহানা আক্তার শিমু, শেখ সায়েম উল্লাহ, মাওলানা আঃ রহমান, ওসমান ওমর ফারুক, মোঃ নিয়াজ মোরশেদ, আবু বকর, মোঃ মোস্তাক আহমেদ, এস এম মাহবুবুর রহমান টিটু, আলমগীর হোসেন, গিয়াস উদ্দিন মাতাব্বর, মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ফরহাদ, আহ্‌নাফ আলম, মোঃ বোরহান উদ্দিন, মোঃ আবু ইউসুফ, মাহমুদুল হাসান, ইমাম সোহেল, মোঃ আবু তাহের গাজী, মোঃ ইকবাল হোসেন, আবু বি সিদ্দিক (মশিউর), মোমিন হোসেন মিন্টু, মোঃ সামসুল আলম, পীরজাদা মেহদী হাসান, মোঃ মাহাবুবুর রহমান রিয়াদ, মোঃ তানভীর হোসেন রনি, মানিক রাজা ও শাহাদাত হোসেন।

পৃষ্ঠপোষকতায়

হারুন ভূইয়া, মোস্তফা হোসেন মুকুল, বাবুল চৌধুরী, ফারুক হোসেন মজুমদার, মামুন মিয়াজী, খোরশেদ আলম খোকন, প্রফেঃ শাহাদত হাসান, মনির হোসেন, মাজাহারুল ইসালম চৌধুরী মুসা, জামান তপন, রফিকুর রহমান মিয়া, হাবিব খন্দকার, ডা. জাহাঙ্গীর আলম, নূর মোহাম্মদ ও হুমায়ূন কবির।

অনুরোধক্রমে

রাজু সাহা (বিপ্লব)
সভাপতি
347-738-7196

সোহেল গাজী
সাধারণ সম্পাদক
646-461-0919

সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের

৯ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে জাতীয় সংসদে প্রবেশ করছে। এই অভ্যুত্থান, অন্তর্বর্তী সরকার, সংস্কার প্রক্রিয়া, বিচারিক পদক্ষেপ এবং নির্বাচনড়সবই জুলাইয়ের উত্তরাধিকার, যা গত এক বছরে দেশের রাজনৈতিক পথচলাকে প্রভাবিত করে চলেছে।

তিনি বলেন, এনসিপি ধারাবাহিকভাবে গণতন্ত্র ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পক্ষে সোচ্চার থেকেছে। জুলাইয়ের নৃশংসতা এবং জোরপূর্বক গুমের ঘটনাগুলোর বিচার দাবিতে দলটি আপসহীন অবস্থান নিয়েছে। একই সঙ্গে সার্বভৌম পররাষ্ট্রনীতি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে।

কূটনীতিকদের নাহিদ ইসলাম জানান, প্রথম জাতীয় নির্বাচনে এনসিপি একটি জোটের অংশ হিসেবে নির্ধারিত আসনগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এবং একই সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র নির্বাচনী ইশতেহারও উপস্থাপন করেছে। এতে দলটি ছয়টি আসনে বিজয়ী হয়েছে এবং জাতীয় ভোটের প্রায় ৩ শতাংশ পেয়েছে। তাঁর ভাষ্য, একটি যুব আন্দোলন থেকে উদীয়মান রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে।

তিনি বলেন, এই অর্জন সত্ত্বেও নির্বাচনের ফলাফল এখনো প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাকাঠামোর শক্ত অবস্থানকেই প্রতিফলিত করে। ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য হলেও কয়েকটি আসনে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

এ সময় নাহিদ ইসলাম বলেন, গণভোটে জনগণের যে মতামত প্রকাশ পেয়েছিল, তার ভিত্তিতে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া সরকারের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু এখনো সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হয়নি।

নাহিদ ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, রাষ্ট্রের বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে সুকৌশলে দলীয়করণ করা হচ্ছেড় যা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অশনিসংকেত। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে জনকল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য তিনি আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ইফতার মাহফিলে ব্রিটিশ হাই কমিশনার সারাহ কুক, কানাডীয় হাই কমিশনার অজিত সিং, সিঙ্গাপুরের হাই কমিশনার মিশেল লি, তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রেমিস সেন, অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার সুসান রাইল, ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি জেমস স্টেওয়ার্ট, ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ রামাদান, পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার ও তার ডেপুটি মোহাম্মদ ওয়াসিম, ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হাকন এরাল্ড গুলব্র্যান্ডসেন, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস উইকস, সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেংলি, ইউরোপীয় ইউনিয়নের চার্জ দ্য এফেয়ার্স বাইবা জ্যারিনা, ইউএনডিপির ডেপুটি রিপ্রেজেনটেটিভ সোনালি দয়ারত্নে, স্পেনের রাষ্ট্রদূত গ্যাব্রিয়েল সিস্তিয়াগা, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূত ধর্মপালা বীরাক্কোড়ি এবং ঢাকায় জাপান দূতাবাসের ডেপুটি চিফ তাকাহাসি নাউকি, নেপাল দূতাবাসের ডেপুটি চিফ ললিতা, ঢাকায় জাতিসংঘের প্রতিনিধির কার্যালয়ের প্রতিনিধি এনিউ হেগোস, চীন, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, জার্মানি, ভারত, মালদ্বীপ, ব্রুনেইসহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা অংশগ্রহণ করেন।

সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন দৃকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আলোকচিত্রী শহিদুল আলম, সুজনের (সুশাসনের জন্য নাগরিক) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন, আইনজীবী আবু হেনা রাজ্জাকী, প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ প্রমুখ।

এনসিপি নেতাদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেনড় সদস্য সচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সমন্বয়ক নাসিরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ, যুগ্ম আহ্বায়ক ড. আতিক মুজাহিদ এমপি, যুগ্ম সদস্য সচিব ও আন্তর্জাতিক সেলের উপ-প্রধান আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন, নুসরাত তাবাসসুম, জাভেদ রাসিন, সারোয়ার তুষার প্রমুখ।

ই-হেলথ কার্ড চালুর নির্দেশ

৯ পৃষ্ঠার পর

নবজাতক জন্মের যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়, বৈঠকে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে মন্ত্রণালয়কে তৎপর হতে বলা হয়েছে।

এক লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের বিষয়ে বিএনপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এই এক লাখ স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যে নারী ৮০ শতাংশ ও পুরুষ ২০ শতাংশ। এ বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। এ ছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের শূন্য পদে চিকিৎসক নিয়োগের বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়েছে বলে জানান অতিরিক্ত প্রেস সচিব। দুর্গম এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকেরা যাতে যান, সে জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

সারা দেশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি জোরদারের নির্দেশ

এ দিন সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ-সংক্রান্ত সেলের সভা হয়েছে। সভায় সেলের কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী সারা দেশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি জোরদার করতে বলেছেন। সারা দেশে পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সরকারি নার্সারি ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি নার্সারি থেকে চারা সংগ্রহ করা হবে। সারা দেশে খাসজমি, চরাঞ্চল, নদীর দুই পাড়ে, সড়ক-মহাসড়কের দুই ধারে, বনাঞ্চলে যেখানে বৃক্ষ নেই সেসব স্থানে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের আঙিনায়ড়প্রভৃতি স্থানে এসব বৃক্ষরোপণ করা হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী একটি করে বৃক্ষরোপণ করবে এবং সেই বৃক্ষ তারা পরিচর্চা করবে।

বৈঠকে বন ও পরিবেশমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু, প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এ বি এম আবদুস সাত্তারসহ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন আনসার ও ভিডিপির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ। প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব জানান, প্রধানমন্ত্রী দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও জনগণের স্বার্থে জনসেবামূলক কাজ অব্যাহত রাখতে মহাপরিচালককে নির্দেশনা দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের সময়

৯ পৃষ্ঠার পর

বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকতে হবে, সে বিষয়ে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার ঠিক করে দিয়ে ২০২৪ সালের ২৮ আগস্ট অফিস আদেশ জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। তখন উপদেষ্টা পরিষদের জ্যেষ্ঠতম একজন উপদেষ্টা, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সংযুক্ত উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার, ডিপ্লোমেটিক কোরের প্রধান, স্বাগতিক দেশ বা দেশের মিশনপ্রধান, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধান ছাড়াও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন এবং পররাষ্ট্রসচিবকে বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকতে হতো। এর বাইরে পুলিশ মহাপরিদর্শক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রাচারপ্রধানকে (চিফ অব প্রটোকল) প্রধান উপদেষ্টার বিদেশযাত্রা এবং দেশে ফেরার সময় প্রটোকল হিসেবে বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকতে হতো। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশযাত্রা ও বিদেশ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার নিয়ে ২০১৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর অফিস আদেশ জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। সে সময় মন্ত্রিসভার জ্যেষ্ঠতম একজন মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী, সংসদ উপনেতা, চিফ হুইপ, জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সাধারণ সম্পাদক, ডিপ্লোমেটিক কোরের প্রধান, স্বাগতিক দেশ বা দেশের মিশনপ্রধান, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মুখ্য সচিবসহ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধানদের বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকতে হতো।

এর বাইরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন এবং পররাষ্ট্রসচিবকে বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকতে হতো।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

প্রতিবেশী দেশে আর হামলা নয়,

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যারা এই পরিস্থিতিকে ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চায়, তারা যেন 'সাম্রাজ্যবাদের পুতুল' না হয়। ইসরায়েল বা যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করা কোনো সম্মানের পথ নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের এই শান্তিবার্তার রেশ কাটতে না কাটতেই কাতারের রাজধানী দোহার আকাশে একটি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় এবং নিরাপত্তা অ্যালার্ম বেজে ওঠে। ধারণা করা হচ্ছে, এটি একটি ইন্টারসেপশন বা ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধের শব্দ ছিল।

এদিকে ইরানি সেনাবাহিনী এবং সরকারের সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনো সমন্বয়হীনতা বা যোগাযোগের ঘাটতি ছিল কি না, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কারণ, প্রেসিডেন্টের হামলা না করার ঘোষণার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটনাটি ঘটে।

এর আগে কাতারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাধারণ মানুষের মোবাইল ফোনে এক জরুরি বার্তায় জানায়, পারস্য উপসাগরীয় দেশটিতে নিরাপত্তাঝুঁকি 'উচ্চতর' পর্যায়ে রয়েছে। তবে এর কিছু সময় পরই আরেকটি বার্তায় জানানো হয়, 'নিরাপত্তা হুমকি দূর করা হয়েছে এবং পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক।'

বিশ্লেষকদের মতে, ইরানের এই ক্ষমা প্রার্থনা এবং পরবর্তী বিস্ফোরণ মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতিকে আরও জটিল ও রহস্যময় করে তুলেছে।

হঠাৎ কেন প্রতিবেশী দেশে হামলা

৫ পৃষ্ঠার পর

সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত ওই ভিডিওতে পেজেশকিয়ান প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ইঙ্গিত দিলেও মাঠপর্যায়ের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। যখন তিনি এই শান্তির বার্তা দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই কাতার তাদের আকাশসীমায় (হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও আল-উদেইদ বিমান ঘাঁটি লক্ষ্য করে) আসা অন্তত ১০টি ড্রোন ও দুটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা প্রতিহত করার দাবি করে।

ইরানি রাজনীতি বিশ্লেষক রসুল সরদারের মতে, ইরানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা মূলত দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় কাজ এবং 'অকৌশলগত' বিষয়গুলো পরিচালনা করেন। সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট পদমর্যাদায় দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেও জাতীয় নিরাপত্তা এবং পররাষ্ট্রনীতির মতো 'কৌশলগত' বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই বললে চলে।

ইরানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মৃত্যুর পর। বর্তমানে দেশটির সংবিধানে উল্লেখিত 'অন্তর্বর্তীকালীন নেতৃত্ব কাউন্সিল' রাষ্ট্র পরিচালনা করছে, যার সদস্য হিসেবে প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান থাকলেও ক্ষমতার প্রকৃত চাবিকাঠি এখন সামরিক বাহিনীর হাতে।

বিশেষ করে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের অপারেশন পরিচালনা করছে। বিশ্লেষকদের মতে, এখন দেশ যখন একটি 'অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই'-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন আইআরজিসির কমান্ডই চূড়ান্ত। তারা প্রতিবেশী দেশগুলোতে হামলা করবে কি করবে না, তা সম্পূর্ণভাবে তাদের সদর দপ্তর থেকে নির্ধারিত হচ্ছে।

নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরা বিশেষভাবে আইআরজিসির নতুন প্রধান আহমদ ওয়াহিদির কথা উল্লেখ করেছেন। ১ মার্চ তাঁকে এই বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ওয়াহিদি আইআরজিসির ইতিহাসে অন্যতম 'কট্টরপন্থী বা র□্যাডিক্যাল কমান্ডার' হিসেবে পরিচিত এবং তিনি কুদস ফোর্সেরও প্রতিষ্ঠাতা কমান্ডার ছিলেন।

ওয়াহিদির মতো একজন কট্টরপন্থী এবং ছায়াযুদ্ধের কারিগর যখন সরাসরি কমান্ডে থাকেন, তখন পেজেশকিয়ানের মতো নরমপন্থী রাজনীতিবিদদের পক্ষে দেশের নিরাপত্তা বা সামরিক নীতিতে সামান্যতম প্রভাব বিস্তার করাও কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ার কথা।

ইরানের এই 'ফায়ার অ্যাট উইল' বা স্বাধীনভাবে হামলা চালানোর ক্ষমতার কারণে কাতার ছাড়াও বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরবেও ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার খবর পাওয়া গেছে। যদিও পেজেশকিয়ান প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চেয়েছেন এবং বলেছেন যে সশস্ত্র বাহিনীকে আর হামলা না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে হামলাগুলো প্রমাণ করছে, সেই নির্দেশনার তোয়াক্কা সেনাপ্রধানেরা সম্ভবত করছেন না।

ইরানের প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক বক্তব্য একটি আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক স্টান্ট বা শান্তিকামী ভাবমূর্তি ধরে রাখার চেষ্টা হিসেবেও দেখা যেতে পারে। তবে তেহরানের পরবর্তী সামরিক পদক্ষেপগুলো নির্ধারিত হবে মূলত আইআরজিসির সদর দপ্তর থেকে, প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে নয়। আঞ্চলিক উত্তেজনার এই চূড়ান্ত মুহূর্তে পেজেশকিয়ানের আশ্বাসের চেয়ে আইআরজিসির ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথই আসল বাস্তবতা নির্ধারণ করবে।

তথ্যসূত্র: আল জাজিরা

নিউ ইয়র্কের বিচারকরা নিম্ন-

৫০ পৃষ্ঠার পর

মার্চ বৃহস্পতিবার তাদের সিদ্ধান্তে লিখেছেন। ধারা ৮ প্রোগ্রামে ভাড়াটেদের সুরক্ষা, জালিয়াতি প্রতিরোধ এবং আয়ের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য আবাসন মান পরিদর্শন এবং অন্যান্য নথিপত্র প্রয়োজন।

এটর্ণী জেনারেল লেটিশিয়া জেমসের মুখপাত্র হালিমাহ এলমারিয়াহ বলেছেন যে অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস এখনও রায় এবং সম্ভাব্য আপিল পর্যালোচনা করছে।

নিউ ইয়র্ক সিটি হলের মুখপাত্র ম্যাট রাউশেনবাখ বলেছেন যে মামদানি প্রশাসনের কর্মকর্তারা রায় সম্পর্কে অবগত এবং "নিউ ইয়র্ক সিটির জন্য সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন করছেন।"

এই সিদ্ধান্তটি ২০২২ সালে এটর্ণী জেনারেল লেটিশিয়া জেমস কর্তৃক ইথাকার একজন বিশিষ্ট বাড়িওয়ালা এবং তার বিভিন্ন সহায়ক কোম্পানির বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি মামলা থেকে এসেছে, যেখানে জেমস অভিযোগ করেছিলেন যে দুই ভাড়াটে ভাড়া দেওয়ার জন্য ধারা ৮ ভাউচার ব্যবহার করার কারণে তাদের অ্যাপার্টমেন্ট প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

বাড়িওয়ালা, জেসন ফেন, যিনি রিয়েল এস্টেট ফার্ম ইথাকা রেন্টিং কোম্পানি পরিচালনা করেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে তিনি ধারা ৮ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কারণ এর নিয়মগুলি তাকে "আমার ভবনগুলির পাশাপাশি আমার কোম্পানির বই, রেকর্ড এবং কম্পিউটার পরিদর্শনে সম্মতি দিতে বাধ্য করবে।"

একজন রাজ্য বিচারক ফেনের পক্ষে ছিলেন, যার ফলে ২০২৩ সালে অ্যাটর্নি জেনারেল উচ্চ আদালতে আপিল করতে বাধ্য হন।

ফেনের আইনজীবী কার্টিস জনসন বলেছিলেন যে ফেন এবং তার কোম্পানি "ফলাফল নিয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট।"

"এই বিষয়টি পর্যালোচনা করা প্রতিটি বিচারক একমত হয়েছেন যে আমার মক্কেলকে এমন একটি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না যেখানে তাদের চতুর্থ সংশোধনী অধিকার ত্যাগ করতে হবে," জনসন বলেছেন। আবাসন ভাউচার সহ ভাড়াটেদের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবীরা দ্রুত রায় এবং এর ভিত্তিপ্রস্তর যুক্তির নিন্দা করেছেন।

লিগ্যাল এইড সোসাইটির আইনজীবী ইভান হেনলি, যিনি অ্যাটর্নি জেনারেলের সমর্থনে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাখিল করেছিলেন, তিনি বলেছেন যে সিদ্ধান্তটি "মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ" কারণ এটি কোনও নির্দিষ্ট উদাহরণের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়নি যেখানে কোনও বাড়িওয়ালাকে পরিদর্শন বা ধারা ৮ প্রোগ্রামের অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

তিনি বলেছিলেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে অ্যাটর্নি জেনারেল রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতে আপিল দায়ের করবেন।

এই রায়ে হাজার হাজার নিউ ইয়র্কবাসী যারা হাউজিং ভাউচারের উপর নির্ভর করেন তাদের আবাসন বাজারে বৈষম্যের ঝুঁকি বেশি, হেনলি বলেন। "আয়ের উৎস সুরক্ষা সঠিকভাবে কার্যকর করা হয়েছিল কারণ ভাউচারধারীরা দীর্ঘদিন ধরে আইনত, নির্ভরযোগ্য ভাড়া সহায়তা থাকা সত্ত্বেও আবাসন সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন।"

এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে ভাড়াটে এবং ফেডারেল হাউজিং ভাউচারধারীদের উপর প্রভাব ফেলবে, তবে এটি আরও সুদূরপ্রসারী হতে পারে যদি বাড়িওয়ালারা এটিকে অন্যান্য ধরণের সহায়তা থেকে বঞ্চিত করার জন্য বা স্থানীয় বৈষম্য আইনকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ব্যবহার করে, যেমন ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত নিউ ইয়র্ক সিটি।

নিউ ইয়র্ক সিটির ৬০,০০০-এরও বেশি পরিবার ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ব্যয়ে তাদের ভাড়া মেটাতে সিটিএফএইচইপিএস নামে পরিচিত একটি পৃথক ভাউচার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে। শহরটি ভাড়াটেদের এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি প্রোগ্রাম সহ অন্যান্য ভর্তুকি দিয়ে ভাড়া পরিশোধ করতেও সহায়তা করে।

নিউ ইয়র্ক সিটি পাঁচটি বরোর বাইরে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়ার জন্য প্রাপকদের অনুমতি দেওয়ার জন্য সিটিএফএইচইপিএস নামে পরিচিত ভাউচার প্রোগ্রামটি সম্প্রসারিত করেছে। এই পদক্ষেপের ফলে শহর ও কাউন্টিগুলি বাড়িওয়ালাদের সিটিএফএইচইপিএস-এর ভাড়াটেদের কাছে ভাড়া দেওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য নিয়ম প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছে। নিউ ইয়র্ক স্টেট বা সিটি কেউই এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানায়নি।

ঘড়ির কাটা এক ঘন্টা এগুবে ৭ মার্চ

৫০ পৃষ্ঠার পর

প্রায় সবধরনের স্মার্ট ফোন, কম্পিউটারে সময় বদলে যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। নতুন এই সময়সূচি চালুর ফলে দিন হবে দীর্ঘায়িত। সন্ধ্যা হবে দেরিতে। নতুন এই সময়সূচি অনুযায়ী নিউইয়র্কে যখন রাত ২টা বাজবে বাংলাদেশে হবে তখন দুপুর ১২টা।

এই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে আগামী ১ নভেম্বর রোববার ভোর রাত ২টা পর্যন্ত। সে ক্ষেত্রে ১ নভেম্বর দিবাগত রাত দুইটায় ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে রাত ১টা করতে হবে। তবে অ্যারিজোনা, হাওয়াই, আমেরিকান সামুয়া গুয়াম, পুয়ের্তোরিকো ও ভার্জিন আইল্যান্ডের ঘড়ির কাঁটা একই স্থানে থাকে। অর্থাৎ এই স্টেটগুলোতে ডে লাইট সেভিংয়ের কোনো প্রভাব পড়ে না।

উল্লেখ্য, প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ এলাকায় দু'দফা ঘড়ির কাটা এক ঘণ্টা এগোনো-পিছানো হয়। দিনের আলোকে কাজে লাগানোর জন্য এই উদ্যোগকে বলা হয় ডে লাইট সেইভিং টাইম। একে স্প্রিং ফরোয়ার্ড, সামার টাইমও অভিহিত করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১০৬ বছর আগে ১৯১৮ সালে এই নীতি চালু করা হয়। গ্রীষ্মকালে দিন বড় হয়। এজন্যে ঘড়ির কাটা এক ঘন্টা এগিয়ে নিলে আমেরিকানদের কর্মপরিধি কিছুটা বাড়ে বলে সংশ্লিষ্টদের ধারণা।

'ডে লাইট সেভিং' নামে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নেয়া বা গ্রীষ্মকালের পর এক ঘণ্টা পিছিয়ে নেয়া আমেরিকার শতাব্দী-প্রাচীন ঐতিহ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকা এবং ইউরোপের একাংশজুড়ে দিনের আলো সাশ্রয়ের জন্য 'ডে লাইট সেভিং' চালু হয়। ১৯১৮ সালে ইউএস কংগ্রেসে এ নিয়ে বিল উপস্থাপন করে দিনের আলো সাশ্রয়ের এ নিয়ম করা হয়।

জরীপ: ৬১% আমেরিকার ভোটার

৫০ পৃষ্ঠার পর

সম্পর্কে বিভক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদ ভালোভাবে কাজ করছে কিনা তা নিয়ে ভোটাররা বিভক্ত: ৫১% বলেছেন যে এটি খুব ভালো বা কিছুটা ভালোভাবে কাজ করছে, যেখানে প্রায় একই রকম, ৪৯% বলেছেন যে এটি খুব ভালোভাবে কাজ করছে না বা একেবারেই ভালোভাবে কাজ করছে না।

যৌন নিপীড়নের মামলায় এক

৫০ পৃষ্ঠার পর

চক্র পরিচালনা করতেন। আদালতের নথির বরাত দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২২ সালের জুলাইয়ে ২৮ বছর বয়সী জোবাইদুলের বিরুদ্ধে ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি অভিযোগ গঠন করে। এতে বলা হয়, আলাস্কাসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং বিদেশে থাকা কয়েক'শ অপ্রাপ্তবয়স্ককে নিপীড়নের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, জোবাইদুল অপ্রাপ্তবয়স্কদের খুঁজে বের করতে এবং তাদের চাপ দিয়ে আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও তৈরি করাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাপ ব্যবহার করতেন। এর মধ্যে ছিল ইনস্টাগ্রাম ও স্ন্যাপচ্যাট। যুক্তরাষ্ট্রে অভিযোগ গঠনের আগে জোবাইদুল মালয়েশিয়ার একটি মেডিকেল স্কুলে পড়াশোনা করতেন। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর বিরুদ্ধে শিশু পর্নোগ্রাফি সংরক্ষণ ও তৈরি করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১৩টি অভিযোগ আনা হয়।

জোবাইদুলকে ধরতে মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এএফবিআই ও বিচার বিভাগ যৌথভাবে কাজ করছিল। গ্রেপ্তারের পর গত বুধবার (৪ঠা মার্চ) তাঁকে মালয়েশিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় নেওয়া হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল পামেলা বন্ডির উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে, 'বিশ্বজুড়ে শত শত অপ্রাপ্তবয়স্ক ভুক্তভোগীর ওপর নির্যাতনের অভিযোগে এক বাংলাদেশি নাগরিককে মালয়েশিয়া থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বিদেশে লুকিয়ে থাকা অপরাধীদের খুঁজে বের করতে প্রশাসনের জোরদার প্রচেষ্টার এটি আরেকটি সফল উদাহরণ।'

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দোষী সাব্যস্ত হলে জোবাইদুলের ২০ বছর থেকে সর্বোচ্চ আজীবন কারাদণ্ড হতে পারে।

আরাকান আর্মির হাতে আটক

৮ পৃষ্ঠার পর

বলেন, মিয়ানমারের ভেতরে বিভিন্ন সময়ে আটক হওয়া তিন বাংলাদেশি নাগরিককে সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। বিজিবি সব সময় সীমান্তবর্তী এলাকার নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট।

বিজিবি জানায়, গত ১৪ ফেব্রুয়ারি তুমব্রু সীমান্ত এলাকা থেকে একজনকে এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি বালুখালী নদী এলাকায় মাছ ধরতে গেলে আরও দুজনকে আরাকান আর্মি ধরে নিয়ে যায়। পরে তাঁদের পরিবারের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিজিবি কর্তৃপক্ষ আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের মুক্তির বিষয়ে কাজ শুরু করে। দীর্ঘ যোগাযোগ ও সমন্বয় প্রচেষ্টার পর আজ বেলা দেড়টার দিকে ঘুমধুম সীমান্তের ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ দিয়ে তাঁদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে যাচাই-বাছাই শেষে আত্মীয়স্বজনদের উপস্থিতিতে তাঁদের পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

সূত্র আরও জানায়, বিজিবির কক্সবাজার অঞ্চলের রামু সেক্টর অধীনস্থ ইউনিটগুলো সীমান্তে সার্বক্ষণিক সতর্ক অবস্থানে থেকে দায়িত্ব পালন করছে। সীমান্ত নিরাপত্তার পাশাপাশি চোরাচালান, মাদকদ্রব্য পাচার, অবৈধ অনুপ্রবেশ ও আন্তরাষ্ট্রীয় অপরাধ দমনে বিজিবি নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর

৮ পৃষ্ঠার পর

নতুন গভর্নরের নিয়োগ কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারির আরজি জানানো হয়েছে। এ ছাড়া নিয়োগ ও অপসারণের পৃথক গেজেটের ওপর স্থগিতাদেশ চাওয়া হয়েছে রিটে।

রিটকারীর আইনজীবী সরোয়ার হোসেন বলেন, আগামী সপ্তাহে রিটটি শুনানির জন্য উপস্থাপন করা হবে।

গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুরকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব দেয়। ২০২৮ সালের আগস্টে তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার গঠন করলে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ পৃথক প্রজ্ঞাপনে মোস্তাকুর রহমানকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ ও আহসান এইচ মনসুরের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করে। এদিকে একজন ব্যবসায়ীকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগের পর থেকে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক চলছে।

খালেদা জিয়া, মাহেরীন চৌধুরীসহ

৯ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষাসহ দেশ গঠনে সার্বিক অবদান রাখায় মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখায় মেজর মোহাম্মদ আবদুল জলিলকে মরণোত্তর, অধ্যাপক ড. জহরুল করিমকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে, ড. আশরাফ সিদ্দিকীকে সাহিত্যে মরণোত্তর, সংস্কৃতিতে এ কে এম হানিফ (হানিফ সংকেত), সংস্কৃতিতে বশির আহমেদকে মরণোত্তর ও জোবেরা রহমান লীনুকে ক্রীড়ায় এই পদক দেওয়া হচ্ছে।

সমাজসেবাজনসেবায় ডা. জাফরুল্লাহ্ চৌধুরীকে মরণোত্তর, একই ক্ষেত্রে অবদান রাখায় মো. সাইদুল হক, মাহেরীন চৌধুরীকে মরণোত্তর, জনপ্রশাসনে অবদান রাখায় কাজী ফজলুর রহমানকে মরণোত্তর, গবেষণা ও প্রশিক্ষণক্ষেত্রে মোহাম্মদ আবদুল বাকী, একই খাতে অধ্যাপক ড. এম এ রহিম এবং অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়াকে স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

এ ছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণে আবদুল মুকিত মজুমদার (মুকিত মজুমদার বাবু) এই পদক পাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ মুক্তিযুদ্ধে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চিকিৎসাবিদ্যায়, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) পল্লী উন্নয়নে, এসওএস চিলড্রেন্স ভিলেজ ইন্টারন্যাশনাল ইন বাংলাদেশ সমাজসেবা-জনসেবায় এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র সমাজসেবা-জনসেবা খাতে অবদান রাখায় স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছে।

হাজারো প্রাণের বিনিময়ে দেশ গণতন্ত্রের ধারায় ফিরেছে

৮ পৃষ্ঠার পর

মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, 'আপনাদের পণ্যের টেকসই মান সংরক্ষণ, নিত্যনতুন ডিজাইন ও ব্যবহার উপযোগিতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও পাট পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে।'

তিনি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, উদ্ভাবন, বৈচিত্র্য সৃষ্টি, বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান, উচ্চ মূল্য সংযোজন, শিল্পের আধুনিকীকরণ, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং দেশ-বিদেশে বাজার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণে পাটচাষি, শ্রমিক, উৎপাদক, শিল্পোদ্যোক্তা, রপ্তানিকারক ও নীতিনির্ধারকসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি অংশীজনদের যথাযথ ভূমিকা রাখার উদাত্ত আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস করেন, বর্তমান জনবান্ধব সরকারের হাত ধরে পাট খাতের সোনালি দিন ফিরবে; সৃষ্টি হবে নতুন নতুন কর্মসংস্থান। পাশাপাশি জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটবে।

পাটকে বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি গৌরবের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবেও উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি। সবাই মিলে পাট খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে আরও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অনুরোধ করেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি জানান, 'করব কাজ, গড়ব দেশ'ক্লীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন খাতভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের প্রথম ও প্রধান অগ্রাধিকার।

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আরও বলেন, বর্তমান সরকার ইতিমধ্যে রুগ্‌ণ ও বন্ধ পাটকলসহ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান খুলে দিয়ে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছে।

রাষ্ট্রপতি জানান, সরকার ইতিমধ্যে পাট খাতকে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ও আধুনিকীকরণ, গবেষণা সম্প্রসারণ ও উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ উদ্ভাবনসহ পাটের বহুমুখী ব্যবহারের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে।

মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের ১০ দিনের মাথায় কৃষকদের ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এতে ১১ লাখের বেশি কৃষক সরাসরি লাভবান হয়েছেন। এতে পাটসহ কৃষি খাতে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে এবং উৎপাদন বাড়বে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। কৃষকদের জীবনমান উন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই সিদ্ধান্ত কল্যাণকর অবদান রাখবে বলেও দাবি করেন তিনি। রাষ্ট্রপতি আরও উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রথমবার সরকার গঠনের পরও ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণের সুদ-আসল মওকুফ করা হয়। তিনি আরও জানান, বর্তমান কৃষি ও কৃষকবান্ধব সরকার আগামী পয়লা বৈশাখ থেকে পর্যায়ক্রমে কৃষক কার্ড বিতরণ বিতরণ শুরু করবে।

এই কার্ডের মাধ্যমে কৃষকেরা ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ; সরকারি ভর্তুকি ও প্রণোদনা; সাশ্রয়ী মূল্যে কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ; ন্যায্যমূল্যে সেচ সুবিধা; সহজ শর্তে কৃষিঋণ ও বিমার সুবিধা; ন্যায্যমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রির সুযোগ; কৃষি প্রশিক্ষণ এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আবহাওয়া ও বাজার-সংক্রান্ত তথ্যসহ কৃষি-সংশ্লিষ্ট সব বিষয় জানতে পারবেন বলেও জানান তিনি। রাষ্ট্রপ্রধান আশা প্রকাশ করেন, সরকারের নেওয়া এসব উদ্যোগের ফলে অর্থনীতি শক্তিশালী হবে, পাট খাতে সুদিন ফিরে আসবে এবং অবারিত কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

তিনি জাতীয় পাট দিবস-২০২৬ উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে ৯ দিনের 'পাট ও বহুমুখী পাটপণ্যের মেলা'র ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে পাট খাতে সামগ্রিক উন্নয়ন স্বীকৃতিস্বরূপ এবং এই খাতে নিয়োজিত সর্বস্তরের অংশীজনকে উৎসাহিত করতে মোট ১৯ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বড় পর্দায় জাতীয় পাট দিবস-২০২৬ উদ্যাপন উপলক্ষে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম, সচিব বিলকিস জাহান রিমি, পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সৈয়দ মো. নূরুল বাসির ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধি বাংলাদেশ জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিজেএমএ) সভাপতি আবুল হোসেন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

ইরানকে গোপনে মার্কিন সামরিক গতিবিধির তথ্য

৬ পৃষ্ঠার পর

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, রাশিয়া মূলত তাদের মহাকাশে থাকা অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ধারণ করা ছবি ও তথ্য ইরানের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছে। তবে এই সামরিক সহায়তার বিনিময়ে রাশিয়া ইরানের কাছ থেকে কী সুবিধা পাচ্ছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। সিএনএন এই বিষয়ে ক্রেমলিন ও ওয়াশিংটনে অবস্থিত রুশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তারা কোনো মন্তব্য করেনি।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট প্রথম এই গোয়েন্দা তথ্যের খবর সামনে আনে। রাশিয়ার দেওয়া সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ইরানের কোনো হামলা পরিচালিত হয়েছে কি না, তা এখনো শতভাগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তবে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে মার্কিন সেনাদের অবস্থান রয়েছেড়এমন বেশ কয়েকটি জায়গায় ইরানি ড্রোন নিখুঁতভাবে আঘাত হেনেছে। এর মধ্যে গত রোববার কুয়েতে মার্কিন সেনাদের একটি অস্থায়ী আবাসে এমনই এক ড্রোন হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের ছয়জন সামরিক সদস্য নিহত হয়েছেন।

এদিকে মার্কিন গোয়েন্দাদের কাছে তথ্য রয়েছে, চীন এখন পর্যন্ত সরাসরি এই যুদ্ধে না জড়ালেও তারা ইরানকে আর্থিক সহায়তা, যন্ত্রাংশ এবং ক্ষেপণাস্ত্রের বিভিন্ন পার্টস দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। চীন মূলত ইরানের তেলের ওপর ব্যাপক নির্ভরশীল এবং তারা তেহরানকে হরমুজ প্রণালি দিয়ে নিরাপদ জাহাজ চলাচলের নিশ্চয়তা দিতে চাপ দিয়ে আসছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, চীন তাদের সমর্থনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সতর্ক। তারা চায় যুদ্ধ দ্রুত শেষ হোক; কারণ, এই যুদ্ধ তাদের জ্বালানি সরবরাহকে মারাত্মক ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।

সিএনএন এই বিষয়ে ওয়াশিংটনে অবস্থিত চীনা দূতাবাসের মন্তব্য জানতে চেয়েছে। অন্যদিকে সিআইএ এই বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ গত বুধবার পেন্টাগনে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ইরান যুদ্ধে রাশিয়া ও চীন আসলে কোনো বড় 'ফ্যাক্টর' নয়। তবে তিন বছর ধরে রাশিয়া ও ইরান ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন প্রযুক্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা চালিয়ে আসছে। ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ইরান যেমন রাশিয়াকে 'শাহেদ' ড্রোন ও স্বল্পপাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল দিয়ে সাহায্য করেছে এবং রাশিয়ায় ড্রোনের কারখানা তৈরিতে সহায়তা দিয়েছে, রাশিয়াও তার বদলে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি শক্তিশালী করতে কাজ করেছে।

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President
- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

বারী হোম কেয়ার

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট Direct Deposit এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা Medicaid এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা HHA/PCA
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI & BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave, 2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-350-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ১ম চার

৬ পৃষ্ঠার পর

প্রায় ১ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার। গত শনিবার ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে কাতার নিশ্চিত করেছে। গত চারদিনের তথ্য বিশ্লেষণ করে আনাদোলু জানতে পেরেছে, রোববার কুয়েতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভুলবশত গুলিতে তিনটি এফ-১৫ই স্ট্রাইক ঈগল যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়। ছয়জন ক্রু সদস্য বেঁচে গেলেও বিমানগুলো রক্ষা পায়নি। এগুলো প্রতিস্থাপনে আনুমানিক ২৮২ মিলিয়ন ডলার খরচ হবে।

শনিবার প্রথম দফার হামলায় ইরান বাহরাইনের মানামায় অবস্থিত মার্কিন নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহরের সদরদপ্তরে আঘাত হানে। এতে দুটি স্যাটেলাইট যোগাযোগ টার্মিনাল ও কয়েকটি বড় ভবন ধ্বংস হয়। উন্মুক্ত গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে টার্মিনালগুলোকে এএন/জিএসসি-৫২বি হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। সেগুলোর আনুমানিক মূল্য প্রায় ২০ মিলিয়ন ডলার (স্থাপন ও মোতায়েন ব্যয়সহ)। ইরান দাবি করেছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল-রুওয়াইস শিল্পনগরে মোতায়েন থাকা 'থাড অ্যান্টি-ব্যালিস্টিক মিসাইল' ব্যবস্থার এএন/টিপিওয়াই-২ রাডার তারা ধ্বংস করেছে। উন্মুক্ত গোয়েন্দা স্যাটেলাইট ছবিতে সেখানে আঘাতের ইঙ্গিত মিলেছে। এই রাডার ব্যবস্থা তৈরির খরচ প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার বলে ধারণা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, ইরান উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১ দশমিক ৯০২ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

শনিবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের ওপর হামলা শুরুর পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে অন্তত সাতটি মার্কিন সামরিক স্থাপনা লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে তেহরান। এগুলোর মধ্যে আছে- বাহরাইনে মার্কিন পঞ্চম নৌবহরের সদরদপ্তর, কুয়েতে ক্যাম্প আরিফজান, আলি আল সালেম বিমানঘাঁটি ও ক্যাম্প বুয়েরিং, ইরাকের এরবিল ঘাঁটি, সংযুক্ত আরব আমিরাতের জেবেল আলি বন্দর (মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নৌবাহিনীর সবচেয়ে বড় ঘাঁটি) এবং কাতারের আল উদেইদ বিমানঘাঁটি। কুয়েতে রোববার দুপুরে তোলা ছবিতে দেখা যায়, আগের দিনের ইরানি হামলার পর আলি আল সালেম বিমানঘাঁটির বিভিন্ন স্থানে ছাদের অংশ ধসে গেছে। ক্যাম্প আরিফজানেই ছয় মার্কিন সেনাসদস্য নিহত হন। রোববার ক্যাম্প বুয়েরিংয়ের ভেতর ধারণ করা এক ভিডিওতে দেখা যায়, একটি ড্রোন ঘাঁটির ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ভেতরে বিস্ফোরিত হচ্ছে। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, এই মুহূর্তে ইরানে মার্কিন সেনা পাঠানো 'সময়ের অপচয়' হবে। এখন তিনি এমন কোনো বিষয় নিয়ে ভাবছেন না। বৃহস্পতিবার এনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'এটা সময়ের অপচয়। তারা সবকিছু হারিয়েছে। তারা তাদের নৌবাহিনী হারিয়েছে। তারা যা হারাতে পারে তার সবকিছুই হারিয়েছে।' এর আগে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি এনবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েলি স্থল আক্রমণের জন্য ইরান প্রস্তুত। ট্রাম্প এটিকে 'অযথা মন্তব্য' বলে উল্লেখ করেছেন।

উৎসব.কম এর রায়হান জামান এর মাতৃবিয়োগ

পরিচয় ডেস্ক: কমিউনিটির প্রিয় বন্ধু, উৎসব গ্রুপের প্রধান রায়হান জামান-এর শ্রদ্ধেয় মা, নীলুফার সুলতানা গত মঙ্গলবার ৩রা মার্চ ভোরবেলা নিউইয়র্কে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৫ বছর।

বার্ধক্যজনিত নানান জটিল অসুস্থতার সঙ্গে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে অবশেষে তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে। জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত তাঁর ধৈর্য, সহনশীলতা আর মমতার আলো রায়হান জামান কে আগলে রেখেছিল।রায়হান জামান তার বাবাকে হারিয়েছেন অনেক আগেই, রায়হান

জামানরা এক ভাই এক বোন, রায়হান দীর্ঘদিন নিউইয়র্কে বসবাস করেন, তার বোন থাকেন বাংলাদেশে। মঙ্গলবার বিকেলেই জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে নামাজে জানাজার পর তাকে বৃহস্পতিবার ৫ মার্চসকালে লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালে দাফন করা হয়।

রায়হান জামানের মায়ের মৃত্যুতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন অনেকে। ছবিতে জানাজার নামাজে রায়হান জামানের বক্তব্যের পাশাপাশি রয়েছে গত অক্টোবরে মায়ের সাথে রায়হান জামানের শেষ জন্মদিন পালনের স্মৃতিময় কিছু নির্বাক অথচ অর্থবহ ছবি।

ব্রুকলিনে ইডিপির কম্পিউটার বেসিক কোর্সের দু বছর পুর্তি

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনে ইডিপির কম্পিউটার বেসিক কোর্সের দু বছর পূর্ণ হলো গতকাল। নিউইয়র্কে প্রবাসী কমিউনিটির দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এমপাওয়ারিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (উউচ)এর উদ্যোগে কম্পিউটার বেসিক কোর্স আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছিল ১ মার্চ ২০২৪। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় কোম্পানীগঞ্জ সোসাইটি ভবন, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র এ।

এই গুরুত্বপূর্ণ কোর্সের উদ্বোধন করেন শাহানা হানিফ, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল, ডিস্ট্রিক্ট৩৯, ব্রুকলিন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি ইডিপির ধারাবাহিক সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং প্রবাসী নারী ও তরুণদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনে এ ধরনের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এমপাওয়ারিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (উউচ) শুরু থেকেই অভিবাসী মানুষের পাশে থেকে কাজ করে আসছে। জার্নির শুরু জ্যাকসন হাইটস ও এলমার্স্ট দিয়ে হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইডিপির কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে ব্রুকলিনসহ নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকায়। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ক্ষমতায়নের এই পথচলায় ইডিপির কাজ কখনো থেমে থাকেনি, বরং নতুন নতুন উদ্যোগে আরও এগিয়ে চলেছে।

কম্পিউটার বেসিক কোর্সটি অংশগ্রহণকারীদের দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবে এবং প্রবাসী সমাজে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, এমন প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেন আয়োজকরা।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী পরিচালক আম্বিয়া বেগম বলেন ইডিপির অগ্রযাত্রা অব্যাহত, কারণ উন্নয়নের পথে থেমে থাকা নয়, এগিয়ে চলাই আমাদের অঙ্গীকার।

মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কস্থ মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নবগঠিত কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন কাজী সেলিম খান, সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে আমজাদ হোসেন সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মাশুদ রানা তপন। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশনের দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশন ইনক (গঁহংযরমড়হল ইরশৎধসঢ়ঁৎ অংংড়পরধঃরড়হ ওহপ)-এর উদ্যোগে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে এক দোয়া ও ইফতার মাহফিল সোমবার (২ মার্চ) সন্ধ্যায় গুলশান টেরেসে অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাসে কর্মব্যস্ততার মাঝেও এ আয়োজন ছিল সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ঐক্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম খান এবং ইফতার মাহফিল সঞ্চালনা করেন কাজী এম. খান সেলিম।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি শাহাদাত হোসেন, মির্জা মনিরুজ্জামান শামীম এবং ইফতার মাহফিলের কনভেনর একতারুজ্জামান রতন , সেক্রেটারি হাজী মোঃ মুছলেহ উদ্দিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি আমজাদ হোসেন সেলিম, সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান টুটুল।

বক্তারা বলেন, প্রবাসে মুন্সীগঞ্জবাসীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জোরদার করতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারা ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে এমন আয়োজন অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটিয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের হুমায়ুন খান, যুগ্ম সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, কোষাধ্যক্ষ হাসান জামান, সহ-সভাপতি মানিক বাবু ও মোহাম্মদ কাইয়ুম মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক হোসেন, আশরাফ উদ্দিন খসরু, খোরশেদ আলম, এস. এম. আনিসুর রহমান, তাজুল ইসলাম, সদস্য সাইদুর ইসলাম লিংকনসহ অন্যান্য কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাবেক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আখতার হোসেন ও ইকবাল হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি আজহারুল ইসলাম মিলন, সহ-সভাপতি হাবিব, শাহজাহান, কাজী জামান বিটু, সায়েম ঢালি, নাজমুল আলম শ্যামল ও আলিম।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলী, সাবেক সভাপতি আবু রব ও রহিম হাওলাদার, সাবেক সেক্রেটারি রুহুল আমিন সিদ্দিকী, ট্রেজারার নওশাদ হোসেন, কাসেম চৌধুরী, জেএফকে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মির্জা গিয়াস উদ্দিন আহম্মেদ, মির্জা আলাউদ্দিন আহম্মেদ, প্রিন্স খান, নাজমুল আলম শ্যামল ও কামরুজ্জামান সেলিমসহ কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও লায়ন্স নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স আহসান হাবিব, ইমিডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্ট লায়ন রকি আলিয়ান, লায়ন নুরুল আজিম, ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন রুহুল আমিন, সাবেক সেক্রেটারি লায়ন হাসান জিলানীসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী, সংগঠনের সদস্য ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ইফতার মাহফিলে মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়। নবগঠিত কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন কাজী সেলিম খান, সিনিয়র সহ-সভাপতি আমজাদ হোসেন সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মাশুদ রানা তপন।

পবিত্র রমজান মাসের বরকত ও শান্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম সাহেব। দোয়ায় দেশ ও জাতির কল্যাণ, প্রবাসী বাংলাদেশিদের শান্তি-সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করা হয়।

পরিশেষে আন্তরিকতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্যের আবহে ইফতার ও নৈশভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

শাহনেওয়াজ গ্রুপের ইফতার মাহফিল সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক: প্রতিবছরের মত এবারও যথাযথ ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে পবিত্র রমজান মাসে ইফতার মাহফিল আয়োজন করেছে শাহ নেওয়াজ গ্রুপ। গত ৫ মার্চ বৃহস্পতিবা উডসাইডের গুলশান টেরেসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত জানিয়েছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শাহ নেওয়াজ গ্রুপের প্রধান, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক ও লায়ন শাহ নেওয়াজ এবং চেয়ারম্যান লায়ন আমেনা নেওয়াজ। ইফতার পার্টিতে নিউইয়র্কের বিভিন্ন নানা শ্রেণী পেশার মানুষজন উপস্থিত হয়ে মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে ইফতারের পূর্বে মোনাজাতে অংশ নিয়েছেন। আইটিভর মাওলানা শহীদুল্লাহর সঞ্চলনায় অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আলোচনা করেছেন ইমাম কাজী কাইয়ুম এবং জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পেশ ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ। ইফতারের পূর্বে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় মোনাজাত পরিচালনা করেছেন মির্জা আবু জাফর বেগ।

আগত সকলের উদ্দেশ্যে শাহ নেওয়াজ গ্রুপের প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ বলেন, পবিত্র রমজান মাস আমাদের জন্যে আত্মশুদ্ধির বড় নেয়ামত বয়ে এনেছে। বাংলাদেশি কমিউনিটির সকলকে ধন্যবাদ জানাতে বিশেষ করে আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা এবং কমিউনিটির সুধীজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে আমরা এই আয়োজন করে আসছি। আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের গ্রুপের কর্মকান্ড আরো এগিয়ে যাবে- এই আমাদের বিশ্বাস। তিনি আরো বলেন, আশা করি রমজান শেষে পবিত্র ঈদও আমাদের সকলের জীবনে আনন্দ বয়ে নিয়ে আসবে।

বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক,সাংবাদিকসহ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে উপস্থিত হয়েছিলেন কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডোনাভান রিচার্ডস,স্টেট সিনেটর জন ল্যু,এসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমার,বাংলাদেশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান সেলিম,সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দীন দেওয়ান, , পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, ইনকিলাব সম্পাদক জাহিদ আলম, প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ মনজুরুল হক, জাগো প্রহরীর মো: আবুল কাশেম, জেবিবিএর গিয়াস আহমেদ, রিয়েলটর লায়ন নুরুল আজিম, লায়ন আবু জুবায়ের দারা, ময়নুজ্জামান কৌধুরী, জেবিবিএর হারুন ভুইয়া, সাবেক লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট গভর্ণর লায়ন মাদাদি সি এবং আমাদো সি,নিউইয়র্কের উর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ, লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ, লায়ন রকি আলীয়ান, লায়ন এফইএমডি রকি, নাসির আলী খান পল, লায়ন গোলাম এস হায়দার মুকুট, লায়ন অনিক রাজ, আবু বকর সিদ্দিক,লায়ন শাহ শহিদুল হক, লায়ন বেলাল আহমেদ, ব্রুামাইকা মুসলিম সেন্টারের সেক্রেটারী ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, শাকিল মিয়া, লায়ন রুহুল আমিন, কাজী আজম, বাংলাদেশ সেসাইটির হাসান জিলানি, লায়ন জাহাঙ্গীর আলম জয়, লায়ন কামরুল হাসান, ফাহাদ সোলায়মান,, শাহ জে চৌধুরী, নাবিল ইসলাম, টিবিএন২৪ এর এএফএম জামান,আহসান হাবিব, জ্যাকব মিল্টন, লায়ন বদরুদ্দোজা সাগর, লায়ন মশিউর রহমান মজুমদার, লায়ন মাসুদ রানা তপন, লায়ন এএসএম উদ্দিন পিন্টু, বাংলাদেশ সেসাইটির অনিক রাজ, লায়ন কামরুল মজুমদার, লায়ন শাহিন ভূইয়া, জালালাবাদ এসাসিয়েশানের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, বাংলাদেশ সেসাইটির রিজু মোহাম্মদ, বিএনপি নেতা এবাদ চৌধূরী প্রমুখ। সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে প্রবাসী সিলেটবাসীর ঐতিহ্যবাহী সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশান অব আমেরিকার আয়োজনে যথাযথ ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি শনিবার, উডসাইডের গুলশান টেরেসে আয়োজিত এ মাহফিলে কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক সদস্য, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

জালালাবাদ এসোসিয়েশান অব আমেরিকার সভাপতি মইনুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আতাউল গনি আসাদ-এর সার্বিক সঞ্চালনায় ও কোষাধ্যক্ষ ময়নুজ্জামান চৌধুরীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এবারের ইফতার অনুষ্ঠানে পবিত্র রমজানের তাৎপর্য, আত্মশুদ্ধি, সংযম ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বক্তারা বলেন, প্রবাস জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও ধর্মীয় ও সামাজিক বন্ধন অটুট রাখতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ইফতারের পূর্বে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও বিশেষ মোনাজাত পরিচালিত হয়। দোয়া মাহফিলে দেশ, জাতি এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। একই সঙ্গে মহান ভাষা শহীদদের স্মরণে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়, যেহেতু দিনটি ছিল ২১ ফেব্রুয়ারি/আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

ইফতার সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিগণ।

সভাপতি মইনুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, "জালালাবাদ এসোসিয়েশন সবসময় প্রবাসে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। আমরা চাই আগামী প্রজন্ম আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত থাকুক।"

সংগঠনেরসাধারণ সম্পাদক আতাউল গনি আসাদ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "এই আয়োজন শুধু ইফতার নয়, এটি আমাদের মিলনমেলাড় যেখানে আমরা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় করি।"

সুশৃঙ্খল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। উপস্থিত অতিথিরা আয়োজকদের এমন সুন্দর ও সময়োপযোগী উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। প্রবাসে ঐক্য, ধর্মীয় চেতনা ও সামাজিক সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থ াকল জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র এবারের ইফতার ও দোয়া মাহফিল।

স্টেট অ্যাসেম্বলীর ২০ হাজার ডলার অনুদান পেলো বাংলাদেশ সোসাইটি, ইফতার ও দোয়া মাহফিলে চেক হস্তান্তর

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রাচীন ও অন্যতম বৃহত্ সংগঠন হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি প্রথমবারের মতো নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বীর ২০ হাজার ডলার অনুদান লাভ করেছে। গত ১ মার্চ, রোববার কুইন্সের জয়া পার্টি হলে বাংলাদেশ সোসাইটির ইফতার মাহফিলে এই অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার। সোসাইটির দীর্ঘ ৫০ বছরের ইতিহাসে এটিই প্রথম সরকারি অনুদান বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। এদিকে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে সোসাইটির আয়োজনে ইফতার মাহফিলে ১০ম বারের মতো ক্বেরাত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এতে অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় তাদের সুমধুর কণ্ঠে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত উপস্থিত সুধীজনদের মুগ্ধ করে। ইফতার ও দোয়া মাহফিলে নতুন প্রজন্ম সহ দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর উপস্থিতিতে জয়া হল ধর্মীয় পরিবেশে উৎসবমুখর হয়ে উঠে। ইফতারের পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বক্তারা রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরে কমিউনিটিতে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ঐক্য বজায় রাখার আহ্বান জানান। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া করা হয়। দোয়া মুনাজাতে প্রবাসে এবং দেশে বসবাসরত সকলের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং কল্যাণ কামনা করা হয়। মোনাজাত শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ইফতার পরিবেশন করা হয়।

সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিমের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। স্টেট অ্যাসেম্বলীর চেক হস্তান্তরকালে মঞ্চে সোসাইটির কর্মকর্তা ও ট্রাষ্টিবোর্ডের সদস্যরা ছাড়াও বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, আবাসন ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী নুরুল আজিম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তোফায়েল চৌধুরী লিটন, স্টেট অ্যাসেম্বলীর আসন্ন নির্বাচনে দুই ডেমোক্রাটিক পার্টির মনোনয়ন প্রার্থী মোহাম্মদ শামসুল হক ও জে মোল্লা সানী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটের জন সি ল্যু ও কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এ্যাট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে জেনিফার রাজকুমার বলেন, বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ সোসাইটি বরাবরই কল্যাণমূলক কাজে আমাকে পাশে পেয়েছে। ৫০ বছরের পুরনো এই সংগঠনের জন্যে এই প্রথম আমি স্টেট অ্যাসেম্বলী থেকে মোটা অংকের একটি অনুদান সংগ্রহ করেছি। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রশংসা করেন এবং কমিউনিটিতে অবদান রাখার জন্য সোসাইটির সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানান। ইফতার মাহফিল উপলক্ষ্যে প্রবাস প্রজন্মের অংশগ্রহণে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যেও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সোসাইটির কর্মকর্তারা বিজয়ীদেও হাতে পুরষ্কার তুলে দেন।

সোসাইটির ইফতার মাহফিল সফল করতে গঠিত আয়োজক কমিটির আহবায়ক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কামরুল এবং সদস্য-সচিব অনিক রাজ সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানান। অনুষ্ঠানের সার্বিক সমন্বয়ে ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভূইয়া, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমি, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক এবং ইফতার মাহফিলের যুগ্ম আহবায়ক মোহাম্মদ হাসান জিলানী, নির্বাহী সদস্য সিদ্দিক পাটোয়ারী, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ।

সভপতি আতাউর রহমান সেলিমের সমাপনী বক্তব্যের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এসময় তিনি সবার উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

উল্লেখ্য, পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে সোসাইটির পক্ষ থেকে সিটির অন্যান্য বরোতেও ইফতার ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ৯ মার্চ জ্যামাইকায় ইকরা পার্টি হলে, ১১ মার্চ ব্রঙ্কসে গোল্ডেন প্যালেস এবং ১৩ মার্চ ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাগডোনাল্ডের রাধুনী রেস্টুরেন্টের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। খবর ইউএনএ'র।

গরিব-দুস্থদের বছরে অন্তত দুটি বাড়ি প্রদানের সংকল্প নিউইয়র্কস্থ রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক'র

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রীতির বন্ধন আর প্রিয় প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা গরিবের চেয়েও গরিব, তাদের অন্তত দুটি পরিবারের জন্যে বার্ষিক দুটি বাড়ি নির্মাণ করে দেয়ার অঙ্গিকারে ২ মার্চ সোমবার নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো 'রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক'র ইফতার মাহফিল। জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন পার্টি হলে সর্বস্তরের প্রবাসীর বিপুল অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত মাহফিলে এ ঘোষণা দেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মাওলানা ফখরুল ইসলাম। মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা ও মূলধারার ব্যবসায়ী আকতার হোসেন বাদল। তিনি সকলকে ধর্মীয় সম্প্রীতির বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ থেকে প্রিয় মাতৃভূমির কল্যাণে পরস্পরের সহযোগী হয়ে কাজের আহবান জানান এবং পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করেন, লাল-সবুজের বাংলাদেশের যাতে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটে। আর এ জন্যে সর্বাগ্রে দরকার চাঁদপুরের মত প্রতিটি অঞ্চলের প্রবাসীগণের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সুসংহত রাখা।

মাহফিলে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন কমিউনিটির আরেক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী বারী হোমকেয়ার এর আসেফ বারী টুটুল, বৃহত্তর কমুমুল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি ডা. এনামুল হক, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এবং সাবেক সভাপতি আমিন খান জাকির, বর্তমান সভাপতি মাহবুবুর রহমান প্রমুখ। মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্টজনদের মধ্যে আরো ছিলেন মুনমুন হাসিনা বারি এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সোহেল, বাংলাদেশ সেসাইটির কার্যকরী পরিষদের সদস্য জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, সালেহ আহমেদ মানিক প্রমুখ। এবারের ইফতার মাহফিলের সার্বিক তত্ত্বাবধানকারিদের মধ্যে আরো ছিলেন ফাউন্ডেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম মনির, মিজানুর রহমান প্রমুখ।

ইফতার গ্রহণের প্রাক্কালে সাবেক সভাপতি মাওলানা ফখরুল ইসলামের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বিশেষ মোনাজাতে বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ-সংঘাতের যাতনা থেকে গোটা মানবতার মুক্তিও কামনা করা হয়।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আদালত কর্তৃক মীমাংসিত বিষয় নিয়ে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্র যুবদল নেতা জাকির এইচ চৌধুরী

পরিচয় ডেস্ক: রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আদালত কর্তৃক মীমাংসিত বিষয় নিয়ে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন যুক্তরাষ্ট্র যুবদল নেতা জাকির এইচ চৌধুরী। ৫ মার্চ বৃহস্পতিবার ব্রুকলীনের ১১৩৪ লিবার্টি এভিনিউস্থ এক্সিট রিয়েলটি কন্টিনেন্টাল'র কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জাকির এইচ চৌধুরী আরো বলেছেন, প্রতিপক্ষ একটি মীমাংসিত বিষয় নিয়ে গত একমাস যাবত কয়েকটি মিডিয়ায় এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। কমিউনিটি মিডিয়া কর্মীদের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য তুলে ধরতে এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছি।

অধ্যাপক সৈয়দ আজাদের সঞ্চালনায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জাকির চৌধুরীর বিপক্ষে অপপ্রচারের নিন্দা জানিয়ে আরো বক্তব্য রাখেন সাউথ এশিয়ান রিয়েলটর এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মির্জা মোহাম্মদ হোসেন,রিয়েলটর সাইফুল হারুন,তাসমিয়া আনজুম।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের মার্চে শুরু হওয়া করোনাভাইরাস মহামারির সময় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সহায়তার জন্য বরাদ্দ করা ত্রাণ তহবিল অপব্যবহার এবং আত্মসাতের ঘটনায় ৯ জন আসামি (আটজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এবং একজন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত) দোষ স্বীকার করেছেন। ২০২৩ সালে নিউইয়র্ক স্টেটের রেসিলিয়েন্স গ্র্যান্ট এর অর্থ অফব্যবহার আত্মসাৎ করার মামলা দায়েরহয়। দীর্ঘ তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে কুইন্স সুপ্রিম কোর্টে পৃথক সময়ে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ স্বীকার করেছেন বলে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি এক যৌথ বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা ক্যাটজ এবং লাকি ল্যাং। তারা জানান, মহামারির মতো জরুরি পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বরাদ্দ করা অর্থ আত্মসাৎ করা গুরুতর অপরাধ। সেই অভিযুক্তদের একজন জাকির এইচ চৌধুরী।

রাজনীতিবিদ ও রিয়েল এস্টেট বিজনেসম্যান জাকির চৌধুরী বলেন, কুইন্স কাউন্ট্রি ক্রিমিনাল কোর্ট আমাকে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছিল।পুরো অর্থ ইতোমধ্যে পরিশোধ করে দিয়েছি। আমি চাইলে ট্রায়ালে যেতে পারতাম। আমার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের অফিস, কর্মচারী-সবই ছিল এবং আছে। ট্রায়ালে তিন বছর সময় লেগে যাবে এবং বদনামের ভাগীদার হব বলে আমি কোর্টের নির্দেশমতো সেটেলমেন্ট অনুযায়ী অর্থ পরিশোধও করছি। সরকার ও আদালতের সম্মতি ও নির্দেশমতো এটি এখন সেটেলড (মীমাংসা) অর্থাত্ মীমাংসিত বিষয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়ার কারণেই আমি কিন্তু লাইসেন্সধারী মর্টগেজ ব্রোকার হিসেবে ৯ জন লাইসেন্সড রিয়েল এজেন্টকে সাথে নিয়ে ব্যবসা অব্যাহত রেখেছি।অথচ উক্ত মামলায় ৯ জন আসামির তথ্য থাকলেও শুধুমাত্র আমার ছবি দিয়েই সংবাদ প্রকাশ ও অপপ্রচার চালানো হয়েছে।

জাকির চৌধুরী আরো বলেন, আমাকে মূলত এ পরিস্থিতিতে ফেলেছে আমার সাবেক ব্যবসায়িক পার্টনার। করোনার সময় আমার অফিসের নাম ব্যবহার করে সেই সাবেক ব্যবসায়িক পার্টনার সরকারি অনুদান নেওয়ার ব্যবস্থা করে। অনুদান পাওয়ার পর অর্ধেক টাকা সে নিয়েও যায়। এখন আমাকে জরিমানা দিতে হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে করোনায় নিহত ২৩৬ জনের পরিবারকে আমি ৫শত ডলার করে অর্থ সহায়তা দিয়ে কমিউনিটির পাশে থেকেছি।

জাকির চৌধুরীর মানবিক কাজ ও ব্যবসায়িক অঙ্গনে দক্ষতার কথা তুলে ধরেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট সৈয়দ আজাদ। জাকির চৌধুরীর কর্মময় জীবন নিয়ে কথা বলেন এক্সিট রিয়েলটি কন্টিনেন্টাল এর ডিরেক্টর অব সেলস মির্জা মোহাম্মদ হোসেন। তাঁর মতে, কিছু মানুষ জাকির এইচ চৌধুরীর সাফল্যে ইর্ষান্বিত হয়ে এইসব মিথ্যা, মানহানিকর তথ্য প্রচার করছে।

গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক্ এর বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: যথাযথ ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার ১১তম রমজানেঅনুষ্ঠিত হয়ে গেলো গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক্ এর বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিল । সুন্দর আবহাওয়া ও মনোরম পরিবেশে জ্যাকসন হাইটসের শেফ মহল রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয় এই সুন্দর আয়োজনটি । শতাধিক অতিথি ও সংগঠনের কর্মকর্তাদের পরিবার ও পরিজন এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সন্মানিত সভাপতি জনাব আতাউর রহমান সেলিম । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব মহিউদ্দিন দেওয়ান, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের

সভাপতি জনাব দুলাল বেহেদু, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রেজারার মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, কার্যনির্বাহী সদস্য মনসুর আহম্মেদ, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির মহিলা সম্পাদিকা ফারজানা হক প্রমুখ ।

অনুষ্ঠানে ইসলামী সংগীত ও হাম-নাথ পরিবেশন করেন অনুষ্ঠানটির আহবায়ক মোঃ আনারুল হক। দোয়া পরিচালনা করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব জামিল আনসারী ।সংগঠনের কর্মকর্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সফল অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পেরে সংগঠনের সকলে খুবই আনন্দিত ও গর্বিত । প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

রোজার নিয়ত

নাওয়াইতুয়ান আছুমা গাদাম্মিন সাহ্‌রি রামাদানাল মোবারক, ফারদাল্লাকা ইয়া আল্লাহ্ ফাতাকাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আনতাফ ছামিউল আলীম।

Intention of Fasting

(Niyat): Nawaitu Un Asuma Gadam Min Saharie Ramadanul Mubarak, Fardallaka Eaa-Allah Fata Kabbal Minny Innaka Antas Samiul Alim.

ইফতারের দোয়া

আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া বিকা আমানতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া আলা রিজক্বিকা আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

Breaking Fast (Dua)

Allahumma Laka Sumto Wa Bika Aamanto, Wa Alaika Tawakkaltu, Wa Ala Rizqika Aftarto Be Rahmatika Ya Arhamar Rahimin.

রাজধানীর ইফ্‌তার মানেই ঘরের স্বাদ এবং সুস্বাদু ইফ্‌তারীর সমাহার।

আমরা সকল ধরনের ইফ্‌তার ও সেহ্‌রী সরবরাহ করি।

TIME TABLE FOR RAMADAN 1447 A.H. 2026 A.D.

THE FIRST 10 DAYS ARE FOR MERCY

RAMADAN	DAY	MONTH	STOP EATING	FAJR	SUNRISE	ZUHR	ASR	IFTAR	ISHA
01	WED	FEB 18	5:24	5:29	6:45	1:10	3:52	5:34	6:50
02	THU	FEB19	5:23	5:28	6:43	1:10	3:53	5:35	6:51
03	FRI	FEB 20	5:21	5:26	6:42	1:09	3:54	5:37	6:53
04	SAT	FEB 21	5:20	5:25	6:40	1:09	3:56	5:38	6:54
05	SUN	FEB 22	5:19	5:24	6:39	1:09	3:57	5:39	6:55
06	MON	FEB 23	5:17	5:22	6:37	1:09	3:58	5:40	6:56
07	TUE	FEB 24	5:16	5:21	6:36	1:09	3:59	5:41	6:57
08	WED	FEB 25	5:14	5:19	6:35	1:09	4:00	5:43	6:58
09	THU	FEB 26	5:13	5:18	6:33	1:09	4:01	5:44	6:59
10	FRI	FEB 27	5:12	5:17	6:32	1:08	4:02	5:45	7:00
THE SECOND 10 DAYS OF FORGIVENESS									
11	SAT	FEB 28	5:10	5:15	6:30	1:08	4:03	5:46	7:01
12	SUN	MAR 01	5:09	5:14	6:29	1:08	4:04	5:47	7:02
13	MON	MAR 02	5:07	5:12	6:27	1:08	4:05	5:48	7:04
14	TUE	MAR 03	5:06	5:11	6:25	1:08	4:06	5:49	7:05
15	WED	MAR 04	5:04	5:09	6:24	1:07	4:07	5:50	7:06
16	THU	MAR 05	5:02	5:07	6:22	1:07	4:08	5:52	7:07
17	FRI	MAR 06	5:01	5:06	6:21	1:07	4:08	5:53	7:08
18	SAT	MAR 07	4:59	5:04	6:19	1:07	4:09	5:54	7:09
19	SUN	MAR 08	5:59	6:04	7:19	1:07	4:09	6:54	8:09
20	MON	MAR 09	5:58	6:03	7:18	1:06	4:10	6:55	8:10
THE LAST 10 DAYS ARE TO BE REFF FROM HELL FIRE									
21	TUE	MAR 10	5:56	6:01	7:16	1:06	4:11	6:56	8:11
22	WED	MAR 11	5:54	5:59	7:14	1:06	4:12	6:57	8:12
23	THU	MAR 12	5:53	5:58	7:13	1:06	4:13	6:58	8:14
24	FRI	MAR 13	5:51	5:56	7:11	1:05	4:14	6:59	8:15
25	SAT	MAR 14	5:49	5:54	7:10	1:05	4:15	7:00	8:16
26	SUN	MAR 15	5:48	5:53	7:08	1:05	4:16	7:01	8:17
27	MON	MAR 16	5:46	5:51	7:06	1:05	4:16	7:03	8:18
28	TUE	MAR 17	5:44	5:49	7:05	1:04	4:17	7:04	8:19
29	WED	MAR 18	5:43	5:48	7:03	1:04	4:18	7:05	8:20
30	THU	MAR 19	5:41	5:46	7:01	1:04	4:19	7:06	8:21

SM PRINTING : 929-328-9192

PH: 347-808-0032
হালাল HALAL
Bangladeshi Food
Rajdhani Restaurant & Sweet
7416 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
We do Catering
আমরা সকল ধরনের ক্যাটারিং করি
ALL ISLAMIC EVENTS ARE SUBJECT TO THE MOON SIGHTING
ইন্‌শাল্লাহ্ চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ঈদ হবে

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1671
Saturday, March 07, 2026

নিউ ইয়র্কের বিচারকরা নিম্ন-আয়ের ভাড়াটেদের জন্য আবাসন ভাউচারের (সেকশন ৮) ক্ষেত্রে নতুন বাধা যোগ করেছেন

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কের একটি আপিল আদালত গত ৫ মার্চ বৃহস্পতিবার একটি ঐতিহাসিক স্টেট আইন বাতিল করেছে যা নিম্ন আয়ের ভাড়াটিয়ারা তাদের ভাড়া পরিশোধের জন্য সরকারি সহায়তা ব্যবহার করে এমন লোকদের বিরুদ্ধে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে, যার ফলে অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজছেন এমন কয়েক হাজার নিম্ন-আয়ের ভাড়াটেদের - এবং স্থানীয় এবং রাজ্যব্যাপী তাদের বাসস্থান তৈরির প্রচেষ্টায় বড় ধাক্কা লেগেছে।

পাঁচজন আপস্টেট আপিল বিচারকের প্যানেল অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিটিয়া জেমসের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে এবং নির্ধারণ করেছে যে ফেডারেল ধারা ৮ ভাউচার ব্যবহার করে ভাড়াটেদের বিরুদ্ধে "আয়ের উৎস" বৈষম্য নিষিদ্ধ করে ২০১৯ সালের নিউ ইয়র্কের মানবাধিকার আইন যা সম্পত্তির মালিকদের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করে কারণ প্রোগ্রামটির জন্য ভবন সুরক্ষা পরিদর্শন প্রয়োজন।

ভাড়াটেরা তাদের আয়ের উপর ভিত্তি করে ধারা ৮ এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করে এবং সাধারণত তাদের আয়ের ৩০% এর বেশি ভাড়া প্রদান করে না, যখন ভাউচার বাকি অংশটি কভার করে। নিউ ইয়র্ক সিটির প্রায় ১২৩,০০০ পরিবার তাদের ভাড়ার একটি অংশ পরিশোধ করার জন্য সেকশন ৮ প্রোগ্রামটি ব্যবহার করে এবং রাজ্যের অন্যত্র আরও কয়েক হাজার বাসিন্দাও এ সহায়তা ব্যবহার করে।

অনেক সেকশন ৮ ভাউচারধারী বাড়িওয়ালা, দালাল এবং সম্পত্তি ব্যবস্থাপকদের কাছ থেকে বৈষম্যের সম্মুখীন হন যারা অ্যাপার্টমেন্টের জন্য আবেদন করার সময় তাদের প্রত্যাখ্যান করে বা উপেক্ষা করে, প্রায়শই জাতিগত কারণে, ভাড়াটেদের সন্তান আছে কিনা বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে অন্যান্য ধরণের পক্ষপাতের জন্য একটি প্রক্সি হিসাবে। তাদের রায়ে, বিচারকরা সেই বৈষম্যকে স্বীকার করেছেন যা স্টে আইন প্রণেতাদের আয় সুরক্ষার উৎসকে কোডিং করতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু বর্তমান আইনের অধীনে, "বাড়িওয়ালারা এখন তাদের ভাড়া সম্পত্তি এবং রেকর্ডের সরকারি অনুসন্ধানে সম্মতি দিতে বাধ্য" যা চতুর্থ সংশোধনীর লঙ্ঘন, বিচারকরা ৫ ই *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশিদের আমেরিকান গ্রিনকার্ডের স্বপ্নে বিরাট ধাক্কা

আসাদুজ্জামান শামীম: ২০২৬ সালের ২ মার্চের সকাল। ঢাকা থেকে নিউইয়র্ক, সিলেট থেকে নিউ জার্সি, চট্টগ্রাম থেকে টেক্সাস। ভিন্ন ভিন্ন শহরে ছড়িয়ে থাকা হাজারো পরিবারের ফোনে একই নোটিফিকেশন, একই প্রশ্ন, একই দীর্ঘশ্বাস। কারও কেস নম্বর বহু মাস ধরে "ডকুমেন্টস কমপ্লিট" অবস্থায়, কারও সাক্ষাৎকারের তারিখ ঠিক হয়েও পিছিয়েছে, কারও আবার সবকিছু শেষ, শুধু ভিসা ইস্যুর অপেক্ষা। ঠিক এমন সময় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক সিদ্ধান্ত তাদের ভবিষ্যৎকে স্থগিতচিহ্নের ভেতর আটকে দিল। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ঘোষণায় বলা হয়, বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য ইমিগ্র্যান্ট ভিসা ইস্যু সাময়িকভাবে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাজ্যের নতুন আশ্রয়নীতি ও বাংলাদেশিদের কঠিন ভবিষ্যৎ

নজরুল ইসলাম মিন্টু: যুক্তরাজ্যের অভিবাসন ইতিহাসে এক নতুন এবং অত্যন্ত কঠোর অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। ২০২৬ সালের ২ মার্চ সোমবার দেশটির স্বরাষ্ট্র সচিব শাবানা মাহমুদ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে যে ঘোষণা দিয়েছেন, তা কেবল একগুচ্ছ নীতিগত সংশোধন নয়, বরং দেশটিতে আশ্রয়প্রার্থী হাজার হাজার মানুষের ভবিষ্যৎকে নতুন অনিশ্চয়তায় ঠেলে দেওয়ার বার্তা। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে আসা বা আসার অপেক্ষায় থাকা কয়েক হাজার মানুষের জন্য এই ঘোষণা এক চরম অনিশ্চয়তার সংবাদ। সরকারের নতুন 'কোর প্রোটেকশন' (Core Protection) মডেল অনুযায়ী, এখন থেকে যুক্তরাজ্যে শরণার্থী হওয়া মানেই আর স্থায়ীভাবে বসবাসের নিশ্চয়তা নয়।শাবানা মাহমুদের এই ঘোষণার মূল লক্ষ্য হলো *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

জরীপ: ৬১% আমেরিকার ভোটার সমাজতন্ত্রকে নেতিবাচকভাবে দেখেন

পরিচয় ডেস্ক: ফক্স নিউজের একটি নতুন জরিপে দেখা গেছে যে ৩৮% ভোটাররা বলেছেন যে পুঁজিবাদ থেকে দূরে সরে গিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে সরে যাওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভালো হবে, যেখানে ৬১% ভোটার সমাজতন্ত্রকে এখনো নেতিবাচকভাবে দেখেন।

এই পরিবর্তনের কারণ হতে পারে পুঁজিবাদ *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

যৌন নিপীড়নের মামলায় এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে এফবিআই

পরিচয় ডেস্ক: যৌন নিপীড়নের বৈশ্বিক চক্র সংক্রান্ত একটি মামলায় সালয়েশিয়ায় জোবাইদুল আমিন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে এফবিআই। যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফজাষ্টিস এর ওয়েবসাইটের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, জোবাইদুল বাংলাদেশি নাগরিক।

মালয়েশিয়া থেকে গ্রেপ্তারের পর গত বুধবার (৪ঠা মার্চ) জোবাইদুলকে যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় নেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার ৫ মার্চ অরাস্কার এক আদালতে তাঁকে হাজির করার কথা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি শিশু যৌন নিপীড়নের একটি বৈশ্বিক *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ এলাকায় ঘড়ির কাটা এক ঘন্টা এগুবে ৭ মার্চ শনিবার দিবাগত রাতে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ এলাকায় শনিবার ৮ মার্চ দিবাগত রাতে অর্থাত্ ৯ মার্চ রোববার থেকে শুরু হচ্ছে ডে লাইট সেইভিংস টাইম। এদিন ঘড়ির কাটা এগিয়ে নিতে হবে এক ঘণ্টা। ৭ মার্চ শনিবার দিবাগত রাত (৮ মার্চ রোববার) ২টায় ঘড়ির কাটা এগিয়ে যাবে তিনটার ঘরে। আইফোন, এন্ড্রয়েডসহ *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*